

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	লেখক ।
১। কোনও ক্রান্তার উদ্দেশ্যে	শ্রীচতীচরণ মিত্র
২। বিচার (উপন্যাস)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ
৩। ব্যাখ্যা বীণা	শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী
৪। কলিকাতার অন্তত জুয়াচুরি	শ্রীঅমলচরণ মিত্র
৫। আলমিক (নাটক)	
৬। পারলৌকিক প্রেম	শ্রীঅন্নবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৭। হিন্দু বিবাহের পণ-প্রথা	
৮। কোহিনুর বা ভারতভাগ্য	শ্রীদ্বিজেন নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ এম ডি,
৯। বর্ষারন্তে প্রেম	শ্রীঅধিনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১০। উপাধি লাভ	

To Let.

কর্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়াক'স্।

স্থাপিত—১৯০৮।

৪নং তেলকল বাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

সুন্দর ছাপার কাজ যদি অল্প সময়ে ও সুবিধা দরে করিতে চান,

তবে আমাদের ছাপাখানার সর্ভার দিন।

বৈদ্যুতিক মোটর চালিত।

ভাল ভাল যেদিন ও টেডেলে আন্টেকারা সুতম অক্ষরে বসাইরে, ছাপা।
বিখ্যাত নিমন্ত্রণ-পত্র ও মনোজ প্রীতি-উপহার, লেটারহেডিং,
বিল, ইন্ভয়েন্স, ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্যাস্‌মেটমা, লেটার, ও
নানাপ্রকার ফর্মস্ এবং উচ্চশ্রেণীর জবের কাজ করাই আমাদের
বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, বাঙ্গালা ও নাপরী সকল প্রকার পুস্তক
এবং আঙ্গিক পত্রাদি ছাপার বন্দোবস্ত আছে। শ্রমীক্ষার প্রম্পত্ৰ নতি
অল্প সময়েরিনতুল্লপে ছাপিয়া দেওয়া হয়। বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাপরীতে
এক রঙে বা মিশ্র রঙে প্ল্যাকার্ড ও সোকার্ড ছাপিয়া থাকি। একবার মাত্র
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের ছাপাখানার সংলিষ্ট একটি পুস্তক-বাইথাই বিভাগ খোলা হইয়াছে।
এখানে অভিজ দপ্তরীর দ্বারা কাটিং, পারফেক্‌টরিং, অক্সিডিং,
কলিং, আইলেন্ডিং, পাকিং, প্রভৃতি যেদিন সাহায্যে উত্তম চামড়া, মনোজ
কাগজ ও কাগজের সুন্দর বাঁধাই হইয়া থাকে। সদাপরী অফিসের মোটা ও মজবুত
লুতার ও ক্যাল বুক ইত্যাদি ও কারুকার্য বিশিষ্ট মলাটের পুস্তকাদি সুচারুরূপে বাঁধাই
করা হয়। সকল প্রকার একাউন্ট-বুক ইত্যাদি ও একসারনাইজ-বুক সুলভ মূল্যে
বাঁধাই ও বিক্রয় হয়।

কাগজের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা এখানে ছাপাখানার ও সাধারণের প্রয়োজনীয়
নানাপ্রকার কাগজ আমদানী করিয়াছি। মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ; পাইকারী ও
খুচরা বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞাপন ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত
বৃদ্ধি হওয়ায় অন্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া
এক গ্রোস জবাকুম্ব তৈলের মূল্য ১০৮ এক
শত আট টাকা, এক ড্রনের মূল্য ৯৥০ সাড়ে
নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২৥০ আড়াই
টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য
১ এক টাকা রহিল।

ক বরাজ—উপেন্দ্রনাথ সেন ।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

আলোচনা-দশ হাজার পাঠক ।

• বিজ্ঞাপন দাতার সুবর্ণ সুযোগ ।

—•••—
অসামান্য আবর্জনাপূর্ণ বিজ্ঞাপনে কলেবর মোটা করিয়া আজকাল যে সকল মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতে অধিক মূল্যে বিজ্ঞাপন, দিয়া অনেকে লোকসান দিতেছেন । সেই আবর্জনাময় মধ্য ভাঁদের বিজ্ঞাপন পাঠকের নজরেই পড়ে না আলোচনায় বিজ্ঞাপনের হার সুলভ, এবং এই পত্রিকা মাসে মাসে, নিয়মিত গ্রাহক ব্যক্তি, বহু নির্বাচিত নূতন নূতন ঠিকানায় নানাদেশে বিতরিত হইয়া থাকে । প্রত্যয়পূর্ণ বিজ্ঞাপন আলোচনায় লওয়া হয় না, তজ্জন্য সব্যবহারীয় বিজ্ঞাপনের কল অবশ্যস্তাবী । কর্মযোগ পুস্তক ভাণ্ডারে যে সকল সদগ্রন্থ বিক্রয়ার্থে রক্ষিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপনের মূল্য লওয়া হয় না ।

To Let.

বিজ্ঞাপনের যুগে গ্রন্থকার মহাশয়েরা ।

পুস্তক মাত্র ছাপাইয়া নিশ্চিত থাকিবেন না । বিনা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের কাটতি করার আশা হ্রাশা মাত্র । অনেক গ্রন্থকারও সর্বগ্রাসী প্রকাশকদের কবল হইতে বাতিবার আশায় কটেফটে নিজের খরচার পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞাপনের অভাবে কিছুই করিতে পারেন না । এদিকে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া 'কাটতি' বই বিক্রয় করেন বইএর কাটতি বাড়াইবার অন্য বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করেন না । এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা মাত্র শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া নিজ ব্যয়ে আমাদের পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকি । ইহাতে গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিজ পুস্তকাবলীর কয়েক কান্দি আমাদের পুস্তক ভাণ্ডারে জমা রাখিলে আমরা বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা কাটতি করিবার চেষ্টা করি । পত্র দ্বারা সবিশেষ অবগত হইবেন ।

নিবেদক—ম্যানেজার—আটলাভন্য ।

৪নং তেলকলবাটি রোড, হাওড়া ।

To Let.

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সুপ্রসিদ্ধ ও বহু পুরাতন

* কাগজ বিক্রেতা *

১৩৪ ও ১৩৫নং, ওল্ড চাইন।

বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

—o—

ব্রাঞ্চ—৬৪ হারিসন রোড,

১০৩ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

১, হিউওয়েট রোড, এলাহাবাদ ও চক, বেনারস।

দাম্পত্য সুখে সুখী হইতে চান ?

“কামশাস্ত্র”

পাঠ করুন বিনা মূল্যে ও বিনা মাণ্ডলে বিতরিত হয় ।
পত্র লিখিলেই পাইবেন । বিলম্বে নিরাশ হইতে পারেন ।
ম্যালেরিয়া নাশন—

“জ্বরাস্তক-বটিকা”

ম্যালেরিয়ার বিষ শরীর হইতে ইজ্জতালের দ্বারা নিঃশেষ
করে । এই বটিকার একটা গুণ এই যে জ্বর থাকিলে কিংবা
জ্বর না থাকিলেও ইহা সেবন করা যায় । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।
মূল্য—৪০ বটিকাপূর্ণ—১ কোটা ১৮ মাত্র ।

“বাত গজ-কেশরী তৈল”

গ্রন্থিতে ও সন্ধিস্থানে বাত, শরীরে বাতব্যথা প্রভৃতি
স্থানীয় প্রয়োগে দূর করে ।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী ।

“আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয় ।”

২১৪নং বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

অর্ডার দিবার সময় পত্রিকায় নামোন্মেষণ করিবেন ।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী ।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহব মকবল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ. ২'৬০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ২০ অর্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলাম—৮\, অর্ধপৃষ্ঠা বা এক কলাম ১১০. শিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলাম—২১০ শিকি কলাম—২\ ।

কভারের পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা ভূতর্ক কালের ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা হয় না।

আলোচনার ক্ষুদ্র বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১৯১ হাওড়া)

To Let.

আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়, হাঁসাইল, ঢাকা।

১৩০৬ স্থাপিত পুণ্ড্র অকুত্রিম ঔষধ ভাণ্ডার। অধ্যক্ষ—কবিরাজ ঐবরদাকান্ত বোব
বর্মা কবিরয়। এমিদ্ধ ঔষধ লেখক, গ্রন্থ গ্রণেতা, হিন্দু কেমিষ্ট ও হাঁসাইল ভুলের ভূতপূর্ব
প্রধান শিক্ষক। হেড অফিস—হাঁসাইল, ঢাকা। চ্যবনগ্রাস—৩৮ পের, স্বর্ণচিটিত
মকরমুগ—৪৮ তোলা; এইরূপ কবিরাজী সকল ঔষধ চুড়ান্ত সজ্জা। হাস্যমুখা—
হাঁপানির ব্রহ্মাজ—১৮ শিপি; গ্ৰীহা বিজয়—গ্ৰীহা ও বক্রতের মর্দোষধ—৩০ টী বড়ী ৫০
আনা; কন্দর্পবিলাস—অকাল বার্ককা, ইন্ডিয়নৈথিল্যা নিবারক এবং যৌগনের বল ও
যৌবনক্রিয়াক ১ মাসের ঔষধ ৩৮ টাকা; সর্কজরের পাচন—সকল প্রকার পুরাতন
জরের ব্রহ্মাজ—১৮; অমৃতবিন্দু কবায় সালসা, উপদংশ রক্তচূর্ণির অমৃত ঔষধ ১৮
টাকা, অতরায়োদক—সুখে ২১২ বার কোঠ পরিকার মূল্য ১০ আনা; দক্ষবাবানল—সকল
প্রকার দাদনাশক মূল্য প্রতিকোটা ১০ আনা; দন্তমুখা—দায়িক ও দন্তমূল ক্ষোতির
মর্দোষধ, প্রতিকোটা ১০ আনা; হজমোবড়ী, প্রতিকোটা ১০ আনা। ক্যাটলগে হিসাব
দেখুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

স্বাস্থ্যকান্ত-স্বামী ।

[ত্রিপদী, গদ্য ও পদ্য উপন্যাস]

হাকেকজ মোহাম্মাদ এছকাক প্রণীত ।

এ রকম বই প্রায় দেখা যায় না, নূতন ধরণের নূতন যেন
অভিনব, পুস্তক পাঠে আনন্দে উল্লাস ও শিক্ষা পাইবেন।
সম্পূর্ণ পড়িয়া শেষ না হইলে ছাড়িতে পারিবেন না।

পত্র লিখুন—সুখ দুঃখের প্রশালী দেখুন !

প্রাপ্তিস্থান :-

গ্রন্থকার ।

কলিকাতা ।

সাং বাঁকড়া ।

হেতুয়া তালাও ।

পোঃ মাকডুদহ, জেলা হাওড়া ।

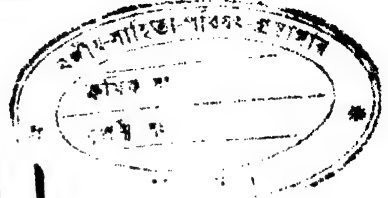
৫৯নং মাণিকতলা স্ট্রীট ।

তিঃ পিঃ সমেত মূল্য ১৮ টাকা ।

সায়েব জ্ঞান হাজির দোকান ।

অডার দিবস সময় এই পত্রিকার নামোন্মেষ করিবেন ।

শ্রীশ্রীকালীকাকটক নমঃ ।



আলোচনা ।

“মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ।”

অষ্টবিংশতি বর্ষ ।]

বৈশাখ, ১৩৩১ সাল ।

[প্রথম সংখ্যা ।

কোনও দাতার উদ্দেশে

ঐশ্বর্যচরণ মিত্র

চাদার খাতায় নাম ওঠে যে মিছে,

আপন-মনে ভাব্চ দানের গভী,

“দিতে হ’বে ‘আপনাকে’ যে নিজে,

যা’কে তা’কে দিচ্চ কেটে’ হত্তী !

জাননাত কা’কে বলে দান,

ভুলটা নিয়ে আছ মহাব্যস্ত,

দিতে হ’বে দানের সনে গ্রাণ,

হাত বাড়ালে দান হ’ল না মন্ত ।

সফলতা লাভ করিতে গেলে

শক্তিটি চাই নয়ক শুধু দত্ত,

মজ্জমানে দিচ্চ ডুরি কেলে’

। দিতে হ’বে অলেই তোমার লক্ষ ।

• বিচার

শ্রীশ্রীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ

অক্ষয় বাবু হিন্দুধর্মাবলম্বী হইলেও গৌড়া হিন্দু ছিলেন না। তাঁহার মতামত চালচলন কোনটাই তেমন সমাজ মানিয়া চলিত না। তিনি নিজেও বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কস্তা চপলাও বিধবা বিবাহ দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি তাঁহার পুত্র কস্তাগণকে অবাধে সকলের সহিত মেলামেশা করিতে দিতেন। তাহাদের কোন আকাজ্জা, কোন আবদারই তিনি অসম্পূর্ণ রাখিতেন না।

সমাজের শৃঙ্খল বেড়ীক্ৰমে পায়ে না পরিলেও সমাজের শাসন, সমাজের আইন কানুন, এবং সমাজের সীমা একেবারে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত কিনা অক্ষয় বাবু তাহা এক দিনও ভাবিয়া দেখেন নাই। কস্তার উপহুঁপরি ছুইবার বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না বটে, কিন্তু তিনি এক দিনের জন্তও কস্তাকে বৈধব্য নিয়মাদি পালন করিতে দেন নাই। আশ্চর্য্য তিনি তাহাকে যেকোন প্রণয় দিয়া আগিয়াছেন আজও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। পিতার মেহ পিতার

সন্তানবাত্সল্য এবং পিতার কোমলতাই শুধু তাঁহার হৃদয়ে ছিল, কিন্তু সন্তানকে মাতৃব করিতে গেলে যতখানি কঠোরতার প্রয়োজন, কর্তব্যপালন করিতে গেলে হৃদয়ের সমস্ত করুণার উৎসকে যতখানি নিভৃত গোপন রাখা প্রয়োজন, ততখানি শক্তি বা ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

কলে চপলার ঔরত সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, চিত্তের চাক্ষু্য দিন দিনই বাড়িয়া গিয়াছিল। মনের ইচ্ছাকে দমন করিবার ক্ষমতা তাহার মোটেই ছিল না। সংযম-শক্তি তিশ মাত্রও তাহার হৃদয়ে ছিল না। সে যাহাই ধরিত তাহাই করিত, নিজে যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া উপনাস করিয়া যেমন করিয়াই হউক সে তাহার আকার বজায় রাখিত।

লঘুচিত্ত অক্ষয় বাবু কস্তার চোখে জল দেখিলে সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন, কস্তার মুখ বিষম দেখিলে তাহার কোন আবদারেরই প্রতিবাদ করিতেন না। চপলার বয়স্ক অষ্টাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গেলেও অক্ষয় বাবু

বিচার।

তাহাকে মেলামেশা করিতে দেখিতেন এবং তাহার প্রকাশের সহিত তাহার মেলামেশা ভিত্তি তিনি কিছুটা আলাপ দেখিতেন না বরং তিনি মনে করিতেন যে এই অল্প বয়সের চপলা যেকোন শোক পাইছে উচিত যে সে অল্প সকলের লজ্জিত মেলামেশা করিবে ততট তাহার চিত্ত ভাল থাকিবে।

চপলা যখন বেথুন কলেজে পড়িত তখনই তাহার প্রকাশের সত্যত আলাপ হয়। তাহার এক সহপাঠী বাড়ীতে প্রকাশ থাকিত। চপলা প্রায়ই সেইখানে যাইত। সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতাতে পরিণত হয়। প্রথমে প্রকাশের সহিত বিবাহের কথা হয়। কিন্তু কোন কারণে তাহা হয় নাই। প্রথমবার বিবাহ হইবার পর পুনরায় যখন তাহার বিবাহের কথা হয় তখন প্রকাশ এখানে ছিল না, বিলাত গিয়াছিল। অক্ষয় বাবু আর একজনের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু এবারও সে বিবাহ হইল। অক্ষয় বাবু এবারে আর তাহার বিবাহ দিলেন না।

কিন্তু চপলার সহিত প্রকাশের মেলামেশার কিছুই হ্রাস হইল না বরং দিন দিন বাড়িয়া বাইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহা দুটুকটু হইয়া দাঁড়াইল অক্ষয় বাবু দেখিলেন যে আর

তাহার কোন হাত নাই। তাহারই প্রসারে তাহার অনেক দূর আগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কতবার ব্যবহারে কতবার কথাবার্তার তিনি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন বটে কিন্তু কতবার যুগ দেখিয়া তাহার চোখে জল দেখিয়া সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিতেন।

কিন্তু কতবার সত অপরাধ সত্ত্বেও এবং প্রকাশের সহিত এইরূপ অবধি মেলামেশা সহস্রবার দুটুকটু হইলেও এ বিশ্বাসটুকু তাহার মনে দৃঢ় ভাবে নিলে যে চপলা কখন তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধুলিবিলাস্তিত করিবে না। সে সত্বেও তিনি একরূপ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কাজেই কেহ যদি সাবধান করিয়া দিত তিনি হাঁসিয়া বলিতেন “সে বিশ্বাস আমার মেয়ের ওপর আছে। আর তাছাড়া এখন তার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে।” কেবল পিতা কাহারও কোন সতর্কতাই গ্রাহ্য করিতেন না।

তাহার একমাত্র পুত্র বড় অত্যধিক প্রসারে বিগড়াইয়া গিয়াছিল।

নিকট টাকা চাহিয়া কখন সে বিলাত-বন্দোবস্ত হইয়া কিরিয়া আসে নাই। যখন বাবা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। পুত্র কোন অপরাধ করিতেন তিনি তাহাকে কেবল নাজি আদর করিয়া বুকাইয়া দিতেন যে একরূপ কার্য

আলোচনা ।

কখন করিতে নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের এ
নেহের প্রকাশ্য করুণার এখার মত একেবারেই
গ্রাহ্য করিত না। দিবা রাত্রিই আড্ডা লইয়াই
সে থাকিত! কোথায় মিটিং হইতেছে, কোথায়
ভাল থিয়েটার হইতেছে, কোথায় ফুটবল ম্যাচ
হইতেছে—এই সমস্তই তাহার লক্ষ্য ছিল।
চলিশবর্ষের মধ্যে রাত্রি মাত্র চার পাঁচঘণ্টা
সে বাড়ীতে থাকিত। তাহাও আবার মাঝে
মাঝে অন্তর্য কাটাইয়া দিত। তাহার স্বভাব
ছিল উদ্ধত। তাহার মেজাজ সদাসর্বদাই
সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। কলেজ প্রবেশ করিয়া
তাহার প্রকৃতি আরও খারাপ হইয়া গেল।

অবশ্য বাবু সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।
কিন্তু তাঁহার নিজের হৃদয়ের উপর কোনই
অধিকার ছিল না। যখন তিনি চপলা কিংবা
মক্টুর নিকট হইতে অত্যন্ত আশা পাইতেন
তখন শুধু এইটুকু বলিয়াই অশ্রুবিসর্জন
করিতেন যে অবোধ সন্তানেরা পিতামাতার
হৃদয়কে গ্রাহ্য করে না। তাহারা বুকে না যে
তাহারা পিতামাতার কত আদরের, কত
স্নেহের।

মক্টুর লব্ধে যদি কেহ তাঁহাকে সতর্ক
করিয়া দিত, তিনি হাসিয়া বলিতেন, “ওরা
ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না। আহা! মাক্-

হারা সন্তানেরা আমার।”

কিন্তু তিনি নির্বোধ ছিলেন না। তাঁহারি
জ্যেষ্ঠা কন্যা চপলা এবং পুত্র মক্টু যে তাঁহার
মনের মত হইল না ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন,
কিন্তু বুঝিয়াও তাহার কোন উপায় করিতে
পারিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের
নিকট কেবল মাত্র বলিতেন “জীবনের প্রান্তেই
যে ভুল করেছি, আমরণ কাল আমায় তারই
প্রায়শ্চিত্ত কস্তুে হবে।”

তাঁহার অমৃতপ্ত জীবনের এক মাত্র সাঙ্গনা
ছিল তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মী। একই
পিতার ঊরসে তিনটি সন্তান। কিন্তু লক্ষ্মী
অপর দুইটি অপেক্ষা অনেক ভাল। সেবা
শুশ্রূষায় অতিথি সৎকারে লক্ষ্মী অধিতীয়া ছিল।
জ্যৈষ্ঠ মৃত্যুর পর অক্ষয় বাবু একরূপ চিরক্লম
হইয়া পড়িয়াছিলেন মুহূর্ত্ত ভয় পাওয়া কিট
হওয়া তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়া-
ছিল। তাঁহার বুকে একরূপ বেদনার সৃষ্টি
হইয়াছিল। কোন বকমে উদ্বেজিত হইলেই
সেই বেদনাটি বাড়িয়া উঠিত। এক মাত্র
লক্ষ্মীই দিবা রাত্রি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত।
তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। তিনি একই
ভাবে তিনটি সন্তানকে মানুষ করিয়াছিলেন
কিন্তু একই মূল হইতে তিনটি বিভিন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন

হইয়াছিল ।

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও লক্ষ্মীর মত ছিল অন্তরূপ । পিতার সহিত এ সম্বন্ধে সে কত তর্ক করিত, কত আলোচনা সমালোচনা করিত । অনেক সময়ে সে পিতার কথা বিশ্বাস করিত আবার অনেক সময়ে পিতাকে তর্কে হারাষ্টয়া দিত । বুদ্ধ বয়সে অক্ষয় বাবুরও ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মতামতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল । উত্তম শোণিত শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বার্কস্কোর আগমনে যৌবনের উদ্যম গতির বেগ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অক্ষয় বাবুর মতেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল । মাঝে মাঝে তিনি স্পষ্টই বলিতেন “আমার জীবনের কর্ম-ফলই আমার এত দিনকার দুট মতকে ক্রমশঃই টলিয়ে দিচ্ছে লক্ষ্মী, আর টলিয়ে দিচ্ছে তোমারি তাই যোন ছুটি ।”

চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক হইলেও লক্ষ্মীর বুদ্ধি ও হৃদয়শক্তি অনেক ছিল । চিন্তে তাহার শক্তি ছিল, দৃঢ়তা ছিল, ভগবানে তাহার অশাধ বিশ্বাস ছিল, হিন্দু ধর্মে তাহার আন্তরিক ভক্তি ছিল ।

অক্ষয় বাবু এই ক্ষুদ্র সংসারটুকু লইয়া কলিকাতার এক প্রান্তে বাস করিতেন ।

তাঁহার পরিবারভুক্ত না হইলেও, সুরেন তাহার পুত্রাধিক ছিল ।

তাঁহার দুঃখে কষ্টে, বিপদে আপদে, মর্মে অপেক্ষা সুরেনই তাঁহার বেশী আপনার ছিল । যখন লক্ষ্মী ও সুরেন তাঁহার কাছে থাকিত, তখন তিনি ভাবিতেন, তাঁহার জীবনে কোন ভুল হয় নাই, তাঁহার জীবন শান্তিময়, এই পৃথিবীই তাঁহার স্বর্গ । যথেষ্ট কখন প্রকাশ না করিলেও তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল লক্ষ্মী ও সুরেনকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন । কিন্তু জীবনে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়া কোন কিছু ভাল জিনিষ তিনি ভাবিতে পারিতেন না ।

তাই তিনি মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়াছিলেন । শুধু তাহাদের দেখিতেন আর মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং ভগবানকে বলিতেন “তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু ।”

২

উপযুগ্মরি তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা যুত্কার পর সুরেনের পিতা সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন আর উঠিলেন না । সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা হইল, সেই শয়নই তাঁহার মগ্নানিত্য অবশান হইল ।

পিতার যুত্কার পর সুরেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিল । পিতার জীবিতাবস্থায় শুধু সে লেখা পড়াই করিয়া আসিয়াছে । সংসার বলিয়া একটা যে কিছু আছে তাহা সে জানিত না ।

আলোচনা ।

সংসারের চিন্তা কখন যে তাহাকে করিতে হইবে
ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই । শুধু লেখা
লইয়া, শুধু কল্পনা লইয়াই সে থাকিত ।

কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার মধুর
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সমস্ত কল্পনা যখন কঠোর
বাস্তবের মুষ্টি লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত
হইল, সুরেন তখন বুঝিল যে এ পৃথিবীকে
সে যতখানি সহজ ও সরল বিবেচনা করিয়াছিল
ঠিক ততখানি সহজ ও সরল এ পৃথিবী নহে ।

সুরেনের কোন ভ্রাতাই অল্প বয়সে মারা
যায় নাই । ভগ্নী দুইটিরও বিবাহ হইয়াছিল ।
সুরেন কনিষ্ঠ পুত্র । সুরেনের পিতা উপার্জনও
করিয়াছিলেন যেমনি, ব্যয়ও করিয়াছিলেন
তেমনি । তাঁহার দান ধান যথেষ্ট ছিল । মাসে
মাসে তিনি অনেক টাকা সংকার্য্যে ব্যয়
করিতেন । কিন্তু তিনি কখন কষ্ট করেন
নাই, ক্রীকেও কখন কষ্ট দেন নাই । পুত্রকল্যা-
নের যতদূর সম্ভব সূত্রেই মানুষ করিয়া ছিলেন ।
কষ্ট কাহাকে বলে এক দিনের জন্যও তাহারা
জানে নাই ।

কিন্তু তিনি এক পরমাণু রানিয়া যাইতে
পারেন নাই । কেহ তাঁহাকে সঞ্চয়ের কথা
বলিলে তিনি বলিতেন, “কাহাদের জন্য সঞ্চয়
করিব, কেন সঞ্চয় করিব ? পুত্রেরা আপনাদের

কপালে ক'রয়া পাঠিলে । আমার কর্তব্য মানুষ
করা । তাহা আমি করিয়া দিয়া গাইব ।

সমার্থ তিনি করিয়াছিলেন তাহাই । তাঁহার
চারটি পুত্রকেই তিনি মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন
একে একে সকলেই ইংলোক ত্যাগ
করিয়া চলিয়া গেল । কল্যাণদুইটিও তাহাদের
অনুসরণ করিল । সুরেনের পিতা শোক সঞ্চরণ
করিতে না পারায় তিনিও মারা গেলেন ।
পৃথিবীতে রহিল শুধু সুরেন আর তাহার বিধবা
জননী ।

দুই শত টাকা বাটী ভাড়া দিয়া বাস করা
তাহাদের আর পোষাইল না । দেশে যাহা
ছিল পাঁচ জনে তাহাও আত্মস্থ করিল ।
আত্মীয় স্বজনদেরা ফিরিয়াও চাহিল না ।

তখন অক্ষয় বাবুই তাহাদের নিজ বাটীতে
স্থান দিলেন ; বহুকাল হইতেই অক্ষয় বাবুর
সহিত সুরেনের পিতার বন্ধুত্ব ছিল । সুরেনের
পিতা অনেক সময়ে অক্ষয় বাবুর অনেক উপকার
করিয়াছিলেন । অক্ষয় বাবু তাহা ভুলিয়া যান
নাই ।

স্মরণ্যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্রের
ভার তিনি সাদরেই গ্রহণ করিলেন । কিন্তু
সুরেনের জননী স্বরস্বতী দেবী ইহাতে অত্যন্তই
কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন । কাহারও গলগ্রহ

ব্যথার বীণা

হইয়া থাকা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। সেইজন্য অনেক সাধ্য সাধনা এবং চেষ্টা চরিত্রের পর সুরেনের যখন একটি চাকুরী হইল তিনি আর সেখানে রহিলেন না। একটা ছোটখাট বাটা ভাড়া করিয়া সেখান চইতে চলিয়া আসিলেন। অক্ষয় বাবু অনেক আপত্তি করিলেন, লক্ষ্মী অনেক মিনতি করিয়া বলিল, কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। তা বলিয়া তিনি অক্ষয় বাবু সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন না। তাঁহার অসময়ে তিনি যে তাঁহাদের অশ্রয় দিয়াছিলেন এ উপকার তিনি কখনও ভুলেন নাই এবং ইহার জন্য তিনি অক্ষয় বাবু নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন।

এক বৎসর চাকুরীর পর সুরেনের চাকুরী গেল। তখন সব যেই লোক কয়টিতেছে।

সুরেন সুরেনের আর কোথাও চাকুরী হইল না। সরস্বতী দেবী অত্যন্ত চিন্তাধিতা হইয়া পড়িলেন। সুরেনও ভাবনায় পড়িল। এ সম্বাদ পাইয়া অক্ষয় বাবু পুনরায় তাহাদের নিজ বাটিতে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। তাহার উন্নত জন্মে আবার লাগিবে বলিয়া অক্ষয় বাবু আর কিছু বলিলেন না।

লক্ষ্মী কিন্তু তাগাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সরস্বতী দেবীর নিকট চইতে লক্ষ্মী এই আপত্তিই আশা করিয়াছিল। এইরূপই সে ভাল বাসিত। ক্ষতিকর দুর্বলতাই প্রথম বারেই তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল। তাই সে সেবারে অন্ত-করিয়া সরস্বতী দেবীকে থাকিতে অস্বরোধ করিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রত্যাখ্যানই লক্ষ্মীর চক্ষু কুটাইয়া দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ব্যথার বীণা

অপবেশনাথ চৌধুরী

মিলনের সুখে যাহা উচ্ছ্বাসে রোমনে,
ভীষা যার আঁখিপার বিরহের বোধনে,
যে বেদন অকারণ বীণা হয় বাতাসে,
আমারই বীণাতারে আক্ৰি-তায় বাধা সে।
বকুলের তল ছেয়ে যে নিশাস ধ্বরে,
যে ছুপের স্তোতনায় মোহ পায় ভ্রমরে,

অশোকের বৃক ছায় যে ব্যপার শোণিতে,
বীণা মোর মূরছায় আজি তার ধ্বনিতে।
আকাশের শীলিমায় যে বিষাদ জড়ায়,
ভোছনার গাশিয়ায় যে কাদন ছড়ায়,
যে বেদন পায় রূপ গোখুলির আভাসে,
আমারই বীণাতারে আজি হয় বাধা সে।

আলোচনা।

কলিকাতায় অদ্ভুত জুয়াচুরি

“লেবারাস’ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড”

রহস্যপূর্ণ কাহিনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র

বিগত মাসের পত্রিকাতে লেবারাস’ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডে কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলাম, অল্প উক্ত ব্যাঙ্কের রহস্য সাধারণের এবং মহামান্য গভর্ণমেন্টের অবগতির জন্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব।

কলিকাতায় অফিস টাক্সারটারের মাঝখানে ২১ নং ক্যানিংস্ট্রীট্‌এ একটা ত্রিতল বাড়ীর উপরের তালার এক নিভৃত কক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের আড্ডা অবস্থিত ছিল। ব্যাঙ্কের যে সকল অনুষ্ঠান থাকা আবশ্যিক তাহার সমস্তই ছিল, কিন্তু ছিল না একটা জিনিষ সেটা রূপটানের সুবিধে শব্দ এবং কাল ঘর। স্বক্ৰমে, চক্ৰ চকে পিতলের রেলিংযুক্ত উক্ত counter গ্যানেজিং ডাটাবেক্টর সাহেবের অফিস রুম, ডাটাবেক্টর গণের সভা কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই — ছিল। নীচনাথ মজুমদারই ইহার হর্তা কর্তা।

গিথাতা ছিলেন।

অর্থ সংগ্রহের জন্য ছিল ২১ নং ওল্ডকোট-

হাউস স্ট্রীটের “ভারত সারভিস সিকিওরিং এজেন্সি”—এই এজেন্সিটি উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল যে উহার বিবরণ এখানে সবিশেষ উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধটা অসম্পূর্ণ থাকিবে। ১৯২০ সাল এই চাকুরী সংগ্রহকারী এজেন্সির আড্ডা ছিল ৩১নং বটতলা স্ট্রীটে। পরে সাহেব মহলে আশ্রয়। পূর্ণোজ্জমে কার্য আরম্ভ করে। ইহার Telegraphic Address—“Vacancy” Calcutta—post Box No Nil Managing ‘Agents ছিল— Alfred Roberts & Co. অর্থাৎ A. Mukherji & R. Talukdar। সিমলা শৈলে ও লাহোরেও ইহার Branch office ছিল। কলিকাতা সহরে পাঁচজন এজেন্ট ছিলেন। এই firm এর ম্যানেজার ছিলেন Mr. R. Talukder ওরফে রেবতি তালুকদার। এই তালুকদার মহাশয়ই লেবারাস’ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অস্তিত্বকালে Asstt. Manager হইয়া

কলিকাতার জুয়াচুরি।

লালবাতি জ্বালাইবার সহায়তা করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ব্যক্তি সংস্থাপন হইবার পূর্বে হইতেই ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্রে এই Service Securing Agency কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মর্মে বিজ্ঞাপন প্রায় বৎসর-ব্যধি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—

“Wanted Inspectors and Organisers for a Bank on Rs. 100 per month. Cash Security required Rs. 500. Apply to the B S. S. A. 21. Old Court House Street, Calcutta,

বিজ্ঞাপিত চাকুরির বিশেষত্ব এই যে, কর্ম-প্রার্থীদের কোনও qualification এর আবশ্যকতা নাই। জাতিগত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা যে কেহ নগদ ৫০০ পাঁচশত টাকা অগ্রিম জমা রাখিতে পারিলে, তাহাকেই নিযুক্ত করা হইবে। নিয়োগের শর্ত এই যে Service Securing Agencyর নিকটে উল্লিখিত ৫০০ টাকা অগ্রে জমা রাখিতে হইবে এবং তৎসহ প্রত্যেকের অর্ধ মাসের বেতন অর্থাৎ ৫০ টাকা এবং Registration fee বাবত ৬ মোট ৫৬ টাকা এককালীন দিলে, তবে আবেদন কারীকে ব্যাকের নাম, ঠিকানা বলিয়া দিয়া একখানি নিয়োগ পত্র

দেওয়া হইবে। চাকুরির বাজারে ত আশ্রয় লাগিয়াছে। কত শত এম-এ; বি-এ; এম এন্স সি; বি এন্স-সি পাশকরা যুবক লামাত ৩০, ৪০, টাকার চাকুরির জন্ত ক্যা ক্যা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মাত্র ৫০০ টাকা জমা দিয়া ১০০ টাকা মাহিনার চাকুরি। তাহাতে আবার ব্যাকের Organiser অথবা Inspector! এ কি সহজ কথা? দলে দলে শত শত শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কোরাটার শিক্ষিত বালক, যুবক, প্রোট, বুদ্ধ বটি, বাটি, জরু, ভিটে মাটি বেচিয়া, বাধা দিয়া যে কোনও উপায়ে ৫৫৬ টাকা সংগ্রহ করিয়া ভারত সার্ভিস সিকিউরিং এজেন্সির প্রধান আজ্ঞাধিনায়ক সমবেত হইতে লাগিল। রাতারাতি বড়লোক হইবার এরূপ চমৎকার পন্থা ইহার পূর্বে আর কেহ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রজ্বলিত হতাশনে পতঙ্গ যে প্রকারে আচড়িতে কাঁপ দিয়া অবশেষে পুড়িয়া মরে, অপরিণামদর্শী কর্ম-প্রার্থীরা দলে দলে আসিয়া লেবারাল ইউনিয়ন ব্যাকের অর্গানাইজার, ইন্সপেক্টর, ক্যাশিয়ার, বেনিয়ান প্রভৃতি হইবার লোভে আসিয়া তদ্রূপ জুটিতে লাগিল—কিন্তু মজা জুটিতে লাগিল—
—Alfred Roberts & Co. প্রত্যেক

Candidateএর নিকট হইতে অগ্রিম ৫৬/- অর্থাৎ নগদ চৌদ্দগুণা টাকা লইয়া পকেটস্থ করিতে লাগিল ; তাহার উপর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একটা মোটা কমিশনও কি না পাইত ?

এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে যতদিন ঐ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বজায় ছিল, ততদিনই কেবল Organiser এবং Inspectorই ঐরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে দল প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বাহারী একটু বড়। রক্ষমের লোক, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ১০/- ১৫/- টাকা করিয়া মাহিনা দিয়া D. N. Mazumder ঠাণ্ডা করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহাদের কার্য ছিল ১০/- টাকার share বিক্রয় করা। দেশের লোক গত ২৫ বৎসর ধরিয়া জুরাচোর প্রভিডেন্ট ইন্সিওর কোম্পানি, টি কোম্পানি প্রভৃতি নানা

প্রকার দেশীয় কোম্পানী কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারে উত্থাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর একটা দেশী নূতন ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করা কার্য যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমের। কলে কেহ ১টা কেহ বা ২।৩টা অংশ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অতিকষ্টে বিক্রয় করিয়াছে, কেহ বা চাকুরি বজার রাখিবার জন্য অপরের নাম দিয়া নিজেই ২।৪ খানি অংশ ক্রয় করিয়াছে। মোট কথা, কেহই ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করিতে সক্ষম হয় নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। কিন্তু কর্মচারিদিগের মাহিনা সমান ভাবে পাওনা হইয়া আসিতেছে। তখন বেগতিক দেখিয়া প্রথম দলকে কার্যের সম্পূর্ণ অঙ্গুপমুক্ত অহিলার dismiss করিয়া দিল। দ্বিতীয় দলের মাহিনা পাওনা হইলে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। (ক্রমঃ)

মালবিকা

চরিত্র

অধিনিত্র (নায়ক) ...	শুভ বংশের রাজা।	ঐবসিদ্ধি ...	বিষবৈদ্য।
বাহুবলক ...	প্রধান মন্ত্রী।	কঙ্কী (মোড়াল্য) ...	রাজবাটীর অন্তঃপুরচর
গৌতম ...	বিদূষক।		বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
গণদাস ...	নাট্টাচার্য।	সারস ...	কুল ভৃত্য।
হরদত্ত ...	ঐ ১		বৈভালিকবয়, পরিজনবর্গ প্রভৃতি।

ধারিনী	... মহাদেবী ।	বকুলাবলিকা	... মালবিকার সখী ।
ইরাবতী	... মধ্যমা মহিষী ।	কৌমুদিকা	... ধারিনীর চেতী ।
মালবিকা (নারিকা)	... বিদগ্ধরাজকন্যা, বাধব- সেনের ভগিনী ।	সমাহিতিকা	... পরিব্রাজিকার পরিচারিকা ।
কৌশিকী	... পরিব্রাজিকা, বিদগ্ধর- রাজ্যের অমাত্য স্মৃতি ভগিনী ।	মধুকরিকা	... উদ্ভান পালিকা ।
		নিপুণিকা	... ইরাবতীর পরিচারিকা ।
		জয়সেনা	... প্রতীহারী ।
		শিল্পকারিকাধর, পরিজনবর্গ প্রভৃতি ।	

মালবিকা

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নাট্যশালায় সম্মুখস্থ রাজপথ

(বকুলাবলিকার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বাহিত ধন মিলিবে, সখি, মিলিবে ;—

জীবন-সঙ্গী লভিবে স্বরা লভিবে ।

অমৃত-কন্ড করিয়া চলিবে গলিয়া করিয়া,—

রসের কুন্ত ভরিবে তাহে ভরিবে ।

বেদনার রেখা লাগে না, বেদ নয়নে অঙ্গ করেনা,

• উভয়াল গীতে রোধিবে তার রোধিবে ।

ব্যথিত হাসি অধরের, করুণ-আলো নয়নের,—

মিলন-দিবসে নিভিবে তাও নিভিবে ।

পীযুষ-লোভে ভূমি হায়, ত'রেহ পাত্র মদিরায় !

সুতথ'ণে নই, মিলিবে সুখা মিলিবে ।

বকুলা—(স্বপতঃ), সখি মালবিকা “ছলিক”
নাটকের অভিনয় কতদূর কি শিখ লেন, নাট্যচর্চায়
গগনাসকে তাই জিজ্ঞাসা কর্তে দেবী ধারিনী
আমায় পাঠিয়েছেন । তাঁরও যেমন কাজ । এই
তুচ্ছ ব্যাপারটা জান্তে কি না আমার পাঠান !
কেন, বাড়ীতে কি আর লোক মেই ? খাবার
বেলা এক পাল এসে জুটবে, আর খেটে মরুবো
আমি ! তা বাক্ সে সব কথা অনেক দিন পরে
বধন আজ বাইরের আলোয় এইছি, তখন একটু
ঘুরে বাই । তাইত,—ও, কে, ও, সখি
কৌমুদিকা না ?—

(অলঙ্কার হস্তে ধারিনীর বিতীয়া

পরিচারিকার প্রবেশ)

ওলো—ও সখি কুমুদ ! [কৌমুদিকে] ! বলি

আমাদের যে আর দেখতেই পাওনা ! তা পাইবেই বা কেন ? আমরা হচ্ছি অতি দুচ্ছন্দ, তোমার মত ত আর আমাদের অত সৌভাগ্য হয়নি ! আজ কাল গরম নিয়েই নাড়া চাড়া করে থাক—বাহুব আর চোখে পড়বে কেন ?

কৌমুদিকা । (চারিদিক চাহিয়া বকুল-বলিকাকে দেখিয়া জিব কাটিয়া) কে, লো ? সখি বকুল নাকি ? তুমি যে কি সব বাজে কথা বল তাই তার ঠিক নেই যেমাকে যে তোমার দেখতে পাইনি, একথা যথেষ্ট ভেবো না । এই সপরিবারক অভ্যুত হীরের আংটিটা সেকরা বাড়ী হ'তে আনতে আনতে পথে দেখতে দেখতে আসছিলাম, তাই তোমার অত নজর করে দেখিনি । তা তাই, কিছু মনে কোরো না ।

বকু । সত্যি নাকি ? কৈ দেখি তাই । তাইত এ যে রাণীমার আংটা দেখছি । আচ্ছা খালা জিনিষ—এমন জিনিষ একবার চোখে পড়লে অন্তরিকাকে চোখ কেঁরাতে আর ইচ্ছাও করে না ।

কৌমুদ । তা বাকু সে কথা । এখন কাজের কথা বলত তাই—এদিক দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথা ?

বকু । আর সে হংসের কথা বল কেন তাই,

রাণীমার মত সব বিদ্যুট আকার আমার কাছে । মালবিকা তাঁর অভিনয় কতদূর শিখিলেন তাই দেখতে যাচ্ছি ।

কৌমুদ । আচ্ছা তাই । মালবিকা ত থাকেন গণদাসের বাড়ী । তা আমাদের রাজা মশাই তাঁকে দেখলেন কি ক'রে ?

বকু । না তাই সে সব কথার আমাদের কাল কি ? আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে দরকার কি ? চাকরী করতে এসেছি, চাকরী করব । রাজারাজির কথার ভেতর থেকে কি দরকার ? দশটাকার চাকরী করতে এসে কি পৈতৃক প্রাণটা ধোঁয়াব । প্রাণ থাকলে এখন তের চাকরী জুটবে ।

কৌমুদ ।—আমার মাথা খাল বজনা তাই । তোমার পায়ে পড়ি বকু । আমি কাউকে বলব না । সত্যি কচ্ছি, কাউকে বলব না ।

বকু । আচ্ছা তবে শোন । কিন্তু সাবধান । এর একটু এদিক ওদিক হ'লে প্রাণ নিয়ে টানাটানি বেঁধে যাবে । রাণীমা যখন অভিনেত্রীদের ছবি দেখেছিলেন, তখন মালবিকার ছবিখানি হঠাৎ মহারাজের চোখে পড়ে যায় তারপর থেকে রাণীমাকে কেবল কেবল জিজ্ঞাসা করেন ছবিটি কার । কিন্তু রাণীমা কোন উত্তর না দেওয়ার রাজকুমারী বনুলক্ষ্মী বলেন যে

ওটী মালবিকার ছবি।

কৌরু। তারপর ?

বকু। তারপর আর কি ? মহারাজের সঙ্গে মালবিকার বাতে চোখোচোখি দেখা না হয় সেই জন্য রাণীমা আমাদের মালবিকাকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

কৌরু। (নিভমুখে) তা বেশ। যাক, এখন ভাই, নিজের নিজের কাজে যাওয়া যাক। সন্দের সময় সব কথা হবে এখন।

বকু। ঐ যে নাট্টাচার্য আসছেন না। বাই একটু এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি।

(গগদাসের প্রবেশ)

গগদাস। (স্বগতঃ), অভিনয় একটা কলা-বিজ্ঞা। আর আমাদের কুল-বিজ্ঞাও বটে। সুতরাং অভিনয় করলেই যে পাঁচ জনের কাছে নিম্নে শুন্তে শুন্তে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'বে এর কোন কারণ নাই। অভিনয় করলেই যে লোকে গোজার যায়, এমনও কোন মানে নেই; বিশেষতঃ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ যখন বলেছেন, যে, এই অভিনয় দেবগণের অত্যন্ত আনন্দ-প্রদায়ক। স্বয়ং দেবাধিপতি হরগৌরীরূপে ইহা হুঁতাপ করেছেন, আর তা ছাড়া এতে লব্ধ, যতঃ তম এই গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত নানাপ্রকার লোক-চরিত্র ও নানাবিধ কাব্যরস বৰ্দ্ধমান।

আর সেই জন্যই নানা প্রকৃতির লোক অভিনয় দেখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এমন যে জিনিষ—অভিনয়, এটা নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু ধারণা জিনিষ নয়। (চিন্তাকুল স্বরে পাৰ্শ্বচারণ)।

বকু। আর্ধ্য। প্রণাম হই।

গগ। কে তুমি ? তোমার যে রাজ-বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

বকু। আজ্ঞে হাঁ, রাণীমা আমার পাঠিয়েছেন, যদি মালবিকার অভিনয় শিখা কতদূর হ'ল তাই জানতে। তাঁর শিখা বেশ চলছেত ?

গগ। ভদ্রে! দেবীকে জানিও যে, মালবিকার মত ছন্দ ভর বড় সহজে পাওয়া যায় না। তিনি অভিনয়েও যেমন নিপুণ। আমার এদিকেও তেমনি বুদ্ধিমতী। এমন কি শিখা দিতে দিতে সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে আমিই বেশ তাঁর কাছে অভিনয় শিখছি। এটা একটা বড় কম ক্ষমতার কাজ নয়।

বকু। (স্বগতঃ) ও বাবা! যে রকম শুদ্ধি, তাতে বোধ হয় যদি মালবিকা বৃষ্টি বা দেবী ইরাবতীকেও কলানৈপুণ্যে ছাড়িয়ে উঠলেন। (প্রকাশ্যে) তা আপনি নট-গুরু হ'য়ে যখন, এ রকম কথা বলতে পারছেন তখন লবির শিখা বোধ হয় দিকল হয় নি।

গগ। দিকল! হা! হা! আর সব দিকল

আলোচনা।

হ'তে পারে,—পূর্বের পূর্য পট্টিমে উঠ'তে পারে, কিন্তু মালবিকার শিক্ষা কখন মিস্কল হবে না। তজ্জে, এটা ঠিক্ জেনো গণদাস কখন মিথ্যা বলে না। যাক্। হাঁ, ভাল কথা,—মালবিকাকে মেবী কিন্ধে গেলেম তা কিছু ভুলি জান ?

বহু। অস্তপাল দুর্গের অধিপতি বীরসেন আদ্যদের রাণীমার ধর্ম্ভাই। মহারাণীর শিল্প-কার্য্য করবার জন্য তিনিই মালবিকাকে রাণীমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এইত আমরা জানি।

গণ। (স্বগতঃ) মালবিকাকে দেখ'লে নীচ কলীয়া বলে আবার মনে হয় না। উন্টে, তাঁকে লক্ষ্যবাই আমরা রাজকতা বলে ভ্রম হয়ে থাকে। দেখা যাক্ কতদূর কি গড়ার। (প্রকাশ্যে)

ভজ্জে! তুমি দেবীকে ক'লো যে মালবিকাকে শিক্ষাবান ক'রে নাট্যচার্য্য গণদাস নিজেকে ধন্য মনে করে থাকেন।

বহু। আর্ধ্য! আপনার শিত্তা এখন কোথায় ?

গণ। আমি তাঁকে এই মাত্র পঞ্চক অভিনয় সবন্ধে উপদেশ দিয়ে আসছি। তিনি খুব সম্ভব এখন বাগানে থাক'তে পারেন ;

বহু। আর্ধ্য! আজ্ঞা করুন, শখির সঙ্গে একবার দেখা করে বাই।

গণ। বিলম্বণ, যাবে যই কি! এই এখানে দিয়ে যাও গিরে দেখা করে এস। আমিও নিজের কাজ সেরে আসি।

(উত্তরের উত্তর দিকে প্রস্থান।)

পারলৌকিক প্রসঙ্গ

১—মৃত্যু—শয্যা।

জীবিত ও মৃতমরুতের মধ্যে যে দেখা-শুনা হইতে পারে, মৃত ও অমৃত পদার্থের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্মর সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহলোকে থাকিয়াও —বে পারলৌকিক বাস্তা অবগত হইতে পারা যায়, তাহা কি আমরা সহজভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না ? আদ্যদের আশে পাশে সময়ে সময়ে

যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সম্ভটিত হয়, বিবিধ লম্বা-পজ্জে, যে সকল অলৌকিক রহস্য প্রচারিত হয়, তাহা বীরভাবে আলোচনা করিলে, ইহ-পর-লোকের অস্তিত্ব সবন্ধে কেহ কি অস্বীকার করিতে পারেন ? মূল দেখ ছাড়িলেও সম্ভব যে মৃত্ত শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান করে তাহা কি

কাহারও অশ্রুভার হয় ? দেহ ত্যাগের পর মুক্তাত্মা যে পরলোক হইতে ইহলোকে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, তাহার সত্যতা সন্দেহে কাহারও কি কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে ?

যদি, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া ইহা প্রমাণ করা যায় যে, মানব আত্মা, মূলদেহ ত্যাগের পর হস্ত শরীর ধারণ করিয়া পরলোকে অবস্থান করে, তাহা হইলে এ জড়জগৎ যে অসার এবং মানবাত্মা যে অবিনাশী ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে, অনেকে মৃত পরিজনকে ছায়ামূর্ত্তি অবলোকন করিয়া থাকেন । কেহ বা স্বপ্নযোগে মৃত পরিজনের বিরোধ বার্তা অবগত হইলেন। কোন কোন স্থানে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় ও নানা-বিধ অলৌকিক কার্য সম্পাদিত হয়। কোথাও বা মুক্তাত্মা জড়দেহে আত্ম-প্রকাশ করিয়া প্রত্যা-দেখ করিয়া থাকেন। ইত্যাদি রকমের বহু শত ঘটনা নানা স্থানে ঘটয়াছে ও ঘটিতেছে। এই সকল ঘটনা যে অলৌকিক বা কল্পনা প্রসূত, কিবা সার্বিক দৌর্ভাগ্যের পরিণাম, এমন কথা কেহ

বলিতে পারিবেন না। কারণ বাঁহারা ঘটনাক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রেত-তত্ত্বে আত্মা বিশ্বাস করিতেন না। বাঁহারা এই সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃতবিশ্বাস ও স্বনাম-ধন্য মহাপুরুষ। সুতরাং তাঁহার যে অশ্রুভার কথার আলোচনার প্রবৃত্তি হইয়াছেন এমন কথা কি বিশ্বাস হয় ? আবার বাঁহারা এ সকল মানেন না, তাঁহারা মূর্খ ব্যক্তির ছায়া-দর্শন ব্যাপার ও প্রেতাধিকৃত মরনারী যে সকল পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া-ছেন। তাঁহারা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া বাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, পরীক্ষার তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া যখন প্রকাশ হইল, তখন তাঁহারা পারলৌকিক জগতে মানবাত্মা যে শরীরে অবস্থান করে এবং অবস্থা বিশেষে যে তাহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায়, এই সবল সত্য-টুকু মানিয়া লইয়াছেন।

মৃত্যু শয্যায় শায়িত মরদেহের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহাই ইহ-পর-লোকের সন্ধি-স্থল। আত্মা এক অবস্থার সীমা ছাড়িয়া আর এক অবস্থিত পূর্ব নূতন অবস্থার সীমার পদাৰ্পণ করিতেছে। সুতরাং এই অবস্থার মূর্খ ব্যক্তির যে ভাব প্রকাশ পায় বা তাহার পরে যে সকল

উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়, বা যে সকল দৃষ্ট তাহার নয়নপথে পতিত হয়, তাহার আলোচনা করিলে কি আমরা পারলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না ?

পারলৌকিক তত্ত্বাসুন্ধিস্থ পণ্ডিত রিচার্ড পাইক সাহেব লিখিয়াছেন, “মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সকল অবয়ব যখন স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন কোন কোন ব্যক্তির মুখে অকস্মাৎ এক অপূর্ণ জ্যোতির বিকাশ হইতে দেখা যায়। যেন কি এক অনির্কটনীর দৃষ্ট অবলোকন করিয়া তাহার নেত্র স্থির হইয়া গিয়াছে, যেন কি এক অনন্তত আনন্দের বেগে অভিভূত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে, তাহার বর্তমান অবস্থার অতিরিক্ত আনন্দের সন্ধান পাইয়া সে তাহাতেই যন্নিয়া পেল। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল।

মিস্ত্রাঙ্গিস পাওয়ার কোচ, তৎপ্রণীত, “দি পিক্‌ইন্‌ ডারিয়েন্‌” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“মৃত্যু পথ্যায় শরম করিয়া যুম্বর্ষ ব্যক্তি, যে দৃষ্ট অবলোকন করিতে থাকে, আমরা তাহার ভিতর

একটু উঁকি দিয়া পর-জগতের চিত্র দেখিয়া লইতে পারি না কি ? যদি মৃত্যুর পর আত্মার স্খলিত থাকে, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা হয় যে, যে মুহূর্ত্তে দেহের ক্রিয়া অবসন্ন হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়েই আত্মা পারলৌকিক জীবনের পরিচয় পাইয়া থাকে। সেই সময় হইতে সে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করিতে আরম্ভ করে।”

এই জন্ত মৃত্যুকালে বালকদিগের মুখেও সময়ে সময়ে জ্ঞানের বচন শুনিতে পাওয়া যায় যুম্বুর চক্ষু আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত অলৌকিক দৃষ্টের ছায়াপাত হয় ! স্তার টমাস ব্রাউন, তদীয় “রিলিজিও মেডিসিন” নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন—“মৃত্যুকালে কেহ কেহ তাহাদের জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকে। এইরূপ হইবার কারণ আত্মা তখন জড়দেহের বন্ধনমুক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকে, মর জগতের জীবদেহে, যে চৈতন্ত্যের সন্ধান পায় নাই, এখন তাহার আভাস পাইতেছে।”

(ক্রমশঃ)

হিন্দু বিবাহের পণ-প্রথা

বর্তমানে হিন্দু-সমাজে বিবাহে পণ-প্রথা যেরূপ বিস্তারিত আছে, তাহা কতাদায়গ্রস্ত করি

হিন্দুর যত্নশোষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা প্রায়ই সভ্য-সমিতিতে ওজাবণী ভাষায়

পৈশাচিক পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া লতাই গভা মহোদয়গণকে ইহার মৰ্ম বুঝাইয়া দিয়া থাকি, আবার হয়ত স্বীয় পুত্রের বিবাহকালে কস্তার পিতার নিকট প্রচুর পরিমাণে টাকা আদায় করিয়া লওয়া হয়। হইতে পারে কস্তার পিতা ধনশালী, সামর্থ্য থাকায় বরের মোতু কবন্ধপ অর্থদান ও কস্তাকে প্রচুর পরিমাণে অলঙ্কার দিতে পারেন, তাহাতে কাহারও অবশ্য বাধা দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোন দরিদ্র-হিন্দু পরমান্বন্দরী অশিক্ষিতা কস্তাকে অুপাত্রে দান করিতে পারেন না, ইহাই সমাজের অধঃপতন। একজন দরিদ্র হিন্দু ক্রমাগত ছয় সাতটি কস্তার পিতা হইয়া সমাজের এবশ্প্রকার কুপ্রথা পরিদর্শন করিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি একেবারে চীন হইয়া পড়ে, পরে ভদ্র-সমাজের ‘বণ্ডা’ আখ্যাধারী চরিত্রহীন যুবকদের হস্তে কস্তা সম্প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। সমাজের এইরূপ প্রচলনে হিন্দুরা বাস্তবিকই এক অন্ধকার গহবরের অন্ধসরণ করিতেছে।

হিন্দু-সমাজে বিবাহে পণ-প্রথা প্রাচীন-কালেও ছিল, কিন্তু তাহা এরূপ ভাবে নহে। বর পক্ষের দারিদ্র্যপ্রযুক্ত পণ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাই বর্তমানে কস্তা পক্ষের বস্ত্র-

শৌৰক সমাজ বিধবঙ্গী অন্তরূপে বঙ্গদেশের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গতিপন্ন সবকক বর হইলে কস্তার পিতার নিকট হইতে পণ লওয়া যায় তাহাতে কিছু আলে যায় না, কিন্তু কস্তার পিতা অতিশয় দরিদ্র হইলে বিস্তাশালী বরের পিতার কোন প্রকারেই পৈশাচিক ভাবে পণ লওয়া উচিত নহে। বরের পিতা ধনী ও পুত্র অশিক্ষিত হইলে কিছুতেই দরিদ্রের বরে লবন্ধ হাপন করে না, কারণ অৰ্ধ পাওয়া যায় না। দরিদ্র হিন্দু কস্তা পরমান্বন্দরী ও অশিক্ষিতা হইলে বরের পিতার পৈশাচিক ভাবে অৰ্ধ লালসা পরিত্যাগপূৰ্ব্বক, শিক্ষিত পুত্রের জন্ত উপযুক্ত। পুত্রবধু বরে আনিতে হয়, ইহাই সমাজের অবশ্য কর্তব্য। সমাজে পণ প্রথার পৈশাচিক ব্যবহার বর্তমান থাকায় অনেক স্থলে উপযুক্ত পাত্রীয় বহিত মনোমত বরের সন্মিলন হয় না। ইহা হইতে সংসারের প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে সংবাদ-পত্র সমূহ রমণীগণের আত্মহত্যা বার্তা বহন করিয়া থাকে, উহাতে অনেক স্বামীস্ত্রীর মনো-বালিগ্র সংঘটিত হইয়া থাকে।

কালচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু বর্ষ চলিয়া গিয়াছে; আমরা বিংশ-শতাব্দীর মাকথানে আসিয়া পড়িয়াছি। সঙ্গ-

সঙ্গে সমাজের নানাবিধ রীতি নীতির উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে। প্রাচীন কালে সমাজের একরূপ বন্ধন ছিল, তাহা প্রত্যেক যুগের মূল মন্ত্র বন্ধন ছিল। এইরূপ সামাজিক বন্ধনের দ্বারা কুপ্রচারের উৎপত্তি হইত না। আজ কাল সমাজের একপ্রকার বন্ধন আছে বটে, কিন্তু তাহা ঐরূপ বন্ধন নহে।

উক্ত প্রথাভঙ্গারে দরিদ্রকর্তা অতিশয় বয়স হইয়া পড়ে। বরের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় যখন দরিদ্রের অরক্ষণীয় কৃত্যগণের যৌবন যন্ত্রণা সহ করিতে হয় তখন কোন স্থলে কেহ চরিত্রহীন হইয়া পড়ে কেহ বা কেরোসীন লিফ্ট বজ্রাবৃত দেহে অগ্নি সংযোগে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করে ইহা কি সমাজের অকল্যাণকর বিষয় নহে? বাধ্যতা মূলক পণ প্রথা হেতু বিত্তশালী লোকেরও উচ্চতর হইতে হীন অবস্থার নিয়ন্ত্রণে নামিয়া

আসিতে হয়। সামর্থ্য থাকিলে কত পক্ষে অতিলাভস্বারে পণ দান প্রথা প্রচলন অব্যক্ত কর্তব্য। পণ প্রথা বাধ্যতা মূলক না হইয়া সামর্থ্যভঙ্গারে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতি বৎসরেই ধনবানের যুগে দুই একজন করিয়া বা ততোধিক কৃত্যদায়ক ব্রাহ্মণের আগমন স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবেই বুঝা যায় বাধ্যতা মূলক পণ প্রথা দ্বারা অত্যন্ত হিন্দু অপেক্ষা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরই অধিক অধঃপতন হইতেছে এখন একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় এই ঘণিত পণ প্রথা কৃত্যের অর্থ ও অনিষ্টকর।

সমাজের এই প্রতিকূল বেগকে ফিরাইতে না পারিলে সমাজের অঙ্গে এই বিষম ব্যাধির প্রসার রোধ করিতে না পারিলে ক্রমশঃ ভীষণ ধ্বংসরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু সমাজ শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ইহার সংশোধনের নিমিত্ত অগ্রসর হউন। কর্ম্ম প্রাণের অভাব নাই কিন্তু কর্ম্মের প্রয়োজন।

কোহিনুর বা ভারতভাগ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এম. ডি লিখিত

হাইটেকার বলেন যে আরজুনের ময়ূর হীরকে ও অপর আঁধি কোহিনুর নামক হীরকে সিংহাসনের ময়ূরের একটি আঁধি কোহিনুর গঠিত করেন। নাথির সাহ এই সিংহাসন

পারন্তে লইয়া গিয়া ভাদিয়া কেলেন ও কোহিমুর
অধিকারী হয়েন। কিন্তু কোন কোন ঐতি-
হাসিকের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে বিজয়ী
নাদির সাহ দিল্লীখর মহম্মদ সাহর নিকট হইতে
কোহিমুর কৌশলপূর্বক গ্রহণ করেন। দিল্লীর
রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া নাদির সাহ কোহিমুর
না পাইয়া বড় দুঃখিন হন। পরে দিল্লীখরের
অন্তঃপুরচারিণী কোন কাহিনীর নিকট এই
সংবাদ পাইলেন যে মহম্মদ সাহ নিজ শিরজাপ
মধ্যে জগদ্বিখ্যাত মোগলের হীরক লুণ্ঠনিত
রাখিয়াছেন। কিন্তু নাদির সাহ তাহাও কৌশল
ক্রমে হস্তগত করেন। রাজকোষের সমস্ত ধন-
রত্ন অধিকার করিয়া নাদির সাহ দিল্লীখরের
সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। সুতরাং এই
হীরকের জন্ত পুনরায় দিল্লীখরের উপর বল
প্রয়োগ করিবার কোন ছল পাইলেন না।
নাদির সাহ দিল্লী নগরীতে এক প্রকাশ দরবার
করিলেন। নাদির সাহ ও দিল্লীখর পরস্পর
খ্রীতি সন্তোষ করিলেন ও বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ
হইলেন। এই বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ নাদির
সাহ মহম্মদ সাহকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনরায়
স্থাপিত করিলেন। নাদির সাহ চির প্রচলিত
নীতি অনুসারে—দিল্লীখরকে শিরজাপ আদান
প্রদান করিতে অনুৰোধ করিলেন। মহম্মদ

সাহ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কি
করিবেন ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।
কিন্তু কূটবুদ্ধি নাদির সাহ তাঁহাকে আর চিন্তা
করিবার মুহূর্তও অবসর দিলেন না। বহু রত্ন
খচিত নিজ উকীষ দিল্লীখরের হস্তে প্রদান
করিলেন। অগত্যা দিল্লীখর নিজ শিরজাপ
গন্তীর ভাবে নাদির সাহের হস্তে অর্পণ
করিলেন। তাঁহার বদনে কোন বিষাদের লক্ষণ
প্রকাশ পাইল না। ইহাতে নাদির সাহের
অন্তঃকরণে দারুণ সন্দেহ জন্মিল। সন্দেহ
নিবারণ করিবার জন্ত তিনি নীচই দরবার শেষ
করিয়া দিলেন। নিজ তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া
দিল্লীখরের শিরজাপ খুলিয়া ফেলিলেন। বাহা
দেখিলেন তাহাতে নাদির বিষয়ে অভিভূত
হইলেন। তাঁহার রত্ন পিণাসা প্রশ্নিত হইল।
সেই বিখ্যাত হীরক সন্দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে
কো-হি-মু-র এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন।
(কো=পর্কত, মু=জ্যোতি) কোহিমুর শব্দের
অর্থ আলোক পর্কত। সেই অর্থি ঐ হীরক
কোহিমুর নামে পরিচিত হইয়াছে।

দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করিয়া, নাদির সাহ,
কোহিমুর বিজিত, বহু মূল্যবান হীরক ও অর্থ
প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যে সম্পত্তি অধিকার করেন
তাহার মূল্য অনুমান করিয়া কেহ বা ১০,০০০,

০০০ পাউণ্ড। ফ্রেজ বা ৮০,০০০০০ পাউণ্ড এবং অগ্রে ৩২,০০০,০০০ পাউণ্ড (Imperial Gazetteer vol vi. P. 314) দ্বিরীকৃত করে। খারসো প্রত্যাযুক্তনপূর্বক, একদিন ক্রোধ সঘরণ করিতে না পারিয়া, তিনি নিজ পুত্র রিজা কোলী মির্জার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেন। তাঁহার নানাদ্রুপ অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া জনসাধারণ পরিজ্ঞাপের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ঘোরানল অন্তর্গত কিলার্ট নগরে এক গুপ্ত বালকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়া স্বকৃত পাণের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, রিজা কোলী মির্জার পুত্র সাহরুখ মির্জা পিতামহের সিংহাসন অধিকার করেন এবং কোহিমুর তাঁহার অধিকারে আইলে। ১৭৪৭ খৃঃ অঃ এই নৃশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য সাধারণতঃ ৩২০,০০০,০০০ টাকা বলিয়া বিবাস। অনেকে কিন্তু ইহার মূল্য আরও অধিক বিবেচনা করেন—তাঁহাদের হিসাবে ইহার মূল্য ১,২৫০,০০০,০০০ টাকা।

(India Ancient and Modern. By)
D. Allen P. 145. 1856.)

আরম্ভের পৌত্র, কামবক্সের পুত্র আজীজ উজ্জ্বলের কস্তানহ নিজ পুত্র নসরুজার বিবাহ প্রদান করেন। এবং তত্পক্ষে বহু

অর্থ ব্যয়ে ভোজ, নৃত্যগীত, তাকসী, বাজী ও আলোক মালায় দিল্লী নগরীতে আনন্দ শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। নাদীর সাহ কর্তৃক নৃশিষ্ট হ্রব্যের একটি তালিকা। কেজার সাহেব প্রদান করেন। সম্রাট ও ওমরাহদিগের নিকট হইতে মণিভূজাদি মূল্য হিসাবে ৭০ কোর টাকা, তাঁহার সৈন্তবর্গ ও কর্মচারীগণ ১০ কোর টাকা লইয়া যায় এবং ভারতবর্ষে তাঁহার সৈন্তদিগের ব্যয় বাবদ, ২০ কোর টাকা ব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত ১০০০ হস্তী, ৭০০০ অশ্ব, ২০,০০ উষ্ট্র, ১০০ জন নপুংসক, ১৩০ জন হিসাব রক্ষক, ২০০ কর্মকার, ৩০০ রাজমিস্ত্রি ১০০ প্রস্তর কোদক ও ২০০ কাঠের মিস্ত্রি লইয়া যান।

আহম্মদ সাহা অবদালী নাদির সাহের অধীনে আকগানদিগের সেনাপতিরূপে কার্য করিতেন। নাদিরের মৃত্যুর পর আহম্মদ-সাহ রাজকীর কোবাধ্যক্ষ পদে অবস্থিতি করেন। রাজকোষের ধনসম্পত্তি দিল্লীকে পুরিয়া নিজ সৈন্ত-সহ তিনি কম্পাহার যাত্রা করেন। পথে তুরিখী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুরিখী-খাঁ, নাদির সাহের অধিকৃত কস্তাহার, কাবুল, টাটা, চকর, মুলতান ও পেশওয়ার রাজ্যের খাজনা লইয়া আগিতেছেন। আহম্মদ সাহ তাঁহাকে নাদির-সাহের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তুরিখী-খাঁ

সংগৃহীত কর ও নিম্নকল্পিত ধনসম্পত্তির সাহায্যে আহম্মদ-সাহেব উপরোক্ত পঞ্চপ্রদেশ একত্র করিয়া দ্বাবীন আকশাণ রাজ্য স্থাপন করিলেন। এই আকশাণরাজ্য হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ ও বোরাগান আক্রমণ করিতেন।

পারস্তে অন্তর্বিদ্বেহ আবস্ত হইল। সাহরুথ বিদ্বেহীগণ কর্তৃক চক্ষু দুইটা হারাইলেন। সাহরুথ কোহিনূর অধিকারী হইয়া একদিনের জন্ত সুখী হইতে পারেন নাই। এই হীরক রক্ষা করিতে তাঁহাকে যেরূপ অস্বাভাবিক অভ্যাসের সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে

বিবল। সিংহাসন চ্যুত হইয়া তিনি মেঘদ (meeshd) জেলার শাসকরূপে মেঘদ নগরে বাস করিতেছিলেন। এইখানে তিনি, মাকির কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে আনীত কোহিনূর ও অন্যান্য বহুবল্য হীরক লুণ্ঠিত রাখিয়া রক্ষা করেন। সিংহাসন প্রাপ্তির অন্তকাল পরেই সাহরুথ, আগামহম্মদ নামক একজন প্রধান অমাত্য কর্তৃক পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যে আগা মহম্মদ (মীর আলম খাঁ) তাহার এরূপ হীনাবস্থায় ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ—

বর্ষারম্ভে প্রশ্ন

ভগবানকে ছাড়, সুখী হইবে

(শ্রীঅখিনীকুমার চক্রবর্তী বি-এল)

ভগবানকে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ত ছাড়িয়া দেও, ভূমি কত সুখী হইবে, এই কথা আজকাল অনেক লোক বলে।

বর্ষ বর্ষ কোরেই মানুষ উচ্ছন্ন যায়। যে বর্ষ ধার্মিক হয়, তাহার ততই সাংসারিক কষ্ট। যেখানে যত পূজা, পাঠ, ভগবানে ভক্তি, সংকথা, পাণে ভর, ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন, সেইখানেই তত দারিদ্র্য দুঃখ ও বিপদ।

যে ব্যক্তি যত সংভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই ব্যক্তিই তত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং ভগবানকে ধরিয়া সংসার করিলে মানুষের দুর্গতির চূড়ান্ত হইবে।— এই কথাই আজকাল চারিদিকে শোনা যায়।

পঞ্চাশতের দেখা যায় ও শোনা যায়, যে ব্যক্তি যত অন্তায় কার্য করিতেছে, অন্যতর অন্তায় ভোজন, প্রকাশ্য ব্যক্তিত্ব, মিথ্যাচরণ করিতেছে,

অসং উপায়ে নানা কৌশলে গরের সর্বনাশ করিয়া, অর্থ উপায় করিতেছে, সেই ব্যক্তিই সংসারে ধনী, মামী ও সুখী হইতেছে ।

এমন যে ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি যদি তাঁহার আশ্রিত ধার্মিক ব্যক্তিকে দরিদ্র, দুঃখী, বিপন্ন ও গ্রীহীন করেন, তবে বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই সেই ভগবান হইতে দূরে থাকিবে । ভগবানকে ছাড়িলেই যদি সুখী হওয়া যায় তবে সকলেরই ভগবানকে ছাড়িতে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত ।

এমন দেখা যাক্ কোন্ কথার সত্য ।

ভগবানকে ছাড়িয়া কাহার আশ্রয় লইব ?— ইহার উত্তরে আধুনিক পণ্ডিত বলেন, কলির প্রজা হও সংসারে সকল স্তরে সুখী হইবে ।

কলির প্রজা হইলে কলির ভাণ্ডারের সার রত্ন পাওয়া যায় । সেই সার রত্ন কি ? তাহা—অর্থ, মান, প্রভূত্ব ইত্যাদি । এই গুলিকে শাস্ত্রে অবিত্যার সম্পত্তি বলে । ইহাতে সংসারের অনেক সুবিধা হয় কিন্তু মনের শান্তি পাওয়া যায় না । প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তিকে বৃকে হাত দিয়া বলিতে বল, সে সুখী কি না । দেখিবে প্রায় সকলেই বলিবে সে মহাদুঃখী, মনের শান্তি কাহাকে বলে সে জানে না । সে অর্থের বিনিময়ে কুলিদের মনের শান্তি চায় ।

ভগবানের শরণাগত প্রজা হইলে তাঁহার ভাণ্ডারের সার রত্ন পাওয়া যায় । সেই সার রত্ন কি ? তাহা—জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি মুক্তির ইচ্ছা ইত্যাদি । এগুলিকে শাস্ত্রে বিত্তার সম্পত্তি বলে ।

কলির প্রজারা ধর্ম্মার্থ বিচার করে না । যে কোন উপায়ে হউক, অর্থ উপায় করিতে হইবে, এই তাহাদের লক্ষ্য । তাহারা অর্থের উপাসনা করে, পরমার্থ ছাড়িয়া দেয় । অর্থের বতটা ক্ষমতা আছে, ততটা সুবিধা তাহারা পায় । সংসারের তাপ, আশা, শোক, মোহ এড়াইতে তাহারা পারে না ।

ভগবানের প্রজারা অর্থার্থ ধার্মিক ব্যক্তির অর্থ ছাড়িয়া পরমার্থ লক্ষ্য করে । তাহারা অস্থায়ী সুখ, শান্তি চায় নু । তাহারা চায় স্থায়ী সুখ শান্তি, পরমার্থ চিন্তা । বাহ্যতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া কালে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই তাহারা কামনা করে । নির্মল ভাববাজ্যে থাকে বলিয়া দুঃখ দরিদ্রের মন্ডে শত সাংসারিক অশান্তির মধ্যেও তাহারা শান্তি পায়, সেইজন্য দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি ও মনের বল পায় ।

সকলেই যখন বলিতেছে যে অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্তও ভগবানের উপাসনা ও চিন্তা

ছাড়িয়া দেব তোমার সৌভাগ্য কিরূপ হয়, তখন বন্ধুদের কথারি কালাপাহাড় হইয়া দেখিতে পার। কিন্তু মনে রাখিও তুমি অমর নও। হৃদয়, সময় ও পরে একজনের আশ্রয় আশ্রয়ক। ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে তখন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি আশ্রয়দাতা হইতে পারে ?

এখন খুব শীতভাবে বিচার কর, ভগবানকে ছাড়া যায় কি ? তুমি কে ? সেই ভগবানের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব কি বিষকে ছাড়িতে পারে ? ছাড়া সম্ভব কি ? কেবল অজ্ঞানে তুমি ভগবানকে ভিন্ন জিনিষ মনে করিতেছ। জানে যখন সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ, তখন, তোমার স্বরূপকে

ছাড়িবে কেমন করিয়া ? ভগবানকে ছাড়া যায় নু! বলিয়াই তুমি ছাড়িতে পারিবে না।

এখন সুখী হৃদয়ী হওয়ার কথা ? কর্মকলের ব্যবস্থা আছে মানিলেই গোল মিটিয়া যায়।

সকল দিক্ ভাবিয়া, এখন বর্ষপ্রবেশে বন্ধুদের কথায় বিচার করিয়া দেখ—কল্পিত প্রজ্ঞা হইয়া ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিবে কি ?

লক্ষী যার পদসেবা করিয়া যত্ন হয়, সেই ভগবানকে বরিলে, মানুষ দরিদ্র ও বিপন্ন হয়, এই ভয়ানক নিবান কোন পাণে আজ আমাদের মনে স্থান পাইতেছে।

হায়, ভগবান্ ভিন্ন এ আশ্রয়িক ভাব নষ্ট করিতে আর কেহই পারিবে না। উৎসব।

উপাধি লাভ—

হাওড়া রাউতাড়া নিবাসী দানশীল দেবদ্বিজ তত্ত্বপরিচয় জমিদার—স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের আত্মপ্রাক্ষেপলকে হাওড়া ও হুগলী জেলার বহু গোড়-জাবিড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ব্যাভিনায়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ আহূত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে একটি ব্রাহ্মণ-সভার আয়োজন হয়। ঐশ্বরানিবাসী ডাঃ শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় ও ঐশ্বরী হাইস্কুলের

শিক্ষক শ্রীহরিপ্রসন্ন সরবেল মহাশয়বয়ের প্রস্তাবানুসারে উক্ত স্কুলের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, সাহিত্যভূষণ বিজ্ঞান-বিনোদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বর্ণাশ্রমযন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞদয়প্রাণী বক্তৃতায়, সভাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। হাওড়া, বাটান-নিবাসী শ্রীকালীচরণ সান্মায়েদান্ততীর্থ ও

গোপালপাড়ানিবাসী পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ চূড়ামণি মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হাওড়া, পাঁচাকুলনিবাসী শ্রীহারাদন কাব্যানিধি কথক চূড়ামণি মহাশয়ের প্রভাব ও কিংবদন্তি হাইকুলের হেডপণ্ডিত কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থন অল্পসময়ে, হাওড়া, কান্তনন্দিয়া-হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব কমিশনার, এমিনিবাসী, সাহিত্য ও তদীয় যাজক ব্রাহ্মণ-সমাজ-গণ্যকারক বার্ষভ্যাসী ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে “সিদ্ধান্তভূষণ” উপাধি প্রদানে ভূষিত করিয়াছেন। আমরা শুধু ডাঃ চক্রবর্তী মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। উপাধি পত্র নিয়ে প্রেরণ হইল।

শ্রীহরি—বরণঃ ।

“সম্রথী স্রুতি মহতী ন হীয়তাং ।”

রাউতাড়নিবাসী জমিদার—বর্ষীয় রাজকৃষ্ণ রায় বগোদয়ত প্রাক্কবাসরে ।

হাওড়াপ্রদেশান্তর্গত কান্দুলিয়াগ্রামনিবাসিনে বর্ষাপ্রমবর্ষরকার্বে অরাস্তকশ্রীণেঃ শ্রীমতে অক্ষয়-কুমার চক্রবর্তীণে সাহিত্যসমাজসংস্কারকসম্মিলিত সভাতঃ “সিদ্ধান্তভূষণ” ইত্যুপাধি প্রদত্তঃ । ভদ্রং নিমিল ধর্মশাস্ত্রচর্চায় বর্ধেণ বক্তৃতা সাহস্যান্ ।

সভাপতিমা—

বিএ, সাহিত্যভূষণ বিজ্ঞাবিনোদ ইত্যুপাধিধারণা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েন,

আলিপুর কলিকাতাবাসীনা ।

সভাস্বদেশ—

কাব্যব্যাকরণতীর্থ বিজ্ঞাবিনোদবিজ্ঞেন শ্রীনন্দকুমার দেবশর্মা । করিমপুর, খাটরা-বাসিনা । কাব্যতীর্থ-উপাধিকেন কিংবদন্তি-নিবাসিনা শ্রীরামজ দেবশর্মা । স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীনিত্যভারণ দেবশর্মা । সাহিত্য-বেদান্ততীর্থ উপাধিক শ্রীকাকালীচরণ দেবশর্মা । শ্রীহারাদন কাব্যানিধি, সাং পাঁচাকুল । শ্রীত্রক-মোহন ভট্টাচার্য্য, সাং জয়পুর । শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্তী, সাং জয়পুর । শ্রীনীলকমল বিজয়ারস, সাং পুটখালি । শ্রীভবভারণ পদ্মরত্ন সাং আকনা । বিজ্ঞানত্নোপাধিক শ্রীঅশ্বিনীকুমার দেবশর্মা, সাং বাজপ্রতাপ । কাব্যরত্নোপাধিক শ্রীমনি-মোহন দেবশর্মা, সাং তাজপুর । কাব্যরত্নোপাধিক শ্রীভূষণচন্দ্র দেবশর্মা, সাং তাজপুর । শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাং কুমারে । শ্রীবিভূতি ভূষণ চক্রবর্তী, সাং মৈনান, হাওড়া । শ্রীনন্দকুমার দেবশর্মা, সাং ধোড়িয়ণ । শ্রীভূবনমোহন দেবশর্মা, খালুনা । শ্রীমাধবলাল কাব্যতীর্থ, খালুনা । শ্রীহরিপদ দেবশর্মা, যুগোপাধ্যায়, সাং বিধিচন্দ্রপুর । কুলেশ্বরনিবাসিনা কাব্যতীর্থ উপাধিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা । কাব্যরত্নোপাধিক শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্মা, সাং কান্দুলিয়া হাওড়া । ভাগবতভূষণ-উপাধিক শ্রীমতিলাল দেবশর্মা ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য দেবশর্মা, সাং অনন্তরামপুর ।

ভক্তিরত্ন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
সাধক-চরিত্রের অপূর্ণ চিত্র—তান্ত্রিক-সাধনার নিগূঢ়-রহস্য
ভার্মাপীঠের সেই বীর-সাধক



সাধক চূড়ামণি বামাক্ষেপার অপূর্ণ
জীবন-কাহিনী—ঈশ্বার অত্যাশ্চর্য্য অমাহুযী
কাৰ্য্যাবলী পাঠ করিলে বিস্মিত ও বিনোদিত
হইতে হয়। ভক্ত-হৃদয়ে ভাবের প্রস্রবণ
উচ্ছলিত হইবে—হৃদয় ও মন গঙ্গাবারি-
নির্গত গুল্পন জায় পবিত্র হইবে। এই
সাধক-শ্রেষ্ঠ বামাক্ষেপার নাম আজ কাহারও
অবিদিত নাই।

বর্ষে বর্ষে কত সাধক, কত ভক্ত বামাক্ষেপার
সাধন-স্থান—ভার্মাপীঠ দর্শনে যান
—তার পূর্বে সেই মহাত্মার অলৌ-
কিক জীবনটী একবার পাঠ
করুন। জীবন ধন্ত হইবে, পুণ্যের
পবিত্র জ্যোতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে ;
সকীর্ণতা দূরে যাইবে সংসারের আবর্জনা
বিদূরিত হইবে। বাঙ্গালী ধন্ত। এই গ্রন্থের
এত আদর হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ—বহু
চিত্র-শোভিত

অনেক নূতন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত
হইয়াছে। ঈশ্বার জীবনের এক এক দিনের

এক একটি ঘটনা, এক একটি কার্য্য স্মৃতিতে
ও স্মৃতিতে আয়ত্ত্বে রাখা হইতে হয়।

সেই মহাপুরুষের কাহিনী বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে—

প্রতি লাইব্রেরীতে থাকা কর্তব্য।

কুৎসিৎ কুরুটিপূর্ণ অসার পুস্তক দূরে
ফেলিয়া দাও—মণি-কাঞ্চনের আদর কর।
এখন বাঙ্গালার স্মৃতি আনিয়াছে—তাই
যোগীনবাবুর ভক্তিরসময়ী লেখনী-প্রসূত—
'বামাক্ষেপা'র এত আদর হইয়াছে।

বাক্সে নাটক-নভেল ছাড়িয়া, বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে যেদিন এই পুস্তক বিরাগ কুরিবে
সেই দিন: বুঝি—বাঙ্গালী-রত্নের আদর
করিতে শিখিয়াছে—

বেঙ্গ-গগনে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্যের
উদয় হইয়াছে।

বামাক্ষেপা—সুবহুঃ গ্রন্থ, সুন্দর বাঁধাই,
ছাপা পরিপাটি,

মূল্য ২/- দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাটা রোড, হাওড়া

হিন্দুধৰ্ম্মের কৌস্তভ মণি ।

উপনিষদ-রহস্য ।

= বা =

গীতার মৌলিক ব্যাখ্যা ।

সাম্বক শ্রীমৎ নিজস্বকৃষ্ণ চক্ৰোপাধ্যায় প্রণীত ।

গীতা ধৰ্ম্মশাস্ত্রের সার—গীতা শাস্ত্রসমুদ্রোদিত মুখা । গীতার মূল অর্থ
প্রকৃতির সঙ্গে শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণের অমৃত মিশ্রাঙ্গিনী লেখনী প্রসূত
তত্ত্ববিস্তারক ব্যাখ্যা ।

* প্রতি ছত্রে মুখা, প্রতি শ্লোকের ভাষ্যসহিত । *

ভাবের এমন লহরীলীলা আর কোন ব্যাখ্যায় নাই । মানব ! তোমার হৃদয়
রাজ্যে অধরহঃ যে কুরুক্ষেত্রের সমর বাধিয়াছে, পাণ দূৰ্য্যোধন 'ও দূৰ্য্যোধন যে
অশ্বের রাজ্য বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়াছ কি ? গীতার এই ব্যাখ্যা
পাঠে হৃদয়কে অশ্রু-স্রোতস্বতী প্রতিষ্টিত হইবে—সংসারের শোক তাপ আলা
বরণা ভুলাইয়া দিবে ।

১ম খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায় একত্রে বাধাই—মূল্য ৪০ টাকা ।

২য় খণ্ড—৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় একত্রে বাধাই—মূল্য ৩০ টাকা ।

৩য় খণ্ড—৫ম অধ্যায় স্বতন্ত্র, মূল্য—১০ টাকা ।

প্রতি খণ্ডই স্বতন্ত্র গ্রন্থ—বড় অকরে ভাল ছাপা ।

প্রাপ্তিস্থান—কৰ্ম্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলবাট রোড, হাওড়া ।

কর্মযোগ পুস্তক ভাণ্ডার।

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি
প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টো-

পাধ্যায় প্রণীত

অস্ফাশ্র প্রস্থ:

১। আদর্শ আত্মকণ-তত্ত্ব-
রসাত্মক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক
অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৭ টাকা।

২। আত্মকণ-তত্ত্ব-জগৎ-
পবিত্র উচ্ছাস—মূল্য ১০ আনা মাত্র।

৩। মা আমান্ন কাল কেন?
—মাতৃস্নেহের ব্যাখ্যা-বিবৃতি—মূল্য ৮০

৪। শিষ্যের কৃষ্ণ শ্যামা
কেন?—প্রশ্নের সারসিদ্ধান্ত—মূল্য ৮০

৫। বিজয় তেজী—ধর্ম-বিবরণ
সিদ্ধান্ত—মূল্য ১০ প্লেগ, আনা।

৬। মুক্তি—মূল্য ৮০ আনা।

৭। সত্যাত্মক—৮০ আনা।

৮। শোকশান্তি—১০ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত

ও শ্রীমদোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বি-এল কর্তৃক পড়ানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরাঙ্গালী—তত্ত্ব-
রসাত্মক উপদেশ গ্রন্থ। আইতরি কাগজে
৩২০ পৃষ্ঠা আবঁধা মূল্য—১৭ টাকা।

কামলীলা—উপদেশাধি বিজ্ঞাবিনোদ
প্রণীত তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৮০ আনা।

মুদ্রাসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১। কামলীলা বা বঙ্গবীরাদনা
—ভাষণ রাজকর্তার অলৌকিক বীরত্ব-
কাহিনী—গভাবটনা—মূল্য ১০ পঁচ টাকা।

২। বঙ্গবীর কণাভিৎ কামল
—অপূর্ণ বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের জীবন্ত
চিত্র—১০ পঁচ টাকা।

৩। অভিন্নান পোদ্দামো—
ঐতিহাসিক মহাপ্রভুর সমসাময়িক ঘটনাবলি
পূর্ণ তত্ত্বমূলক—মূল্য ১৮০ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
প্রণীত

১। শ্রীভক্তিরাঙ্গালী—১০

২। উপনিষদ আত্মকণ—১০

হীরেন্দ্র বাবুর বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-
পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিন্দুভাবে
বিস্তার—যিনি না পড়িয়াছেন, তাহার
জীবনই স্বর্গ।

আত্মকণ-তত্ত্ব মূল—

চতীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সাধনসমর বা
দেবী-বাহ্য—“ব্রহ্মগ্রন্থভেদ” নামে
প্রকাশিত—২৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ২৭ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড “বিষ্ণুগ্রন্থভেদ” নামে
প্রকাশিত—৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৭ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড “শিব-কথ—ব্রহ্মগ্রন্থভেদ”
মূল্য ২৭ টাকা।

সত্য প্রতিষ্ঠা—মূল্য ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪ নং তেলকলঘাট রোড হাওড়া।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভূতপূর্ব “অমূল্যস্বাক্ষর” পত্রিকার অন্ততম

পরিচালক এসিদ্ধ সাহিত্যিক

“আলোচনার” লেখক

শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল লাহিড়ী.

প্রণীত

১। কুললক্ষ্মী—

শ্রীপাঠ্য গার্হস্থ উপস্থাপন। মনোজ্ঞ

বাহাই, মূল্য ২৭ ছই টাকা।

২। লোকারণ্য—

সংসার অরণ্যের নিখুঁত চরিত্র-চিত্র।

মনোজ্ঞ বাহাই—মূল্য ১৪ দেড় টাকা।

৩। বঙ্গলক্ষ্মী—

আধুনিক বাক্যলার জাগরণের চিত্র।

বৃহৎ উপস্থাপন—(যন্ত্রস্থ)।

হাওড়া কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল

কর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনুদিত অভ্যাবস্তকীয়

আইন পুস্তক—

ডিক্রিয়ারি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৪০ আনা

কোর্ট-কি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৮০ আনা

নূতন ট্যাম্প আইন—মূল্য ১০ আনা।

উপস্থাপনাচার্য—

ঋষিকল্প প্রবীণ-লেখক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

অপরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজী

রামপ্রসাদ—

২৭

তুলসী দাস—

৩৭

দরাক খাঁ—

১৪০

বর্ণাশ্রম—

২৭

সংসার চক্র—

২৭

উপস্থাপন গ্রন্থাবলী—

২৭০

মোহন মালা—

১৪০

মায়ার মেলা—

১৪০

পঞ্চপঙ্ক—

১৪০

নষ্ট চরিত্র—

১৪০

শ্রোত্র রত্নমালা

পণ্ডিত শ্রীনারদপ্রসাদ বিজ্ঞা-

ভূষণ সংকলিত ও অনুদিত।

১। দেবদেবীগণের শ্রবণ বিশেষতঃ শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্য রচিত শ্রবণ-সমূহ এবং তাহাদিগের

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহ সঙ্কোচকৃষ্ট শ্রোত্র

পুস্তক। ইংগিতে শিব মহিমন শ্রবণ, বিষ্ণু মহিমন

নাম, আদিত্য হৃদয়, আনন্দলহরী,

রুচিশ্রোত্র, পুরুষহৃদয় শ্রবণ প্রভৃতি অপূর্ণ

শ্রোত্র এবং গৌলকের অবিকৃত বঙ্গানুবাদ

সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব নব নারীর

পাঠ্য মূল্য ১০।

২। শিবপুস্তকা বিবরণ।

মহিমন: শ্রবণ, মূল, অথবা টাকা, গল্প অমূল্য

পুস্তকানুবাদ সহ। মূল্য ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়র্কস্ ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

স্ট্রাকার্ড এবং পোষ্টার ছাপিবার উপযোগী বাঙ্গালা, ইংরাজী, নাগরী বা দেবনাগরী প্রভৃতি নানাপ্রকার ও নানারকম আকারের কাঠের অক্ষর আমাদের প্রেসে বিক্রয় জন্ম প্রস্তুত আছে এবং নমুনা দিলে তদনুযায়ী অক্ষর আমরা প্রস্তুত করিয়া অতি অল্প সময়ে এবং অল্প স্থান অপেক্ষা সস্তা দরে দিতে পারি। “তিন জ” হইতে “৬ ইঞ্চি” টাইপ সর্বদাই প্রস্তুত রাখি। অর্ডার পাইলেই সেট মিলাইয়া দিয়া থাকি। খুচরা দরকার হইলে তাহাও বিক্রয় করি। টাইপ প্রস্তুত জন্ম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ ও তাল কারিগর রাখিয়া একটী আলাহিদা কারখানা করিয়াছি। প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষগণ পত্রের দ্বারা এবং সম্ভব হইলে আপনারা আসিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

তেলকলঘাটে নামিয়া আমাদের প্রেস ও কারখানা ৫৭ মিনিটের রাস্তা।

কর্মযোগ এজেন্সি।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '২৯১ হাওড়া'।

আমাদের এজেন্সিতে যে কয়েকটি বহু পরীক্ষিত ঔষধ
পাওয়া যায়—তাহার একই পরিচয়।

অসীম আশু ব লৌহ-সার—

সর্বপ্রকার অরুের অমোঘ ঔষধ। লক্ষ লক্ষ
রোগী দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত। লৌহ-
সারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা
টনিকের কার্য করে। প্রকৃতই ইহা রোগীকে
লৌহ-বিক্রম করিয়া দেয়। মূল্য প্রতি
শিশি—৮০ আনা।

ডাঃ এস. কে. চাটার্জির

অন্ননাশক চূর্ণ—অন্ন ও অন্নজনিত

সর্বপ্রকার পেটের পীড়ার ত্রাস্ত্র। কলি-
কাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডুড-
পুর্ন চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীমুক্ত এস. এম.
মল্লিক, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান
ও গভর্নমেন্ট উকীল বদান্তবর শ্রীমুক্ত চারুচন্দ্র
সিংহ প্রভৃতি বহু পণ্যমাত্র ভদ্র-মহোদয়
কর্তৃক উক্ত প্রদর্শিত মূল্য—৪০ আনা।

ম্যাজিক-বটিকা।

রক্ত-আম্রের আরোগ্য করিতে ইহা
ম্যাজিকের ভাৱ কার্য করে। এক বটিকাতেই
অদ্ভুত কল হয়। মূল্য—৪০ আনা।

আগ্নেয় ভস্ম।

ইহা ঢাকা জ্যোতিঃ ঔষধালয়ের
সেই বিখ্যাত—আগ্নেয় ভস্ম।

ইহার উপকারিতার ব্যবহারকারী
মাত্রেই মুক্ত। ইহা কলেরার প্রতিষেধক
এবং আক্রমণের পরে যে কোন অবস্থায়
ব্যবহার করিলে আশু ও স্থায়ী উপকার হয়
অন্ন, অন্নখুল পেট কাঁপা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
পাকাস্রবজনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব নষ্ট
করিতে ইহার তুল্য ঔষধ দেখা যায় না।
অল্পপানভেদে ইহা সর্বপ্রকার ব্যারামেই
ব্যবহার করা যায়। মূল্য ছোট শিশি ৪০।

ডাঃ এ. সি বোমাল কৃত

এ্যাজমা মিষ্ট।

হাঁপানির মহৌষধ। বহুদিন হইতে
আমরা বহু রোগীকে দিয়া ব্যবহার করাইয়া
সন্তোষজনক কল পাইয়াছি। মতকরা ২০ টি
সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে।
ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রপার উপশম হয়।
মূল্য প্রতিশিশি ১৪০ টাকা, প্যাকিং বস্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার ।

অপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, ধর্মমূলক উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধহস্ত

ঋষিকল্প প্রবীণ লেখক, উপন্যাসাচার্য্য

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

— নূতন উপন্যাস —

১। সতী-প্রতিভা।

পবিত্র হিন্দু-সংসারের নিখুঁত চিত্র—সতীর অপূর্ণ প্রতিভা। হরকোপামলে মদন-ভয়ের
জ্ঞান, সতী রোমানলে পাণীর ধ্বংস, বঙ্গরূপী লম্পটের ভীষণ পরিণাম, সংসারে সুখ ও
শান্তির পূণ্যপ্রতিষ্ঠা—কেমন উজ্জল, কেমন মধুর ভাবায় পরিস্ফুট হইয়াছে, সুবক সুবতীর
শিক্ষণীয় উপহার গ্রন্থ। সমাজের বিবাহ প্রথার ও অন্ত্যায় দেশাচারের সংস্কার সাধন ইহার
উদ্দেশ্য। এমন মনোহর, এমন সরল ও সুখপাঠ্য উপন্যাস বাংলার এই প্রথম। সুবক
সুবতীর উচ্চ আদর্শ চরিত্র বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক ; সংসারে পুণ্যের জ্যোতি
প্রতিভাত হউক। সুন্দর রেশমী বাঁগাই। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

২। নদের নিমাই।

নদীর অশ্রুগবান চৈতন্তদেবের অপূর্ণ জীবনী। ভগবানের অসংখ্য অবতার কিছ
বাক্যাদি দেশ কেবল শ্রীচৈতন্তদেবের অস্ত্রই অহঙ্কার করিতে পারে। ভগবান শ্রীচৈতন্ত
দেব অবতার গ্রহণ করিয়া বাক্যাদি-দেশ পুত্র করিয়াছেন, বাক্যাদি-জাতি শ্রীচৈতন্তের
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই একদিন এত প্রতিভাশালী হইয়াছিল ; এবং সেই অস্ত্রই তাঁহার
পবিত্র জীবনী প্রত্যেক বাক্যাদির পাঠ করা উচিত। ইহা এত মনোরম এবং প্রীতিপ্রদ
যে পাঠ করিতে আনন্দ করিলে শেখ না করিয়া ছাড়িতে পারা যাইবে না। ভগবান
শ্রীচৈতন্তদেবের এমন নিখুঁত জীবনী আর কখন প্রকাশিত হয় নাই ; বাক্যাদি, ধর্মপ্রাণ
বাক্যাদি ! তোমাদের নিকট ইহার নিশ্চয় আদর হইবে। ভগবান চৈতন্তের উদ্বোধন,
তাঁহার জয়প্রার্থী হরিনাম সংকীর্্তন, তাঁহার প্রাণারাম, প্রেমভক্তিপূর্ণ উপদেশ পাঠ করিলে
—জগৎ ভক্তি-রসে আত্ম হইবে। প্রকাশ এই সুন্দর বাঁগাই সচিত্র মূল্য ২৭ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

“শ্রীকৃষ্ণ”পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরম ভাগবত
শ্রীকীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ—প্রণীত।

(১) **কলস্কন্ধাবা**—অনলসখী জাতীয় কবিতাগুলি। যেব গর্জনের জায় ইহার চন্দনিধৌর বিভ্রাতের জায় ইহার উল্লাস, নজের জায় ইহার শক্তি। দেশমাতৃকার পূজার পবিত্র অর্ঘ্য। মূল্য ৬০।

(২) **ভিলকের তিরোভান**—অপূর্ণ ছন্দোময়ী কবিতায় রচিত গনীর করাল কবল হঠাৎ দাঁড়ের নৃত্তির চিত্র, সহস্রবর্ষ পুরনের ভাগরণ অতি সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০।

(৩) **বর্তমান কর্মসমূহ**—(অপূর্ণ জাতীয় ছন্দোবদ্ধ গল্প প্রণক) পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্বে ইহা দারুণ কসাঘাত তুল্য। এই মৃতকল্প জাতির পক্ষে ইহা সম্ভাবনী সুগা স্বরূপ। মূল্য ৮০।

(৪) **অমিয় গীতা**—ঈশমণ্ডগদগীতার পক্ষে এইরূপ ভক্তিপ্রণয় সহজ সুন্দর বিস্তৃত অনুবাদ আর বাহির হয় নাই। ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক সংকলিত মুগের কটমট প্রতিধ্বনি নহে। অথচ মূলের সহিত প্রতি ছত্রে ছত্রে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে গীতা মাঠাঙ্গোর অতি সুন্দর পঞ্চানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সুন্দর বাঁধাই ১৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা—মূল্য ৪০।

(৫) **শরণাগতি**—হিন্দুযাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। ইহা সাধনের অঙ্গ। সাধন-পথে দাঁড়াইয়া সাধকের শরণাগতির কথা মনে পড়ে। সুন্দর পয়ার ত্রিপিদী ছন্দে রচিত। পাঠে শরণাগত হৃদয় মাত্রই দিগগিত হইবে। মূল্য—৮০।

কীরোদ বাবুর পুস্তকগুলি অমৃতবাজার পত্রিকা, হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে ভূয়সী প্রশংসিত হইয়াছে।

নিম্নলিখ কলেক্টর ভূতপুত্র

অধ্যাপক

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

করুণক অনুদীতা

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

মূল্যলিত পক্ষে বঙ্গানুবাদ।

মূল্য ২০ আনা।

কর্ম যোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভারত আবার জাগিল ! ! !

উপাধ্যাসাচাৰ্য্য পণ্ডিত প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সিদ্ধহস্তের লেখা—

তত্ত্ব শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব

সরল সুললিত উপাঙ্গাসের

মধ্য দিয়া কেমন সুন্দর

ফুটে উঠেছে ।

শক্তির সাধনায়

এই মানুষ কেমন

ক'রে

উন্নতির শীর্ষস্থান

অধিকার করতে পারে

শক্তি-সাধনায় তাহা বিশদভাবে

বর্ণিত হ'য়েছে ।

গৃহধর্মের নারীশক্তির বিকাশ ।

শক্তি-সাধনায়—হিন্দুর সোণার সংসার ।

আত্মোন্নতি চাও—শক্তি-সাধনা প'ড়ে দেখ ।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ, স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই, মূল্য ২।০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস,

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্মযোগ প্রেস" হইতে শ্রীযুক্ত বিজয় সিংহ

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সংস্করণ ১৫-১৯১১, হাওড়া ।

কর্মযোগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ।

৪নং তেলকলঘাট রোড,
হাওড়া ।

—:—

প্লাক্যাড ও পোস্টার ।

আমরা সুদক্ষ এন্ট্রেন্ডার ও মিস্ত্রী রাখিয়া সুন্দর সুন্দর মনোমত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে বিভিন্ন আকারে—এক রঙে ও মিশ্র রঙে নানারকম ছবির মত সুদৃশ্য পোস্টার ও প্লাক্যাড সুবিধাদ্বয়ে সরবরাহ করিতেছি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

ম্যানেজার—

কর্মযোগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

ষট্টিবংশ বর্ষ ।]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল ।

[দ্বিতীয় সংখ্যা ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা ।

সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ।

“শক্তি-সাধনা” ও “বামাক্ষেপা”
পড়িরাছেন কি ?

বার্ষিক মূল্য সড়াক ২৮০ আনা ।

সূচাপত্র ।

বিষয় ।	লেখক ।	পৃষ্ঠা
১। সত্যগ্রহ	শ্রীহরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
২। বিচার (উপভাস)	শ্রীশ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি-এ	২৬
৩। পরলোকের পরিচয়	শ্রীঅন্নদাশ্রীসদ চট্টোপাধ্যায়	৩৩
৪। বিপ্লবীর ডায়রী	শ্রীশ্রীভদ্রত সিংহ চৌধুরী	৩৭
৫। কামরূপে পাল নৃপতিগণ	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	৪০
৬। মালমিকা	শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য	৪২
৭। আশুতোষ বন্দনা	শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী	৪৬
৮। কোহিনূর বা ভারতভাগ্য	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি	৪৭

ভীষণ ম্যালেরিয়ায় বাঁচিবার উপায় কি ?

সমস্ত থাকিতে

“নবীন বাবুর লৌহসার”

সেবন করুন ।

প্রাপ্তিস্থান

কল্যাণযোগ এজেন্সী ।

৪নং তেলকলমাট রোড, হাওড়া ।

কর্মাযোগ প্রিণ্টিং ওয়াক'স্

স্থাপিত—১৯০৮।

৪নং তেলকল ষাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

শুন্দের ছাপার কাজ যদি অল্প সময়ে ও সুবিধা দরে করিতে চান,

তবে আমাদের ছাপাখানায় অর্ডার দিন।

বৈদ্যুতিক মোটর চালিত।

ভাল ভাল মেশিন ও টেডেলে আনুকোরা নুতন অক্ষরে কর করে ছাপা।
বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ও মনোজ প্রীতি-উপহার, লেটারহেডিং,
বিল, ইন্ভয়েন্স, ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্যাসুমেমে, লেজার, ও
নানাপ্রকার ফরম্ এবং উচ্চশ্রেণীর জবের কাজ করাই আমাদের
বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, বাঙ্গালা ও নাপরী সকল প্রকার পুস্তক
এবং মাসিক পত্রাদি ছাপার বন্দোবস্ত আছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অতি
অল্প সময়ের নিভুলরূপে ছাপিয়া দেওয়া হয়। বড় বড় অক্ষরে ইংবাঙ্গী, বাঙ্গালা ও নাপরীতে
এক রঙে বা মিশ্র রঙে প্ল্যাংকার্ড ও সোকার্ড ছাপিয়া থাকি। একবার মাত্র
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের ছাপাখানার সংলগ্ন একটি পুস্তক-বীথাই বিভাগ খোলা হইয়াছে।
এখানে অভিজ্ঞ দপ্তরীর দ্বারা কা.উং, পারফেক্টে.উং, মাস্করিং,
কলিং, আইলে.উং, পাব্লিশিং, প্রভৃতি মেশিন সাহায্যে উত্তম চামড়া, মনোজ
কাগড় ও কাগজের সুন্দর বীথাই হইয়া থাকে। সদাগরী অকসের মোটা ও মজবুত
গার ও ক্যাস বুক ইত্যাদি ও কারুকার্য বিশিষ্ট বলাটের পুস্তকাদি সুচারুরূপে বীথাই
করা হয়। সকল প্রকার একাউন্ট-বুক ইত্যাদি ও একসারসাইজ-বুক সুন্দর মূল্যে
বীথাই ও বিক্রয় হয়।

কাগজের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা এখানে ছাপাখানার ও সাধারণের প্রয়োজনীয়
নানাপ্রকার কাগজ আমদানী করিয়াছি। মূল্য বাজার অপেক্ষা সুন্দর; পাইকারী ও
খুচরা বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞাপন ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত
বৃদ্ধি হওয়ায় অন্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া
এক গ্রোস জবাকুমুম তৈলের মূল্য ১০৮ এক
শত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯৥০ সাড়ে
নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২৥০ আড়াই
টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য
১ এক টাকা রহিল।

ক বরাজ—উপেন্দ্রনাথ সেন ।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

আলোচনা-দশ হাজার পাঠক।

বিজ্ঞাপন দাতার সুবর্ণ সুযোগ।



অসার আবর্জনাপূর্ণ বিজ্ঞাপনে কলেবর মোটা করিয়া আজকাল যে সকল মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতে অধিক মূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকে লোকসান দিতেছেন। সেই আবর্জনাময়ীরা মধ্যে তাঁদের বিজ্ঞাপন পাঠকের নজরেই পড়ে না। আলোচনায় বিজ্ঞাপনের হার সুলভ, এবং এই পত্রিকা মাসে মাসে, নিয়মিত গ্রাহক ব্যতিত, বহু নির্বাচিত নূতন নূতন ঠিকানায় নানাদেশে বিতরিত হইয়া থাকে। প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন আলোচনায় লওয়া হয় না, তজ্জন্ত সন্ধ্যাবসায়ের বিজ্ঞাপনের ফল অবশ্যস্বতী। কন্সুম্যোগ পুস্তক ভাণ্ডারে যে সকল সদগ্রন্থ বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপনের মূল্য লওয়া হয় না।

To Let.

বিজ্ঞাপনের যুগে গ্রন্থকার মহাশয়ের।

পুস্তক মাত্র ছাপাইয়া নিশ্চিত থাকিবেন না। বিনা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের কাটতি করার আশা হ্রাশ্য মাত্র। অনেক গ্রন্থকারও সর্বগ্রাসী প্রকাশকদের কবল হইতে বাচিবার আশায় কট্টেফট্টে নিজের খরচায় পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞাপনের অভাবে কিছুই করিতে পারেন না। এদিকে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া ‘কাটতি’ বট বিক্রয় করেন বইএর কাটতি বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করেন না। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা মাত্র শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া নিজ ব্যয়ে আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ইহাতে গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিজ পুস্তকাদির কয়েক কাপি আমাদের পুস্তক ভাণ্ডারে জমা রাখিলে আমরা বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা কাটতি করিবার চেষ্টা করি। পত্র দ্বারা সবিশেষ অবগত হইবেন।

নিবেদক—মহেন্দ্রনাথ—আলোচনা।

৪নং তেলকলঘাট বোড়, তাড়া।

To Let.

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সুপ্রসিদ্ধ ও বহু পুরাতন

✽ কাগজ বিক্রেতা ✽

১৩৪ ও ১৩৫নং, ওল্ড চাইনা

বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

—০—

ব্রাঞ্চ—৬৪ হারিসন রোড,

১০৩ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ ও চক, বেনারস ।

দাম্পত্য সুখে সুখী হইতে চান ? . .

“কামশাস্ত্র”

পাঠ করুন বিনা মূল্যে ও বিনা মাগুলে বিতরিত হয়।
পত্র লিখিলেই পাইবেন। বিলম্বে নিরাশ হইতে পারেন।
ম্যালেরিয়া নাশন—

“জ্বরাস্তক-বটিকা”

ম্যালেরিয়ার বিষ শরীর হইতে ইন্দ্রজালের দ্বারা নিঃশেষ
করে। এই বটিকার একটি গুণ এই যে জ্বর থাকিলে কিংবা
জ্বর না থাকিলেও ইহা সেবন করা যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মূল্য—৪০ বটিকাপূর্ণ—১ কোটা ১৮ মাত্ৰ।

“বাত পক্ষ-কেশরী তৈল”

এস্থিতে ও সন্ধিস্থানে বাত, শরীরে বাতব্যথা ‘প্রভৃতি
স্থানীয় প্রয়োগে দূর করে।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

“আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।”

২১৪নং বোম্বাইর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মঞ্চের সমস্তই ডাঃ মাঃ সহ '২'৬০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ১০ অর্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলাম—৮৮, অর্ধপৃষ্ঠা বা এক কলাম ৪১০, সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলাম—২১০ সিকি কলাম—২৮।

কভারের পৃষ্ঠার অল্প স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদুর্দ্ধ কালের অল্প বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা হয় না।

আলোচনার অল্প বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১১১ হাওড়া)

To Let.

আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়, হাঁসাইল, ঢাকা।

১৩০৬ স্থাপিত সুলভ অকৃত্রিম ঔষধ ভাণ্ডার। অধ্যক্ষ—কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ
বর্মা কবিরত্ন। প্রিন্স প্রিন্স লেখক, গ্রন্থ প্রণেতা, হিন্দু কেমিষ্ট ও হাঙ্গাইল স্কুলের ভূতপূর্ব
প্রধান শিক্ষক। হেড অফিস—হাঁসাইল, ঢাকা। চাবনপ্রাস—৩\ সের, স্বর্ণবটিত
মকরধ্বজ—৪\ তোলা; এইরূপ কবিরাজী সকল ঔষধ চুড়ান্ত সত্তা। স্বাস্থ্য—
হাঁপানির ত্রাসাত্ত—১\ শিশি; প্রীহা বিজয়—প্রীহা ও বকুতের মহৌষধ—৩০টা বড়ী ৫০
আনা; কন্দর্পবিলাস—অকাল বার্ককা, ইন্ডিয়নৈথিল্যা নিবারক এবং ঘোবনের বন ও
ঘোবনশ্রীবর্কক ১ মাসের ঔষধ ৩\ টাকা; সর্কজরের পাচন—সকল প্রকার পুরাতন
জরের ত্রাসাত্ত—১\; অমৃতবিন্দু কদম্ব সালসা, উপদংশ রক্তহৃষ্টির অমৃত ঔষধ ১\
টাকা। অভয়াযোদক—সুখে ২১২ বার কোঠ পরিষ্কার মূল্য ১০ আনা; দক্ষদ্রাবানল—সকল
প্রকার দাঁদনাশক মূল্য প্রতিকোটা ১০ আনা; দন্তমুখা—দৈনিক ও দন্তমূল ক্ষতের
মহৌষধ, প্রতিকোটা ১০ আনা; হজমোষড়ী, প্রতিকোটা ১০ আনা। ক্যাটলগে হিসাব
দেখুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

স্বাস্থ্যকান্ত-স্বামী :

[ত্রিপদী, গণ্ড ও পণ্ড উপন্যাস]

হাফেজ মোহাম্মাদ এছকাক প্রণীত।

এ রকম বই প্রায় দেখা যায় না, নূতন ধরণের নূতন যেন
অভিনব, পুস্তক পাঠে আনন্দে উল্লাস ও শিক্ষা পাইবেন।
সম্পূর্ণ পড়িয়া শেষ না হইলে ছাড়িতে পারিবেন না।

পত্র লিখুন—সুখ দুঃখের প্রণালী দেখুন!

প্রাপ্তিস্থান :-

গ্রন্থকার।

কলিকাতা।

সাং বাকড়া।

হেতুয়া তালাও।

পোঃ মাকড়দহ, জেলা হাওড়া ৫৯নং মাণিকতলা দ্বাঃ,

তিঃ পিঃ সমেত মূল্য ১\ টাকা। সায়েব জান হাজির দোকান।

অভার দিবার সময় এই পত্রিকা নানোন্মেষ করিবেন।



কলিকাতা, অষ্টবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সাল।

সত্যাগ্রহ

(শ্রীহরিদাস বন্দোপাধ্যায় এক, টী, এস)

(১)

পিশাচের লীলা হের দেব ধামে,
হ'য়ে ত্র্যম্বচারী মত্ত হ'ল কামে,
ব্রাহ্মণ তনয়া হরিমতি নামে—
কেমনে পাবও মজালে তায় !

দেবের সম্পত্তি করিয়া হরণ,
রচিল সুরম্য বিলাস ভবন,
প্রচারিল শেষে বলিয়া আপন,
এহেন কায়ুক দেখা না যায় ।

• (২)

দেবতার ধামে নারী নির্ধ্যাতন,
বিচলিত তাই যত হিন্দুগণ,
রাজকর্ষচারি ঘটালে এমন,
বুকেও তারা না বুঝিতে চায় ।
ভিক্টোরিয়া-বাণী না ক'রে স্মরণ—
প্রতিশ্রুতি তাঁর করিল খণ্ডন,
দিল না দেখিতে লক্ষী নারায়ণ,
ধর্মের হস্তক্ষেপ করিল হার ।

(৩)

ঘুমা'য়েনা আর ভারত সন্তান,
নর-নারী মিলে কর যোগদান,
উদ্ধারিতে হবে দেবতার স্থান,
“সত্যাগ্রহ মন্ত্রে” নীক্ষিত হও ।

যতদিন রহে অন্তরের বল,
ধর্মপীতে রক্ত হয় চলাচল,
ভুলনাক “মন্ত্র”, হইবে সফল,
তারকনাথের স্মরণ লও ।

(৪)

বন্দী হ'য়ে সবে যাও কারাগারে,
নীরজ, “অহিংসা” শিখাও সব্বারে,
দেখুগ অগত, আজ অকাতরে—
করিছে সবাই জীবন পণ ।
ঘারে-ঘারে পিয়া তিন্কা কর তাই,
স্বপ্নে ভারতে আগাও সবাই,
সামিতে একাজ বহু লোক চাই,
মহাত্মতে আজি দাঁও হে মন ।

(৫) •

কিনা হ'তে পারে সাধনার বলে !
গিরীশ্বর ভুলে পাড়গে ভুতলে,
প্রাণ দিতে হয় দাঁও কৌতুহলে,
উদ্ধারিতে আজি দেবের ধন ।

“সত্যাপ্রহ মল্ল” শরনে স্বপনে,
“নীরজ”, “অহিংসা” দুটি কথা মনে—
ধাকে যেন তাই—রাখিও স্মরণে,
নিশ্চিত জিনিবে ধর্মের রণ ।

বিচার

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর যুগোপাখ্যান বি-এ)

মিষ্টের অন্তঃকরণ অস্থায়ী সরস্বতী দেবী পুত্রকে মাহুষ করিয়াছিলেন। মাতার ভ্রায় পুত্রেরও মনের তেজ ছিল, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল। চাকুরী যাইবার পর প্রথমটা সে দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু মাতার উপদেশে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া শীঘ্রই সে সংকল্প স্থির করিয়া কেলিল। নিজেই সে একদিন জননীকে বলিল,—“মা চাকুরী করে কি হবে ? ব্যবসা করে হয়না ?”

পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া জননীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনিও কয়দিন হইতে ঠিক এ কথাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু অর্থহীন এবং সহায়হীন অবস্থায় আজকালকার দিনে ব্যবসা করা যে কত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য তাহা তিনি বিলম্ব জানিতেন। পুত্রের কি

অত কষ্ট সহ্য হইবে, শুধু এইটুকুই ভাবিয়া সুরেনকে তিনি কিছুই বলেন নাই, যদিও তিনি জানিতেন তাঁহার পুত্র কি ছিল কি হইয়াছে। সে এক পা কখন হাঁটিতে পারিত না, আজকাল তাঁহার হাঁটা ছাড়া আর অস্ত্র উপায় নাই। কখন ময়লা কিংবা ঘোটা কাপড় সে পরে নাই। কখন ভালী দেওয়া জুতা সে ব্যবহার করে নাই, কিন্তু আজকাল ছেঁড়া কাপড় এবং ছেঁড়া জুতাই তাহার যথেষ্ট। জননী যখন পুত্রকে এইরূপ বেশে দেখিতেন তাঁহার চক্ষু কাটিয়া জল আসিত, সমস্ত হৃদয় তাঁহার বিবাদে ভরিয়া যাইত। পুত্রের অজ্ঞাতে শুধু চক্ষুজল কেলিতেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

এ অবস্থায় ব্যবসা করা যে আরো কষ্টকর জননী তাহা বুঝিতেন। কিন্তু এ ছাড়া অম-

সংস্থানের আধীন উপায়ও আর যে ছিল না ইহাও তিনি জানিতেন। তাই পুত্রের মুখে ব্যবসার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—“আমিও তাই তোকে বলব মনে কচ্ছিলুম বাবা। কিন্তু অত কষ্ট কি তুই লক্ষ কষ্টে পারবি?” একটু হাঁসিয়া সুরেন বলিল,—“তোমার পারের ধূলা মাথায় নিয়ে আমি সব কষ্টে পারি মা। তোমার আশীর্বাদই যে আমার যথেষ্ট।”

“সমস্ত ঙিন প্রায় না খেয়ে না দেয়ে রোদে রোদে জলে জলে পথে পথে ঘুরতে পারবি? কষ্ট হবে না?” কষ্ট! মা, তুমিই তো দেখতে পাচ্চ কি ছিলাম কি হয়েছি। নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্য নিজে চেষ্টা করবো এতে আর কষ্ট কি মা? শুধু তুমি আমার পাশে থেকে দেখ আমি কি কষ্টে পারি।”

আনন্দাশ্রিতে অননীর উভয় চক্ষু ভরিয়া গেল। পুত্রোচিত কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে আগ্রস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু মুখে অনেক কথা বলিলেও প্রথমটা সুরেনকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। অর্ধ নাই যে খুব একটা বড় ব্যবসা করে। সূতরাং মাতার উপদেশ মত তাহাদের বাড়ীর সামনে যে ছোট রকটু ছিল তাহারই খানিকটা লইয়া সে একটা ছোটখাট মনোহারী দোকান খুলিল।

সরস্বতী দেবী নিজে শেলায়ের কাজ জানিতেন এবং তাঁতের কাজও জানিতেন। দ্বিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি অনেক ক্রমাল গেঞ্জি প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া সেই দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখিতেন এবং অনেক সময় পুত্রকে দিয়া বাড়ী বাড়ীও পাঠাইয়া দিতেন।

প্রথম প্রথম সুরেনের অত্যন্ত লজ্জা করিত, পথে চলিতে তাহার বাথ বাথ ঠেকিত। পাছে কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় বলিয়া যতদূর সম্ভব সাবধানে চলাফেরা করিত। কিন্তু জননীর উৎসাহে যত্ন-ভৎসার করণ অহরোহে ক্রমে সুরেনের অনেকটা লক্ষ হইয়া আসিল।

৩।

হৃদয় হইতে আর সমস্ত লঙ্কাচ দূর করিয়া ফেলিলেও, একটি লঙ্কাচের হাত হইতে সুরেন কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। এ কার্য্য আরম্ভ করিবার পর হইতে সে আর পূর্ব্বেকার মত লক্ষ্মীর সহিত মেলামেশা করিতে পারিল না। তাহার এ ব্যবসায়ের অক্ষয় বাবুর সম্পূর্ণ মত থাকিলেও, লক্ষ্মীর নিকট হইতে সে তেমন উৎসাহ পায় নাই। সে যেদিন লক্ষ্মীকে নূতন উত্তরের কথা জানাইল, আশা করিয়াছিল লক্ষ্মী কতই আনন্দিত হইবে এবং তাহাকে কতই উৎসাহ দিবে। কিন্তু লক্ষ্মী সে সব কিছুই

না করিয়া শুধু বলিয়াছিল তা, বেশ । উত্তর
শুনিয়া সুরেন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল এবং
তাহার কার্যে লক্ষীর মত নাই এই সিদ্ধান্তই
তাহার বহুশ্রম হইয়াছিল ।

সুতরাং যেরূপ উৎসাহ লইয়া এ কার্যে সে
প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল সে উৎসাহ তাহার
বৈশীদিন রহিল না । উপরন্তু অর্ধাভাব এবং
অনভিজ্ঞতার দরুণ এ কার্যে তেমন সহায়তাবে
অগ্রসর হইতেও পারিতেছিল না । ব্যবসা
করিতে গেলে কিরূপে লোকের সহিত কথাবার্তা
করিতে হয়, কোন জিনিষটা কোথায় সস্তায়
পাওয়া যায় এ সমস্ত তাহার একেবারে জানা
ছিল না । এতদ্ব্যতিত এ কার্যে যতখানি সহ
এবং বৈদ্যবুদ্ধির প্রয়োজন ততখানি সুরেন
তখন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারে নাই ।

সুতরাং লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ব্যবসায়
সুরেন ক্রমশঃ লোকসানই দিতে লাগিল ।
ইহাতে তাহাদের অভাব ও অনাটন ক্রমশঃ
বাড়িয়াই যাইতে লাগিল । পুত্রের অক্ষমতা
এবং নিরুৎসাহ ভাব সরস্বতী দেবী লক্ষ্য
করিয়াছিলেন এবং কোথায় পুত্রের ব্যাধ তাহাও
তিনি অনেকটা অনুমান করিয়াছিলেন ।

একদিন তিনি স্পষ্টই পুত্রকে বলিলেন,—
“ইয়ারে তুই আর লক্ষীদের বাড়ী বাসনা ।”

আমতা আমতা করিয়া সুরেন উত্তর করিল
ই্যা বাই, তবে সময় পাইনা বলে তেমন যেতে
পারি না ।

সময় না পাওয়া যে ওজর আপত্তি ভিন্ন
আর কিছুই নহে সরস্বতী দেবী ইহা বুঝিতেন,
লক্ষীর সহিত সুরেনের যে কিছু একটা হইয়াছে
ইহাও তিনি অনেকটা অনুমান করিয়াছিলেন ।
তাই তিনি সহসা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“বলতে পারিস্ সুরেন, মাসুকের হ্রদয় বড় না
অবস্থা বড় ? মাসুকের কথা বড় না ব্যবহার
বড় ?”

“হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস কচ্চ কেন মা ”

“সঠিক উত্তর তোর কাছ থেকে জানতে
চাই বাবা ! এর উত্তর তোকেই দিতে হবে ।”

ধানিকণ চিন্তা করিয়া সুরেন বলিল
“মাসুকের হ্রদয়ই সব চেয়ে বড় মা । কিন্তু
অবস্থার চাপে অনেক সময় মাসুকের হ্রদয়ের ভাব
পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে না ।”
“ঐটেই সম্পূর্ণ ভুল সুরেন । মাসুকের কোন
অবস্থাই তার উন্নত হ্রদয়কে কখন অবনত কতে
পারে না । হ্রদয়ে যদি তৃপ্ততা থাকে, সংকল্প
যদি হীর থাকে, কোন অবস্থাতেই মাসুকের বিচলিত
হয় না । হৃৎকলতা জয় করাই মাসুকের মনুষ্য
সমস্ত উপহাস বিদ্রূপকে তুচ্ছ জান করাই

বিচার।

উন্নত হৃদয়ের পরিচয়। কাকুর অপ্রিয় কথার ব্যবহারে কোন ছলনা নাই কোন প্রতারণা মুহূর্ত্তান হয়ে বাওয়াই তো দুর্জলতার লক্ষণ। নাই। ব্যবহারই হচ্ছে হৃদয়ের প্রকৃত দর্পণ।” আমার ছেলে তুমি, তোমার মনে কখন যে “কিন্তু মানুষ ব্যবহারের চেয়ে তাহাকেই বেশী এ দুর্জলতা আসবে তা আমি আশা করিনি। বিশ্বাস করে কাকীমা। আমার অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি সুরেন যে উৎসাহ নিয়ে সেই তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে নিজের তুমি কাজে নেমেছিলে সে উৎসাহ তোমার হৃৎ ইচ্ছে করে টেনে আনে।” বলিতে বলিতে নাই। লোকের উপহাস বিদ্রূপ এর জন্ত লক্ষ্মী সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দায়ী নয়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও এর জন্ত লক্ষ্মীকে দেখিয়া সুরেন খতমত খাইয়া গেল দায়ী নয়—এর জন্ত দায়ী সম্পূর্ণ তুমি একা, এবং একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল কারণ জননীও তোমার হৃদয়ের দুর্জলতা।” উপদেশবাণী শুনিতে শুনিতে সুরেন লক্ষ্মীর সুরেন কোন উত্তর করিতে পারিল না। কথাই তাবিত্তেছিল। সে তাবিত্তেছিল সেই অধোবদনে জননীর স্নেহ তৎসনা শুনিয়া যাইতে যে প্রথম দিন যে দিন সে লক্ষ্মীকে তাহার লাগিল। সরস্বতী দেবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ব্যাখ্যা পুনরায় বলিলেন, “মানুষের কথার কিছু ব্যাখ্যা পুনরায় বলিলেন, “মানুষের কথার কিছু এসে যায় না সুরেন। মানুষের কথার চেয়ে মানুষের ব্যবহারের মূল্য বেশী, তাও দুহিনের ব্যবহার নয়, সত্যী ব্যবহার।”

সুরেন বলিয়া উঠিল “কিন্তু মা হৃদয়ের পরিচায়ক তো তাহা। মানুষের মনের তাব তো কথাতেই প্রকাশ পায়। “সব সময় তা সত্যি নয় বাবা। মনের তাব অনেক সময় তাহার প্রকাশ করা যায় না। তাহাই যে সব সময়ে তাবের মাপ কাটি তা নয় বাবা। তাহা ছলনা কভে পারে প্রতারণা কভে পারে। কিন্তু

ব্যবহারে কোন ছলনা নাই কোন প্রতারণা নাই। ব্যবহারই হচ্ছে হৃদয়ের প্রকৃত দর্পণ।” “কিন্তু মানুষ ব্যবহারের চেয়ে তাহাকেই বেশী বিশ্বাস করে কাকীমা। আমার অনেক সময় সেই তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে নিজের হৃৎ ইচ্ছে করে টেনে আনে।” বলিতে বলিতে লক্ষ্মী সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মীকে দেখিয়া সুরেন খতমত খাইয়া গেল এবং একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল কারণ জননীও উপদেশবাণী শুনিতে শুনিতে সুরেন লক্ষ্মীর কথাই তাবিত্তেছিল। সে তাবিত্তেছিল সেই যে প্রথম দিন যে দিন সে লক্ষ্মীকে তাহার ব্যাখ্যার কথা বলিয়াছিল এবং লক্ষ্মী শুধু একটি “তা বেশ” বলিয়া সে কথার উত্তর দিয়াছিল, সে বোধ হয় প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই কারণ তাহার প্রতি লক্ষ্মীর ব্যবহার তা একদিনের জন্তও ধারাপ হয় নাই কিংবা কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। অভিমানের বশে সেই বরং লক্ষ্মীর প্রতি অজ্ঞার ব্যবহার করিয়াছিল।

এমন সময় যখন লক্ষ্মী আসিয়া ঐ কথাই বলিল, সরস্বতী দেবী বুঝিতে না পারিলেও সুরেন বুঝিল যে তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়া লক্ষ্মী বলিতেছে তখন তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল এবং লক্ষ্মীকে দেখিয়া একটি কথাও

বলিতে পারিল না ।

লক্ষ্মী প্রায়ই স্বরস্বতী দেবীর নিকট আসিত আত্মও তেমনি আসিয়াছিল । বরের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বেই সে সরস্বতী দেবীর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল । লক্ষ্মীকে দেখিয়া স্বরস্বতী দেবীর অত্যন্ত আনন্দ হইল । তিনি তাহাকে আপনার কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “সেই কথাই তো সুরেনকে বোঝাইলুম না । জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে কত বাধা নিম্ন অতিক্রম করতে হয়, কত উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় । কত উঠতে হয় কত পড়তে হয় । তবে মাহুৎ হতে পারে তবে সে ভগবানের আশীর্বাদ পেতে পারে, তবে তার জীবন সার্থক হয় ।”

সুরেন ইতিমধ্যে সেখান হইতে পলাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল । লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতী দেবীর অসমকণ কথাবাত্তা হইল । বেশী স্বাক্ষি হইতেছে দেখিয়া সরস্বতী দেবী মিলেই বলিলেন, “রাত হয়ে যাচ্ছে না বাড়ী যাও ।” লক্ষ্মী বলিল “বিটু চলে গেছে কাকিয়া । সে আসুক তারপর বাব ।” “আমি সুরেনকে সঙ্গে দিচ্ছি না, কোয়ার বাবায় শরীর খারাপ বলচ । দেবী করনা ।”

অনেক লক্ষ্মীস্বামীর পর স্বরস্বতী দেবী

দেখিলেন যে দোকান ঘরের এক কোণে বসিয়া সুরেন হিসাবের কাগজ পত্র দেখিতেছে, বলিলেন, “লক্ষ্মীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়-তো সুরেন । অনেক রাত হয়ে গেছে ।”

যুৎ না তুলিয়াই সুরেন বলিল “আমার এখন অনেক কাজ, এখন পারব না । বিটু এসে নিয়ে যাবে ।” যুৎ ইঙ্গিয়া সরস্বতী দেবী বলিলেন, “বিটুর আসতে রাত হবে তুই দিয়ে আয় । হিসেব পত্তর পরে হবেখন ।” পার্শ্ব দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীও যুৎ যুৎ ইঙ্গিতেছিল । হটাৎ চোখচোখী হওয়ায় সুরেন আরও অপ্রস্তুত হইয়া গেল, “আঃ তোমাদের আলায় একটা কাজ করবারও জো নেই । একলা যদি যেতে না পারে তো আসা কেন ? কে আসতে বলেছিল ?” সরস্বতী দেবী পুনরায় ইঙ্গিয়া বলিলেন, “নে পাপুতোর ভুক রাধ । এখন ওঠ দেখি ।”

অগত্যা সুরেনকে উঠিতে হইল । একটা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া চলিয়া গেল । সরস্বতী দেবী বলিয়া দিলেন, “বেশী-দেবী করিসুনি বাবা শিগ্গীর করে আসিস ।”

পথে সুরেন একটাও কথা বলিল না । সমানে রাত্তার দিকে চাহিয়া যাইতে লাগিল । লক্ষ্মী আর হাসি সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া

উঠিল “ব্যবস্থা করলে বুঝি ঐ রকম গন্তীর হয়ে থাকতে হয়?”

মুখ না ফিরাইয়াই সুরেন বলিল “হ্যাঁ।”

লক্ষ্মী হাঁসিয়া বলিল, “তা বেশ।” “তা বেশ।” “সুনিয়া সুরেনের সেদিনকার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাড়া তাড়ী বলিয়া উঠিল তা বেশ মানে?” লক্ষ্মী কোনই উত্তর করিল না, শুধু মুহু মুহু হাঁসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন হঠাৎ লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া বলিল “একটা কথা তোমায় জিগেস করি লক্ষ্মী এরকম করে আমায় অপমান করে তোমায় কি সুখ হয়? না হয় আমরা গরীব, তাবলে একরকম অপমান করাটা ভাল দেখায় না।

সহসা লক্ষ্মী গন্তীর হইয়া গেল, বলিল “অপমান। কে তোমায় অপমান করেছে?”

“আমার দোকান থেকে জিনিষ নিয়ে যাও, তার দাম দাও কেন! আমার দোকান কি তোমাদের দোকান নয়? সত্যি লক্ষ্মী এতে আমার বড় অপমান বোধ হয় মনে বড় কষ্ট হয়।”

লক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া বলিল, “এই কথা! যথার্থ তোমার অপমানে আমি অত্যন্ত হুঃখিত। তাগিয়া এই অপমানটা হয়েছিল তাইতো আজ আমার সঙ্গে কথা কইলে। নইলে যে রকম

রাস্তার দিকে মুখ করে ছিল মনে করেছিলুম বুঝি আর কখন আমার দিকে কিয়ে চাইবে না।

• “না না এ হাসিঠাট্টার কথা নয় লক্ষ্মী।”

“কাকীমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছিল। এতে তাঁর কোন অমত নাই। তুমি ব্যবস্থা কসে বসেছ, দান ধররাত কসে দোকান করনি। জিনিষ কিনে তার দাম দেব, এতে তো মান অপমানের কথা কিছু নেই তুমিও যদি দোকান থেকে কোন জিনিষ নাও তোমারও উচিত তার দাম দেওয়া। কাকীমাকে জিগেস করে দেখ দেখি।”

“মা’ও সব কিছু বোঝেন না।”

“কাকীমার চেয়ে তুমি বোক বেশী না? তাহলে এটুকু বুঝতে পার না যে আমাদের কাছ থেকে দাম নিলে যদি তোমার অপমান বোধ হয় তাহলে তোমার কাছ থেকেও দান নিলে আমাদেরও অপমান বোধ হয়।”

এবম সময়ে গাড়ীখানি বাড়ীর কটকের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লক্ষ্মী কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সুরেনের অপমান বোঝাই হউক বা রাগ হউক সেও কোন কথা বলিল না। গাড়োয়ানকে বলিল “গাড়ী হাঁকাও।” লক্ষ্মী তখনও গাড়ীর ভিতর এবেশ করে নাই, কিরিয়া দাঁড়াইয়া গেল,

“গাড়ী হাঁকাবার দরকার নেই, ভূমি নাথ দিকি ?”

“কেন ? এখন আমি বাড়ী বাব রাত হয়ে গেছে ।”

“যেন তো । কেউ তোমাকে আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর যেতে বলচে না । গাড়ী ভাড়া কত হয়েছে ?”

“দেড় টাকা ।”

“তোমার কাছে দেড় টাকা আছে ?”

“আছে, কেন ?”

“দেখি, আমার দরকার আছে । ভূমি আগে গাড়ী থেকে নাম দিকি ।” সুরেন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং লক্ষ্মীর হাতে দেড় টাকা দিল । লক্ষ্মী সেই টাকাটা গাড়োয়ানের হাতে দিয়া বলিল, “বাবু হেঁটে যাবে, ভূই যা ।” গাড়ী ফিরিয়া গেল । সুরেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়াইয়া রহিল ।

সুরেনের দিকে ফিরিয়া লক্ষ্মী মুহূ হাসিয়া বলিল “তোমার এ দানে আমার অপমান হয় না বুঝলে ? আর এত বড়, মাহুদ নও ভূমি যে গাড়ী করে বাড়ী যাবে । বিট্টকে সঙ্গে দিচ্ছি হেঁটে যাও ।”

খোঁচের উপর খোঁচা খাইয়া সুরেন বেন কেমন ধারা হইয়া গিয়াছিল । বিট্টকে ডাকিয়া

আনিতে লক্ষ্মী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল ।

এমন সময় চপলা, প্রকাশ ও প্রকাশের আরও দু'একটি বন্ধু ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল দরজার নিকট সুরেনকে দেখিয়া সকলে হো হে করিয়া হাসিয়া উঠিল । প্রকাশ বলিল “এই যে ফিরিওয়ালা এখানে এত রাত্রে, কি মনে করে !” চপলা হাসিয়া বলিল “ফেরিওয়ালা কি রকম ! সুরেন আবার ফেরিওয়ালা হল কবে থেকে ?

আর একজন বলিল “তা জাননা বুঝ । সুরেন যে আজ কাল ক্রমাল টুমাল সব রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে বেড়ায় ।”

প্রকাশ বলিল, “একদিন ট্রামে উঠেও ফেরি কতে দেখেছিলাম ।” আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

লজ্জায় স্বর্ণায় সুরেন অতিষ্ঠ হইয়া সেখানে হইতে একাই প্রস্থান করিল । কাহাকেও একটা কথাও বলিল না ।

তখন বিট্টকে লইয়া লক্ষ্মীও সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল । সুরেন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিট্টকে তাহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দিল ।

ইহাদের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছিল । ক্রুদ্ধা এবং আহতা কণিনীর ভ্রাতৃ ইহাদের দিকে ফিরিয়া সে বলিয়া উঠিল, “আপনাদেরই মুখে একথা শোনা পায় প্রকাশ বাবু । আপনারা কেউ

বাণের পরসার বড় বায়ুযী কচ্ছেন, কেউ শব্দের
পরসার মবাকী কচ্ছেন, আবার কেউ বা পরের
বাড় ভেঙ্গে বায়ুয়ানী কচ্ছেন। সংপথে থেকে
বাবীম উপার্জন কি আনন্দ তা আপনাদের মত
হতভাগ্যেরা কি বুঝেন। আর দিদি, এদের
মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।
সঙ্গে বিশেষ ভূমিও উচ্ছন্ন গেছে। লক্ষ্মী আর

(ক্রমশঃ)

পরলোকের পরিচয়

(ঐ অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

প্রথম প্রসঙ্গ।

অবগত হওয়া যায়।

পরলোক কোথায়? মৃত্যুর পর মানব কি
পতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহ-জীবন ও পর-জীবনে
সম্বন্ধ কি? এই সকল গভীর তত্ত্ব কথা পাশ্চাত্য
জগতের বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকারে আলোচনা
করিতেছেন। তাঁহারা বখন আশ্চর্য অমরত্বের
পরিচয় পাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিশ্বাস
হইয়াছে যে, মৃত্যু বা দেহের বিনাশ মানব
জীবনের শেষ নহে। এই বিশ্বাসের বলে,
আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক প্রমাণের
দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর
মানবাত্মা পরলোকে অবস্থান করে, তাঁহাদের
সাক্ষাৎ লাভ করা অসম্ভব নহে ও তাঁহাদের
সহিত কথোপকথন করিয়া পরলোকের পরিচয়

যে সকল মহাত্মা বর্তমানকালে পরজগৎ-
বাসীদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছেন ও
তাঁহাদের রূপার পারলৌকিক জগতের সংবাদ
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মৃত্যু যবনিকার
অন্তরালে আশ্চর্য অভিনয় অবলোকন করিয়া-
ছেন, তন্মধ্যে মিষ্টার জন্ লব, এক, আর, জি,
এস মহোদয়ের নাম অত্যন্ত। ইনি ইংরাজ
সমাজে সামান্ত দরের লোক নহেন। এক সময়ে
পরলোকগতা মহারাজী ভিক্টোরিয়া উইন্সব'র
প্রাসাদে ইঁহাকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত
করিয়াছিলেন। ইনি আজীবনকাল পারলৌকিক
তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকবাসী
দিগের নিকট হইতে পরলোকের যে পরিচয়

পাইরাছেন তাহা অকপটভাবে লিপিবদ্ধ করিরাছেন। তদবলম্বনে আমরা “পরলোকের পরিচর” প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। শ্রম-ভূমি।

পরলোকের কথা বলিতে গেলে, প্রথমে শ্রম-ভূমির বৃত্ত মনে পড়ে। কারণ এই স্থানেই প্রথম ছাড়াছাড়ি, এই স্থানেই জড়ের বিনাশ ও ক্ষয়ের পরিবর্তন আরম্ভ হয়। জড়-জগতের ইহাই শেষ নীমা, শ্রম জগতের ইহাই আবার তোরণ দ্বার। এই শ্রম-রাজ্যের বিরাট সাম্য নীতি একবার আলোচনা কর। দেখ। তোমাদের সমাজে বেহের যে পৌরষ, বেহের যে সম্মান দেহ লইয়া যে অভিমানে, সে বেহের পরিণাম কি? যেখার রাজার দেহ, রাণার দেহ, ধনীর দেহ, ভিখারীর দেহ, পতিতের দেহ, দুর্ব্বলের দেহ, সাধুর দেহ, অসাধুর দেহ, ব্রাহ্মণের দেহ, চতালের দেহ—সকলেরই গতি এক। অতএব দেখ, দেহ লইয়া তোমরা পৌরষ কর, যে জড়-বেহের অভিমানে উন্নত হইয়া দলাদলি কর, সে বেহের পরিণাম কি? জড়-জগতের শেষ নীমার রাজা, রাণাল, ধনী, দরিদ্র, পতিত, দুর্ব্ব লকলকেই জড়বেহ ত্যাগ করিয়া স্বভাব তোরণ পথ দিয়া আত্মদানে বা শ্রম-জগতে

প্রবেশ করিতে হয়। সে জগতে তোরণ আত্মর পতিবিধি হইয়া থাকে, কারণ আত্মা অবিনাশী, তথায় তোমার জড়বেহ বাইতে পারে না, কারণ তাহা শ্রম-ভূমে ধ্বংস হইয়া যায়। মন ও বুদ্ধি লইয়া আত্মার বিকাশ; অতএব পরলোকে তোমার জড়-বেহের পরিবর্তে কেবল মানসিক বেহের বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব ইহ-জগতে তুমি যদি মৃত লক্ষ যুগা উপার্জন করিয়া কেবল বেহের সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাক, পার্শ্বব বনের অধিকারী হইয়া পদ-মর্যাদা ও সামাজিক পৌরষ পাইয়া থাক, পর-জগতে তাহা তোমার কোন উপকারে আসিবে না। কারণ তথায় সামাজিক বা পার্শ্বিক উন্নতির কোন মূল্য নাই, তাহা শ্রম-রাজ্যের বিরাট সাম্য নীতির শালন-মতে বিনষ্ট হইয়া যায়। তথায় মানসিক বৃত্তি লইয়া বিচার হয়, যাহার জন্মে বঁটটুকু পরিমাণে উচ্চ মানসিক বৃত্তি পরিষ্কৃত, তিনি পারলৌকিক সমাজে সেই পরিমাণে বাহ্যিক অমৃত্যু করেন। ইহ-জগতের সমাজে তোমাদের জড়-বেহের ভিত্তর আত্মা আবদ্ধ থাকে, মনের গতি চিন্তার স্রোত, বেহের আবরণে আবদ্ধাচিত থাকে, সুতরাং মহাপাপী ইন্দ্রিয় সেবা, অর্থবলে বা বিভাবলে, জড় জগতে পদ-মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মৃত্যুর পর যখন জড়বেহ রূপ আবরণ বা “বোলস” ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর পরলোকে প্রবেশ করে, তখন মানবের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ মনটাকে ঢাকা দিবার, বা মানসিক দেহের অবস্থা লুকাইয়া রাখিবার উপাদান তথায় নাই। সে উপাদান যে অশ্রু-ভূমে লয় হইয়া গিয়াছে। গায়ে যদি ক্ষত স্থান থাকে, তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ আচ্ছাদন অপসারিত করিলে সে ক্ষত চিরু লুকাইয়া রাখা কি সম্ভবপর? পরজগতেও মানব ঠিক এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই ইহলোকে যে সকল মানব গর্হ-মর্যাদা ও সামাজিক গৌরবে সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, অথচ স্বাধারের মনের অবস্থা নীচ, তাহারা পারলৌকিক সমাজে অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, আর ইহজগৎ সমাজে বাহ্যিক নীচ জাতীয় বা নির্ধন, অথচ উচ্চ মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন তাহারা পারলৌকিক সমাজে পরমানন্দে কালযাপন করেন।

সময়ে সময়ে “নিউটনের” সাহায্যে বা অন্তর্বিষ উপারে যে সকল দেহ-বৃত্ত আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রায় করিয়া এই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন কোন বোঙ্গী পুরুষ তাহাদের জীবিতের ক্ষতিবলে মৃত্যুর পর

মানব দেহের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই বঙ্গদেশে এক সময়ে কোন বোঙ্গী পুরুষ গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন। তথায় এককালে দুইটা দেহ তীরস্থ করা হয়। ইহার মধ্যে একজন সমাজে ধার্মিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও বহু লোকে তাঁহার গুণানুকীর্ণন করিত। অপর দেহটা কোন নীচ জাতীয় লোকের। যখন ঐ ধার্মিকের দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল, তখন তাহার পার্শ্বচরেরা তাহার সম্মানে গঙ্গা লাভ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ বোঙ্গী পুরুষ তদ্বর্শনে বিক্রপাত্মক হস্ত করিলেন না। ইহার কিয়ৎকাল পরে যখন নীচ জাতীয় দেহধারীর মৃত্যু হইল, তখন বোঙ্গী পুরুষের নয়ন হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাত্মক প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই বৈষম্য দেখিয়া কোন ভাবুক, বোঙ্গী পুরুষকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্বজ্ঞে সাধু বলিলেন—“বাবা। তোমার লুকাইব কিরূপে? তোমরা জড়ভবে যে স্বল্প অবয়ব দেখিতে পাও না, এবং বাহ্য দেখিতে পাও না বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না, আমরা বোঙ্গিবলে তাহা দেখিতে পাই। ঐ যে দুইটা দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হইয়া

হইয়া গেল, আমি তাহা স্বক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইল, তখন দেখিলাম উহার মানসিক দেহ কি জঘন্য বৃত্তিময়। তোমরা উহার সজ্ঞানে গলালাত হইতেছে ভাবিয়া আনন্দ করিতেছ আর আমি উহার আত্মার অযোগ্যতা দেখিয়া, ইহ-পরলোকের প্রভেদ অনুভব করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়াছিলাম। আর যখন ঐ নীচ জাতীয় মনুষ্য দেহের মৃত্যু হইল, তখন দেখি যে উহার মানসিক দেহ কি অপূর্ণ জ্যোতির্পর, কেমন বিমল ও পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ। তদ্বশনে আমি ভাবিলাম, হায়! জড়-জগতে বাহার দুর্গতি, নৃশ্ল জগতে তাহার কি অপরিণীম শাস্তি! এই চিন্তায় ভগবৎ ভাবের উদয় হওয়ার, আমার নয়নে অশ্রুপাত হইয়াছিল।”

এটা এবেশের ঘটনা; কিন্তু ঘটনাটি উদ্বেগের সহিত লব সাহেবের মতের ঐক্য রহিয়াছে বলিয়া এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা উদ্ধৃত হইল। অনেক এ ঘটনার কথা অবিস্মরণ করিতে পারেন, কিন্তু আত্ম-বিজ্ঞানবিদ লব সাহেব এই তথ্যটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে প্রমাণ অর্ধ শিক্ত, সহজ বিশ্বাসী-

বিপের নিকট প্রদত্ত হয় নাই, বিলাতের বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত কুটতর্কিকদিগের সমক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম, পর-জগতে আত্মার খেলা, মনের খেলা; জড়দেহের সহিত তথায় কোন সম্বন্ধ নাই। আর সেই মনের গতি অনুসারে তথায় আত্মার স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ বা সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহ-জগতেও কি আমরা সেই মনের প্রভাব দেখিতে পাই না? বাস্তবিক পক্ষে মন দেহের কর্তা, প্রত্যেক কর্ম করিবার আগে আমাদের মনে সেই কর্মের ছায়াপাত হয়। পরে মানসিক শক্তি উত্তেজিত হইলে শরীরের অবয়বগুলি সতেজ হয়, এবং প্রভু মনের আদেশ বুঝিয়া লয় ও তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ প্রতিপালন করে। নিজীবাবস্থায় ও অন্তান্ত সময়ের আবার দেখি যে, অবয়ব চালনা না করিয়া কেবল মানসিক চিন্তা দ্বারা আমরা ক্রম করিতে পারি। যথা—স্বপ্ন, ভ্রমণ, আহার ইত্যাদি, এবং আগ্রহ অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের চিন্তা ও তাহার উপলব্ধি। অতএব দেখা যাইতেছে, ইহ-জগতেও মানসিক চিন্তা দ্বারা জড়দেহ চালিত হয়। (ক্রমশঃ)

বিপ্লবীর ডায়রী

(শ্রীভদ্রত সিংহ চৌধুরী)

সে ছিল একটা ছোছনা খোওয়া চাঁদনী রাত। আকাশ নীলবসনে তার সমস্ত দেহ আবৃত করে কেবল তার চাঁদমুখ খানায় বেন নীল বসন টেনে দিতে ভুলে গেছিল। কোথাও কিছু ছিল না। চতুর্দিক নীরব নিখর। শুধু মাঝে মাঝে বাতাস কোন অদূরের পার থেকে কোন এক অজানা সঙ্গীতের সুরের রেশ তাসিয়ে নিয়ে এসে প্রাণের দ্বারে আঘাত করছিল। অদূরের একটা হাঙ্গাহেনার গাছ থেকে মুটো মুটো গন্ধ ফুড়িয়ে এনে ছুট বাতাস গায়ে মুণে ছুড়ে ছুড়ে মারছিল। একটু দূরের একটা প্রাকৃতিক রজনীগন্ধার গাছ মাঝে মাঝে একটু নড়েচড়ে বড়। স্তম্ভগণে বেন হাতছানী দিয়ে ডাকছিল—আয়, আয়, আয়। ঋতুরাজ তখনও এসে আকাশে-বাতাসে বনে-মনে মাঠে-বাটে তার প্রাণের লালসা আঙণ আলিয়ে দেন নি। কেবল আগে থেকে তার আশ্রয়ী পা'বার অস্ত্র একটা আপন তোলা কোকিলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে সেদিন সেই মাজ অদূরের কোন একগাছে—হয়ত বা কোন এক পুষ্কিত চম্পক বৃক্ষের উচ্চশাখে বসে সুরের লহরী

আকাশের পার ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় আলোছায়ার আলপনা দেওয়া পথ দিয়ে, কে এক জন, আমি বাঁধান বাটের যে সিঁড়িটার বসে ছিলাম তা'রই পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ না কিরিয়েও বুকেছিলাম—বাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম সেই।

বৃক্ষের রক্ত বড় ক্রত নৃত্য করে উঠল। এককণের বাহিরের সমস্ত কবিতা বেন এক নিমেষে অন্তরে গিয়ে ছাঞ্জির হলো। অনেক-কণ পর্যন্ত কোন কথা মনে ছিল না। সবস্তু অগতকে ভুলে গেছলুম। মনে ছিল না যে আমরা দুজন তরুণ তরুনী,—এমন ভাবে এমন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা অশোভনীয়। আমি বিপ্লবী, আমি একটা কঠোর কর্তব্য সম্পাদনার্থে এখানে এসেছি, সব ভুলে গিয়ে এক বদমায়ে বিচরণ করতে ছিলাম। সে রাজ্যে একপতের তাকা-গড়া, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, স্তার-অস্ত্রায়ের কোলাহল ছিল না। সেখানে একপতের ছোছনা ছিল না, ফুলের গন্ধ ছিল না, বাতাস ছিল না, বসন্ত ছিল না। সেখানে ছিল একটা অগত—সেটা বাহির নয় অন্তর। সেখানে ছিল

আলোচনা ।

বর্ণীয় জ্যোতি। সেখানে টাদের পরিবর্তে ছিল মুক্ত পরমাত্মা তারই পার্শ্ববর্তী অস্ত্র হাত ধরা-ধরি করে, আমরা ছুগুন তরুণ তরুণী নর, নারীরা রূপে পুরুষ আর প্রকৃতি। সেখানে নিয়ে যেতে পারিনি আমাদের দেহ—সেখানে নিয়ে গেছলুম আমাদের উভয়ের একটি মিলিত পবিত্র আত্মা। সেখানে বসন্ত পরিবর্তনশীল নয় কিন্তু চিরবসন্ত বিরাজমান।

হঠাৎ বসন্ত ভেঙে গেল। মনে পড়ে গেল এসব ভাববার এখনও সময় আসেনি। সম্মুখে যে আমার অসীম কর্তব্য—আমি যে বিপ্লবী, আমি যে অস্ত্রের ধ্বংসের অস্ত্র হাতে নিয়েছি প্রলয় বিবাহ, পরাবীণ অগতকে মুক্ত করবার অস্ত্র বহিষ্ঠার মত অস্ত্র পঞ্চ করেছি পণ। আজ যে এখানে এসেছি মস্ত বড় একটা কর্তব্যের বোকা মাথায় নিয়ে। আমি যে এসেছি আজ এখানে সমস্ত সুখ আশা নিজ হাতে বলি দিয়ে যেতে। আর ত একগতে আমার সুখ বলে কোন জিনিষ থাকবে না। এখন থেকে সারা-জীবন বয়ে বাবে একটা নীরস কঠোর কর্তব্য। তিনি বলদের মত সারা ছুনিয়ার অস্ত্র বয়ে নিয়ে যাব মধু আর আমার অস্ত্র রইল শুণ্ড পিঠের ও পরের বোকা। তাই ভাল এ ছুনিয়ার সুখ ক'দিনের, কর্তব্য তির যিনের। তারই ওপর

বণ্ডায়মান থাকতে হবে অসীম অনন্ত কাল। তারই অস্ত্র প্রেরকে ছেড়ে প্রেরকে ধরব। স্নেহের নিগড়কে ছিঁড়ে কেলে দিয়ে আজ আমি মুক্ত হব। কিন্তু হায় সেদিন কত বড় ভুলই করেছিলাম। কত অসাধ্য সাধনই করতে গেছিলাম। সেদিন জানতাম না যে স্নেহের নিগড় তৃণের চাইতে বৃহৎ কিন্তু আবার বজ্রের চাইতেও কঠোর। তাই বোধ হয় এত করেও মনকে সেদিন ঠিক করে বুঝিয়ে উঠতে পারছিলাম না, কোথায় যেন একটা বড় ব্যাধা বাজছিল বড় খচ্ খচ্ করে উঠছিল। যে জিনিষটাকে পনের বছর ধরে বুকের রক্ত খাইয়ে পরিবর্জিত করেছিলাম সেটাকে আজ এমন নির্দয় ভাবে চানবার চেষ্টা করতেই মনটা তোলা পাক করে উঠল, প্রাণটা আছড়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু বাইরে সে ভাব একটুও প্রকাশ না করে বড় শক্ত হয়েই বা বলবার ছিল তা মনিকে বললাম। সুখটা গ্রামোক্তনের মত সব কথা ভুলি বড় জোরের সহিত প্রকাশ করে গেল যে আর আমার তাকে ভালবাসবার উপায় নেই। আর তাকে আমার স্বপ্নের স্থান দেবার উপায় নাই। আমি যে বিপ্লবী। বিবাহ যে আমাদের অসম্ভব। সে বেন অপর কারোকে বিবাহ করে সুখী হয়। আমার অস্ত্র

যেন আর বুঝি কষ্ট করে না । আমার যেন
ভুলে যেতে চেষ্টা করে ।

এক বলা যায় ? উঃ কি ভীষণ কথা ।
তবু মরিয়া হয়ে বলে ছিলাম কিন্তু সেদিন ।
বড় শক্ত হয়েই বলেছিলাম । কিন্তু সেদিন
প্রাণের ভিতর বধন অসহ্য হাতনা অকৃতব
করছিলাম তখনও মুখে তার চিহ্ন কিছুমাত্র
প্রকাশ করিনি । কলজেটা বধন ছিঁড়ে যেতে
চাই ছিল তখনও মুখ তার কাজ বেশ ভাল
করেই করে যাচ্ছিল । একটুও ভুল করেনি ।
এই ত চাই—এই ত বিপ্লবী । কর্তব্যই যে
বিপ্লবীর সব, রেহ-মমতা দয়া ভালবাসা
তোমার কিছুই নাই । তোমার আছে কেবল
মাত্র কর্তব্য । আবার সে কর্তব্য তোমার কাছেও
নাই, আছে ওপরওয়ালার আদেশের মধ্যে ।
ভূমি যে সৈন্ত । আদেশই তোমার সব ।
প্রাণপণে আদেশ পালন করাই তোমার এক-
মাত্র কর্তব্য । তাতে জীবন বলি দিতে হয়
তাও আচ্ছা ।

বলে ত ছিলাম অনেক শক্ত হয়ে কিন্তু লাভ
হলো না কিছুই । মনির ছুটি সামান্য ছোট
কথা সমস্ত তর্ক সমস্ত যুক্তি সমস্ত কর্তব্যের
শাসন ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল । সে কেবল বলে
আমাকে মাকি তার ছাড়বার উপায় নাই ।

বিয়ে না হয় না হবে কিন্তু ভালবাসা যাবে না ।
হুজুমেই তিরদিন হুজুমাৎকে ভালবাসবে । কেউ
আব কোন দিন বিয়ে করবে না । তারপর
সে চলে গেল কোন কথা আর আমার বলবার
অবসর দিলে না । আমি পারারাত সেখানে শুয়ে
শুয়ে কাটিয়ে দিলাম ।

তারপর যা হবার তাই হলো আমি বন্দী
হয়ে এলাম এই আশ্চর্য্যমানে আর সে একটা
মেয়েভুলে চাকরী নিয়ে গেল নোয়াখালিতে ।
তারপর ত এক ছুই করে পাঁচ পাঁচটা বছর
কেটে গেল । তাকে আমি অনেক করে খুঁজিয়ে
দেখেছি কিন্তু সে কিছুতেই আর বিয়ে করল না ।
এখন ঠিক করেছি আর সে অহুরোধ করে তাকে
আর কষ্ট দেব না । সেই আমার জী আমিই
তার স্বামী । আমরা স্বামী জীতে উত্তরে উত্তরকে
চির কাল এমনি চুরে খেঁকেই ভালবাসব ।
চক্রবাক চক্রবাকীর মত আমি পরজন্মের উবার
আলোকে তাকে পাবার জন্য বসে থাকব এই
বকোপসাগরের এপারে আর আমার জন্য সে
থাকবে ওপারে । চিরবিরহ নিয়ে এলীবনের
অন্ধকার নিশাট কাটিয়ে যাব । এই চিরবিরহই
অনাখিল প্রেম প্রসব করবে । তারই কলভোপ
করব যদি অস্ত্রকোন অস্ত্র থাকে, যদি অস্ত্র কোন
লোক থাকে সেখানে ।

কামরূপে পাল নৃপতিগণ

[আসন্ন পর্যটক—ঐতিহ্যভূষণ যোব চৌধুরী]

“পালয়তি ইতি পালঃ।” রাজা তাই তুপাল, ক্রিতিপাল নামে খ্যাত। পালবংশীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কোন কোন নৃপতির কামরূপ অধিকারভুক্ত ছিল—হুঃখের বিষয় তৎসমুদয় বৃত্তান্ত অজ্ঞাবহি ভ্রমসাক্ষর্য শুধায় নিপতিত। প্রাপ্ত তাত্ত্বশাসন ও প্রাপ্ত লিপিসমূহের অর্থালোচনা ব্যতীত এই রাজবংশের বিশেষ কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাকবি বনরাম (১) চক্রবর্তীর “ঐধর্মমঙ্গল” এবং সঙ্ক্যাকর নন্দী বিরচিত “রামচরিতে” পাল রাজগণের যেটিমুটি বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনার বিবরণ লেখা অপেক্ষা ঐধর্মমঙ্গলে কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করা বনরামের প্রধান অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। গোড় কবি সঙ্ক্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্য খানি এলিয়াটিক সোসাইটির যত্নে মুদ্রিত হইবার পর তাত্ত্বশাসনোক্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসমূহ সাধারণের যোগ্য হয় হইয়াছে। প্রাপ্ত লিপি ও

তাত্ত্বশাসনের পর্য্যালোচনার দ্বারা পালরাজগণের বৈ-বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

১ম পোপালদেব (১)

ধর্মপাল (২)

বাকপাল

ত্রিভুবন পাল দেবপাল (৩)

জয়পাল

১ম বিগ্রহপাল (৫)

রাজ্যপাল ১ম পুরপাল (৪)

নারায়ণপাল (৬)

রাজ্যপাল (৭)

২য় পোপাল (৮)

২য় বিগ্রহপাল (৯)

১ম মহীপাল (১০)

(১১) নয়নপাল

হিরপাল

বসন্তপাল

(১২) ৩য় বিগ্রহপাল

(১৩) ২য় মহীপাল (১৪) ২য় পুরপাল (১৫) রামপাল

(১৬) কুমারপাল

মদনপাল (১৭)

৩য় পোপাল (১৮)

(১) বনরাম—বর্দ্ধমান জেলাবাসী গৌরিশঙ্কর চক্রবর্তীর গুরুসে এবং সীতাহেবীর গর্তে ই’হার জন্ম হয়। কবি বরং বলিয়াছেন, “ঐধর্মমঙ্গল রচনার আরম্ভকাল অগণ্য নাই, তবে ১০০০ খ্রিঃ অব্দে অগ্রহারণ মাসে উহা সমাপ্ত হয়।” বনরামের রচনার মধ্যে কেবল ঐধর্মমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত রামচরিত কাব্যে বারেন্দ্র ভূমিই পাল রাজগণের “জনক ভূমি” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । সুতরাং পাল রাজগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই । কথোপী নামক স্থানে প্রাপ্ত বৈষ্ণবদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, পালবংশীয় নৃপতিগণের আদিপুরুষ স্বর্ধ্য বংশীয় ছিলেন :—
এতদন্ত দক্ষিণভূশো বংশে মিহিরন্ত জাতবান্

পূর্ব্বং ।

বিগ্রহ পালো নৃপতিঃ সর্ব্বকার্জি সংগিহঃ ।

তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক ।

সাহিত্য সত্ৰাট বঙ্কিম বাবু বলেন, “এই পালেরা এলিয়ার তৈমুর বংশের জায় এবং ইউরোপের বুর্কো বংশের জায় নানা দেশ জয় করিয়া সেখানে রাজত্ব করিতেন ।” পাল-বংশীয়েরা বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রধান রাজকর্মে নিযুক্ত করিতেন ।

পালবংশীয় নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত ভারত ইতিহাসের এক অধ্যায় জুড়িয়া আছে । তাঁহাদিগের বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও একটা ইতিহাস খাড়া করিতে হইলে এই বংশীয় যে কয়জন নৃপতির মোটামুটি বিবরণ আবশ্যক, আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে সেগুলি উপহার

দিব । পালবংশীয় যে সকল ভূতি কামরূপ রাজ্য আক্রমণ ও তথায় আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াস পাওয়াছিলেন প্রস্তর লিপি ও প্রাপ্ত তাম্রশাসনে মধ্যযুগে (১) ধর্ম্মপাল, (২) দেবপালের আদেশে তদীয় অমুজ জয়পাল, (৩) রামপাল দেবের সেনাপতি মারণ, এবং (৪) কুমার পাল দেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈষ্ণবদেবের নাম অবগত হওয়া গিয়াছে ।

গোপাল—

প্রস্তর লিপির মধ্যলোচনার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই বংশের আদি রাজার নাম গোপাল । তিনি ভদ্ররাজ দ্বিতীয়া দোদ দেবীর পাণিগ্রহণ করেন । এই দোদ দেবীর গর্ভে সুবিখ্যাত ধর্ম্মপালের (১) জন্ম হয় । তদ্বর্তীয়া ঐতিহাসিক ভারানাম্মপ্পট্ট লিখিয়াছেন, “পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রথমে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে যশস্ব অধিকার করিয়াছিলেন গোড় রাজমালা পাঠে অবগত হওয়া যায়, ‘পাল রাজবংশের শাসন দণ্ড পরিচালিত হইবার পূর্বে সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল । এই সকল দেশের উপর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য না থাকায় দেশ একবারে

(২) ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন—Ephigrphica Indica Vol iv, P. 120.

অরাজক হইয়া পড়িয়া ছিল। তৎকালে দু'বিল প্রজাপুঞ্জ নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারিবে - ভাষ্যতঃ
সংল-কবলে নিপাতিত হইতে ছিল। (৩) তাহার গোপাল দেবকে নির্বাচিত করিয়া রাজ-
বাহাতে দেশে 'মাৎস-ভায় বিদুরীত হইয়া পদে অভিসিক্ত করিয়াছিলেন।" ক্রমশঃ ।

মালবিকা

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

২য় দৃষ্ট ।

রাজমভা ।

মহারাজ অগ্নিমিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট ।
পশ্চাতে মন্ত্রী পত্র হস্তে দণ্ডায়মান - দূরে পরিজন
বর্গ অবস্থিত ।

অগ্নি-আর্য্য বাহতক ! বিদর্ভরাজের অভি-
প্রায় কি ?

মন্ত্রী-দেব ! আশ্র বিনাশ ! পতঙ্গ যেমন
অলস্তু আগুনে কঁপিতে যায় ধ্বংসের আনন্দে
উদগত হ'য়ে আত্মাহুতি দেবার জন্য ; বিদর্ভ-
রাজও তেমনি মহারাজের শৌর্য্যগ্নিতে আপনাকে
আহুতি কুতলভঙ্গ দিতে হয়েছেন ।

রাজা-তিনি এগন কিল্পণ সর্থে সন্ধি
করিতে চান ?

মন্ত্রী-তিনি লিখছেন—(পত্র পাঠ)

(৩) দৌড় রাজমালার এইরূপ অবস্থা "মৎস-ভায়"
নামে উক্ত হইয়াছে ।

"পুণ্যপুঞ্জ পিতৃবিত মহাবল পরাক্রমশালী রাজ শ্রী
মহারাজ অগ্নিমিত্র অখণ্ড প্রবল প্রতাপেশু ।

সবহমানমাবেজনম
মহারাজ,

আমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধব সেন মহা-
রাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত
হইয়া মহারাজের নিকট গমন করিতে ছিলেন ।
পশ্চিমগো আমার আদেশে আমার অন্তপাল
তাঁহাকে বন্দী করেন । এই সকল কথা বোধ
হয় মহারাজের জানা আছে । মহারাজ আমাকে
আদেশ করিয়াছেন যে, মাধব সেনকে সসম্মানে
মুক্তি প্রদান করিতে হইবে, এবং তাঁহাকে বন্দী
করিবার সময় তাঁহার ভগিনী সহসা নিরুদ্ধিষ্ট
হইয়াছেন - তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির
করিতে হইবে ।

মহারাজের আদেশ আমার শিরোধার্য্য ।
কিন্তু আমার একটা অনুরোধ এই যে, ইতঃপূর্বে

মহারাজু আমার প্রধান মন্ত্রীকে বন্দী করিয়াছেন
তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে সন্মানে মুক্তি দিতে হইবে।
মহারাজের আদেশের আশায় রহিলাম।

ইতি—

প্রণত

রাজকুমার সেন

বিদর্ভরাজ্য ।

রাজা—ও! কি স্পর্ধা! বাহতক! এই
বিদর্ভরাজের কি এতটুকুও মর্যাদাজ্ঞান নাই
আমার সঙ্গে সে কিনা বন্দী বিনিময়ে সন্ধি করতে
চায়? শুনলে হাসিও পায়, হৃৎকণ্ড হয়। মন্ত্রী এই
রাজানামের অযোগ্য নিভান্ত অপোগণ্ড বালক
আমার সম্ভাব-মন্ত্র প্রতি কার্যোই দেখে
আসুছি যে এ আমার ছলে কিংবা কোশলে
প্রতারণিত ক'রে নিজের ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার
করতে চায়। একে অনেক দিন বালক বলে
উপেক্ষা করে এসেছি। আর প্রাণয় দেওয়া উচিত
নয়। শত্রু বলেন রোগ, মন্ত্র আর ষণ অস্ত্র
হ'লেও উপেক্ষার যোগ্য নয়। এদের সমূলে
• উৎপাটিত না করলে প্রতি পদেই বিপদ ঘটবার
সম্ভাবনা। তাহ'লে তুমি এখনি বীরসেনকে
পঞ্চাশ সহস্র সেনা নিয়ে বিদর্ভরাজের বিপক্ষে
অগ্রসর হ'তে আদেশ কর। কি বল মন্ত্রী,
কি কিছুই আপত্তি আছে?

মন্ত্রী—মহারাজ এ বিষয়ে কি আর কারও
কোন আপত্তি থাকতে পারে? তাছাড়া এই
বালক অল্পদিন মাত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
এখনও সে প্রজাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেনি।
সুতরাং একে নবজাত শিশিলবুল বিটপী-
শিস্তর মত এখন একে অনায়াসেই পশুকে
উৎপাটিত করা যাবে। একে ধ্বংস করবার
তো এই উপযুক্ত অবসর।

রাজা—বাহতক, দেবী কোরো না। বীর-
সেনকে শীঘ্র প্রস্তুত হ'তে বল।

মন্ত্রী—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ—(স্বগতঃ) মহারাজের আদেশ আমার
উপর, যে যাতে তিনি মালবিকার সঙ্গে চোপো-
চোপি দেখা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।
মহারাজ রসিক বটেন। তা আমিও এক কন্দী
এটেছি। হাক! শেবকালে বেরালের ভাগ্যে
শিকে ছিঁড়ে “মধুরেশ সমাগয়ে” হলেই হল।
আমরা ত কেবল “মিষ্টান্ন মিতরে জনা”র বলে।
প্রেমের ব্যার কোন কালেই ব্যরিনে। পেটলব্দ
লোক এই গোড়া পেট নিয়েই বেহাশ।
আমাদের যত প্রেম সেই খেতবরণ, কোবলুঙ্গী
অর্জুনাশ্রুতি, শ্রামবর্ণ কদলী পত্রোপরি সংস্থিত।

প্রিয়া চন্দ্রপুত্রির সঙ্গে। তাইত! সেই কোন
 তোর বেলার বেরিয়েছি, আর এই প্রায় এক
 প্রহর বেলা হ'তে চললো কেউ একবার ডেকে
 জিজ্ঞাসিত করলে না, ঠাকুরের আহার হ'ল
 কি না! পা ত' আর চলতে চায় না। পায়েরই
 বা আর অপরাধ কি? এই সর্কানয়নশ্রেষ্ঠ
 উদর মহাশয় ষাটশ বণ্টা কোন রূপ টঙ্কন পাননি
 স্তম্ভরাং হাত পা এখন স্তম্ভরা পিসির মত পেটের
 মধ্যে ঢুকতে চাইছে। এক আশ বণ্টা নয়
 একেবারে ষাটশ বণ্টা বিচ্ছেদ! এ অশঙ্ক!
 তা বিঘাতঃ! নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! তোমার কি বাণী
 একটু দয়ামায়াও নেই! আহা! প্রিয়ার
 কথা এক একবার মনে হচ্ছে আর শোকবারি
 নয়ন পর্যন্ত উথলে উঠতে না পেরে জিহ্বা
 দিয়েই গড়িয়ে পড়ছে। রাজ্যের লোকগুলোর
 ও একটু দয়া বর্ষ্য নাই। রাজ্য মধ্যে যে একটা
 ব্রাহ্মহত্যা হয় সেদিকে কোন ব্যাটা বেদিকের
 যদি এতটুকু হ'ল থাকে? আর রাজ্যটা ত
 পাগল। “মালবিকা”! “মালবিকা!” করেই
 পাগল। আর আমি বেচারী যে খেটে খেটে
 আর না খেয়ে মারা গেলুম সেদিকে একেবারেই
 নজর নেই। গোলায় যাক এই হতভাগা রাজা
 আর গোলায় যাক এর রাজ্য।

রাজা—কি হে বন্ধ! সকাল বেলাই যে

গোলায় যেতে আশীর্বাদ করছ; কেন বল
 দেখি? হ'ল কি?

বিদু—(সম্বরে) (স্বগতঃ) এ কি! এ যে
 মহারাজ নিজে! ওরে বাবা দেখতে না পেয়ে
 কি সর্কানয়ন করলুম। (প্রকাশ্যে) দোহাই
 মহারাজ! আমার কোন অপরাধ নেই। বার
 বণ্টা না খেতে পেয়ে পেটে অজছে বক্রিশনাড়ীতে
 টান পড়েছে কি বলতে কি ব'লে ফেলছি,
 মহারাজ দোহাই আপনার। ব্রাহ্মণকে শূলে
 ধেবেন না। এই পরীব ব্রাহ্মণের উপর নেক-
 নজর করবেন না। দোহাই আপনার মহারাজ।
 আমার কাঁদতে কেউ নেই মহারাজ।

রাজা—দূর পাগল! ব'ল এইখানে।
 আমার সে কাজের কি হ'ল?

বিদু—(সানন্দে লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক) মহারাজ
 মার দিয়া। কেলা কতে! আপনার তো
 কাম ক'তে! কিন্তু—এদিকে [পেটে হাত
 রাখিয়া]—

রাজা—[সাগ্রহে] আন্তে! বন্ধ আন্তে;—
 কি বাপার বল দেখি? কেলা কতে কি রকম?
 বিদু—[মহারাজের কর্ণে কিছু বলিলেন]

রাজা—সাদু গৌতম! সাদু! তবে না
 কে ব'লে তোমার বুদ্ধি নেই। এরকম বুদ্ধি
 বোধ হয় বাহতকের মাধ্যমেও খেলেন না। আমি

এখন তোমার ক্ষত্র চন্দ্রপুর্লি আন্তে লোক পাঠাচ্ছি ।

বিদু—শতংজীবতু । মহারাজ ! শতংজীবতু । আজ আপনি আমাকে যেরূপ তৃপ্তি প্রদান কর্তে চলেছেন এরূপ তৃপ্ত বোধ হয় জীবনে কখনও হই নি ।

(নেপথ্যে বাদ্যমুবাদ—থাক থাক ! আর যতজুরি দেখাতে হবে না ! বিদ্যে আমার ত অভ্যাস নেই ! কে বড় কে ছোট মহারাজই তার বিচার করবেন)

রাজা—সখে গৌতম ! তোমার কাজের ফল কলতে আরম্ভ হয়েছে । দেণা যাক কত-র গড়ায় । তোমার নীতি-রক্ষা খুব ফুল রেছে । বস্ত্র, শস্ত্র—চন্দ্রপুর্লির প্রভু !

বিদু—কল ও ধরে এই । মহারাজ মিষ্টারটা দীর্ঘ আনাবার ব্যবস্থা করুন আর—আর ত সমতে পারি না । (উদরে হস্ত প্রদান) ।

(কঙ্কুর প্রবেশ)

ক—মহারাজের জয় হোক । মহারাজ ! শ্রী মশহিএর কাছে শুন্লাম মহারাজের আদেশ শালন করা হ'য়েছে । আর, নট্টাচার্য্য গণদাস ও হরদত্ত দুজনে মিলে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে ছারে দাঁড়িয়ে আছেন ।

রাজা—তাঁদের নিয়ে এস ।

কঙ্কুরী—যে আজ্ঞা মহারাজ !

(কঙ্কুরী প্রস্থান ও পুনরায় উভয়কে লইয়া

প্রবেশ)

উভয়ে । মহারাজের জয় হউক ।

রাজা—স্বাগত ! আপনারা আসন পরিগ্রহ করুন । এখন তো আপনারাদের শিষ্যদের অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় । এ সময়ে কিঞ্চিৎ আপনারা একসঙ্গে এখানে এসেছেন ! ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না তো ?

গণ—আগে আমাদের বক্তৃতাটা শুনুন । মহারাজ ! আপনি জানেন—আমি সঙ্গুরর কাছে অভিনয় কলাবিদ্যা হিসাবে অভ্যাস করেছি । মহারাজও আমাকে অভিনয়শিক্ষার নিযুক্ত করেছেন । আর মহারানীও আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ করে থাকেন । এ ছাড়া—

রাজা—(হাসিয়া) এ সব তো আমার জানাই আছে । তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ? এত গোঁচরিকাই বা কেন ? ব্যাপারটা কি বুঝেই বলুন না ।

গণ—আজ, হরদত্ত পুঁচ জনের সাহায়ে আমায় এই বলে অপমান করেছে যে আমি ওর পায়ের ধুলারও সমান নই । তা কি সত্য ? (হরদত্তের প্রতি রোষকবান্বিত নয়নে দর্শন)

হরদত্ত—মহারাজ ! গণদাসই আগে আমার

অপমান করেছে। এ যত্ন তখন যার তার কাছে বলে থাকে যে, ওতে আমাতে সমুদ্র পঙ্খলের তফাৎ। বর্ষাঙ্গের কাছে আনার অনুরোধ, যেন মহারাজ আমাদের উভয়কে পরীক্ষা করে কে বড় কে ছোট তার মীমাংসা করে দেন।

বিদু—ভাল ভাল, সমুদ্র বটে। কই মহাবাজ, চন্দ্রপুলির এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

গণ—চন্দ্রপুলি? সে কি?—(সকলের হাস্য)

বিদু—আপনি বুঝবেন না এ সব।

গণ—আজ্ঞা, ভাল কথা, মহাগাজ! আগে আমার কথাটা মনে তেবে দেখে তার পর বিচার করতে আজ্ঞা হোক।

রাজা—দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না। আমি গৃহে যাই।

এক কিছু স্থির করলে মহাদেবী—এ বিষয়ে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। স্মরণে পণ্ডিত কৌশিকী ও তাঁহার সম্মুখেই এ বিষয়ের বিচার হওয়া ভাল।

বিদু—আজ্ঞা! মহারাজের কথাগুলি যেন কীরে ডেলা—যেমন সমুদ্রপূর্ণ তেমনি মিষ্ট। [উৎসুকভাবে অন্তঃপুরের দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত]।

রাজা—(কক্কুর প্রতি) মৌদালা! উপস্থিত ঘটনা নিবেদন করে পণ্ডিত কৌশিকী ও দেবীকে অন্তঃপুরের মন্ত্রণাগৃহে আহ্বান কর।

কক্কুরী—যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান]

রাজা—আমুন আমরাও অন্তঃপুরের মন্ত্রণা-

গৃহে যাই। [সকলের প্রস্থান]

আশুতোষ বন্দনা

(ঈশ্বরামহার বেদান্ত শাস্ত্রী)

বন্দিতে ঐশ্ব্যতোষ	কর্ষবীর মহাপ্রাণ	দেবতা হে ত্রাণে	.. সর্ব কর্ণে আশ্রয়ান্।
বজ্র ভারত পৃথিবী আজি...	তব শোকে স্রিয়মান্।	বিশ্বের কণ্ঠেছ বশ	.. বিচারে রেখেছ বশ।
(গর্ক) গৌরব হে (ভূমি) বাংলার ...	(রক্ত) রতন্	একাধারে নবরস	.. কে আছে তব অপমান?
	ভূমি এসিয়ার।	হে দেব এ মর ভবে ..	তব না মরণ হবে।
বীর ওহে বসুধার	ওহে সর্ব বিরাজমান্	কীর্তি যার সেই হবে	কোথা তাঁর তিরোধান।
	(তেজের ভূমি মুর্ত্তিমান্)	বজ্র ভারত বস্ত্র আজ	দেছ নব আলোদান,
শীর্ণাভি তুমি জানে	.. স্মেরু ভূমি মানে।	পাবে ততদিন ভবে	তবদেব বশোপান।

কোহিনুর বা ভারতভাগ্য •

পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

(জিগিরীক্ষনাথ যুগোপাধ্যায় বি-এ, এম-ডি)

কোহিনুর ত্বা তাঁহার ক্ষদ্রে এরূপ প্রবল হইল যে অচিরে বহুসৈন্য সমভিযাহারে মেঘনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিয়া শত্ৰুগণের মনোমুগ্ধকরণের ভীষণরূপ ইমাম রিজার কবর দর্শন করিতে যাইতেছেন এইরূপ মিথ্যা জনরব রটাইয়া দিলেন। আগা মহাম্মদ সৈন্যে সহজেই নগরভাঙ্গুরে প্রবেশ করিয়া ইমাম রিজার কবরে প্রার্থনা করিলেন এবং অবিলম্বে ছলনা পরিত্যাগ পূর্বক অন্ধ রাজা সাহরুথ সমাপে কোহিনুর দাবী করিলেন। সাহরুথ যত কোহিনুর প্রদান করিতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন, আগা মহাম্মদ তাঁহাকে তত নানা-বিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে অনেকেগুলি মণিমাণিক্য প্রাপ্ত হইলেও আগা-মহাম্মদ অধিকতর : নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দ্বারা কোহিনুর লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে এরূপ অত্যাচার করিল যে তাহা বর্ণনা করিতে ও ঘৃণা বোধ হয়। সেই অসহ্য অন্ধ রাজার মন্তক-মুণ্ডন করিয়া তাঁহার শিরোদেশে কোন পিষ্ট ত্রণের একটী নকল শব্দপ্রাণ পরাইয়া দিল।

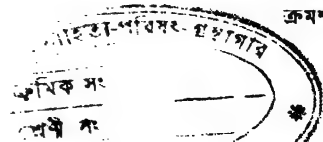
আব নরায়ণ আগামহম্মদ, হতভাগ্য সাহরুথের, মন্তকোপরি এরূপ তৈলাগার স্থাপিত করিয়া তদুপরে ক্রমাগত উষ্ণতৈল ঢালিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সাহরুথ আত্মদগ্ধ কবিত্তে লাগিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই হীরকের কি অপার মহিমা, তত্রাপি তিনি কোহিনুর চৌক অর্পণ করিলেন না। অন্ধ নৃপতি এইরূপ মূগ্ধ অত্যাচারে একাবারে শয্যানাগ্নী হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণনাশ বহির্গত হইল না।

আফগান রাজ্য সংস্থাপক আহাম্মদ সাহ এই রূপনিষ্ঠুর আচরণের সংবাদ কর্ণগোচর করিলেন। ১৭৫১ খৃঃ অঃ—তিনি সৈন্য পারস্ত যাত্রা করিলেন এবং বিজোহীদিগকে দমন করিয়া সাহরুথের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার কন্যার সহিত নিজপুত্র তৈয়ুর সাহর বিবাহ দিলেন। অন্ধনৃপতির নিকট কোহিনুরের কোন মূল্য নাই তাহিয়া আহাম্মদ সাহ তাঁহার নিকট হইতে কোহিনুর প্রদণ করেন। (১৭৫২ খঃ অঃ) তৈয়ুরকে জীরাটে, এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে কান্দাহারে শাসন কণ্ডা

নিয়োগ করিয়া নিজে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৈমুর সাহ কাবুলের সিংহাসন আরোহণ করেন ও কোহিস্তর লাভ করেন। ১৭২৩ খৃঃ অঃ তৈমুর সাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমান সাহ কাবুলের সিংহাসন ও কোহিস্তর প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক বৎসর রাজত্বের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মামুদ তুমান সাহকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া বিভাঙিত করেন তুমান সাহ এক সেনাপতি আশীকের শরণাগত হন। আশীক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তুমান সাহকে বন্দী করেন। তুমান সাহ তাঁহার কারাগৃহের এক দেয়ালের ফাটালের মধ্যে কোহিস্তর হীরক, এবং অস্ত্র ধারা পঠ করিয়া মৃত্যুকাতাগুরে অস্ত্রাস্ত্র ধনস্ত্র লুকায়িত রাখেন। নিষ্ঠুর মামুদ ভ্রাতা তুমান সাহকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেন ও কোহিস্তর হীরক প্রার্থী করেন। কিন্তু তুমান সাহ বন্দী অবস্থায় আগমন কালে এক নদীতে কোহিস্তর প্রক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত্র করেন। দুই বৎসর পরে তুমান সাহর তৃতীয় ভ্রাতা মুলতান সুজা মামুদকে সিংহাসন হস্তে বিভাঙিত করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুমান সাহর অনুমতি লইয়া স্বয়ং কাবুলের অধীশ্ব

হইলেন। ১৮০২ খৃঃ অঃ পেশবার সাহায্যের সহিত এলফিনষ্টোনের সাক্ষাৎ হয়। সাহ সুজা একটা ত্রেপলেটে কোহিস্তর ধারণ করিয়া ব্যবহার করিতেন। একদিন এলফিনষ্টোন হীরক দেখিয়া ট্যভারনিয়ার কর্তৃক অস্তিত্ব হীরক বলিয়া বিশ্বাস করেন। সাহ সুজা মামুদের নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবেন বলিয়া মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুমান সাহ এতদ্বিধা নির্দিষ্ট কার্য্য করিতে তাঁহাকে নিবেদন করেন। তুমান সাহ স্বৈচ্ছায় “কোহিস্তর কোথায় গোপনে রক্ষিত আছে” স্রজকে সেই সংবাদ প্রদান করেন এবং ১৭২৫ খৃঃ অঃ সাহা সুজা কোহিস্তর অধিকার করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর মামুদের প্রতি এত দয়ার জন্য তুমান সাহকে আবার বিপদে পড়িতে হইল। কারাগার হইতে মামুদ পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিলেন। সাহ তুমান ও সাহ সুজা নিরুপায় হইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে আশ্রয় নিক্ষেপ করিলেন। সাহা সুজা পেশবার হইতে কাস্মীরে গমন করিলেন। এবং তথায় আগা মগান্নদ সাহ সুজাকে বন্দী করিলেন।

ক্রমশঃ ।



কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভক্তিরত্ন ত্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

সাধক-চরিত্রের অপূর্ণ চিত্র—তাত্ত্বিক-সাধনার নিগূঢ়-রহস্য

ভার্মানীচের সেই বীজ-সাধক

বামা ক্ষেপা।

সাধক-চূড়ামণি বামা-ক্ষেপার অপূর্ণ
জীবন-কাহিনী—ঠাঁহান অত্যাশ্চর্য্য অমাতৃষী
ক.বাবলী পাঠ করিলে বিস্মিত ও বিমোহিত
হইতে হয়। ভক্ত-হৃদয়ে ভাবের প্রস্রবণ
উৎসিত হইবে—হৃদয় ও মন গজাবারি-
বিনোদ পুষ্পের জ্যায় পবিত্র হইবে। এই
সাধক-শ্রেষ্ঠ বামা-ক্ষেপার নাম আজ কাহারও
অবিদিত নাই।

বর্ষে বর্ষে কত সাধক, কত ভক্ত বামা-
ক্ষেপার সাধন-স্থান—ভার্মাপীঠ দর্শনে যান
—তার পূর্বে সেই মহাত্ম্যার অলৌ-
কিক জীবনী, একবার শাউ
কল্পনেন। জীবন ধন্য হইবে, পুণ্যের
পবিত্র জ্যোতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে ;
নক্ষত্রতা দূরে যাইবে সংসারের আবর্জ্জনা
বিদূরিত হইবে। বাঙ্গালী ধন্য। এই গ্রন্থের
এত আদর হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ—বহু
চিত্র-শোভিত

অনেক নূতন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত
হইয়াছে। বাঁহার জীবনের এক এক দিনের

এক একটি ঘটনা, এক একটি কার্য্য স্তনিতে
ও স্তনাইতে আশ্রয় হইতে হয়।

সেই মহাপুরুষের কাহিনী - বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে—

প্রতি লাইব্রেরীতে থাকা কঠব্য।

কুৎসিৎ কুরুচিপূর্ণ অসার পুস্তক দূরে
ফেলিয়া দাও—মণি-কাকনের আদর কর।
এখন বাঙ্গালার সুদিন আসিয়াছে—তাই
যোগীনবাবুর ভক্তিরসময়ী লেখনী-প্রসূত—
'বামা-ক্ষেপা'র এত আদর হইয়াছে।

বাঞ্চে নাটক-নভেল ছাড়িয়া, বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে যেদিন এই পুস্তক বিরাজ টুকরিবে
সেই দিন বুঝিব—বাঙ্গালী-রত্নের আদর
করিতে শিখিয়াছে—

বঙ্গ-গগনে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্যের
উদয় হইয়াছে।

বামা-ক্ষেপা—সুবহুৎ গ্রন্থ, সুন্দর বাঁধাই,
ছাপা পরিপাটি,

মূল্য ২৬ টকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

হিন্দুধর্মের কৌস্তভ মণি ।

উপনিষদ-রহস্য ।

= বা =

গীতার মৌলিক ব্যাখ্যা ।

সাম্প্রদায়িক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

গীতা ধর্মশাস্ত্রের সার—গীতা শাস্ত্রসমুদ্রোদ্ধিত সুধা । গীতার মূল অর্থের প্রকৃতির সঙ্গে শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণের অমূল্যত নিম্নোদ্ভূত লেখনী প্রসূত ভক্তিরসাস্বাদক ব্যাখ্যা ।

* প্রতি ছত্রে সুধা, প্রতি স্লোকে তত্ত্বসুধা *

ভাবের এমন লহরীলীলা আর কোন ব্যাখ্যায় নাই । মানব ! তোমার হৃদয় রাজ্যে অহরহঃ যে কুরুক্ষেত্রের সমর বাধিয়াছে, পাপ দুর্যোগধন ও হঃশাসন যে অগ্নির রাজ্য বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়াছ কি ? গীতার এই ব্যাখ্যা পাঠে হৃদয়ে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—সংসারের শোক তাপ আলা বজ্রণা ভুলাইয়া দিবে ।

১ম খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায় একত্রে বাধাই—মূল্য ৪০ টাকা ।

২য় খণ্ড—৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় একত্রে বাধাই—মূল্য ৩০ টাকা ।

৩য় খণ্ড—৫ম অধ্যায় স্বতন্ত্র, মূল্য—১০ টাকা ।

প্রতি খণ্ডই স্বতন্ত্র গ্রন্থ—বড় অক্ষরে তাল ছাপা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি
প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টো-

পাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ ।

১। আদর্শ ভ্রাক্ষণ-ভক্তি-
রস-অঙ্ক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক
অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১ টাকা।

২। মাতঙ্গরত্নালা—ভক্ত-হৃদয়ের
পবিত্র উচ্ছাস—মূল্য ৮/০ আনা মাত্র।

৩। মা আমার কাল কেন ?
—মাতঙ্গরপের ব্যাখ্যা-বিবৃতি—মূল্য ৮/০

৪। শিবের বৃত্তে শ্যামা
কেন ?—প্রণয়ের সাগরসিঁদান্ত—মূল্য ৮/০

৫। বিজয় ভেদী—ধর্ম-বিষয়ক
সিঁদান্ত—মূল্য ১০/০ ছেড়ি অ্যানা।

৬। মুক্তি—মূল্য ৮/০ আনা।

৭। সভ্যতালোকমু—৮/০ আনা।

৮। শোকশাস্তি—৮/০ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত

-ও শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-এল কর্তৃক পত্নানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—ভক্তি-
রসাত্মক উপদেশ গ্রন্থ। আটভূরি কাগজে
৩২০ পৃষ্ঠা আবঁধা মূল্য—১ টাকা।

স্বামীজীন্দা—উপেন্দ্রনাথ নিত্যানন্দ
প্রণীত ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৪০ আনা।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ তর্জাতার্য্য প্রণীত

১। স্বামীজীন্দা—স্বামীজী বা বদরীন্দা
—ব্রাহ্মণ রাজকলার আলৌকিক বাণী-
কাহিনী—সত্যচট্টনা—মূল্য ১০/০ পাঁচ সিকা।

২। বদরীন্দা স্বামীজীন্দা
—অপূর্ণ বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের ভীষণ
চিত্র—১০/০ পাঁচ সিকা।

৩। অভিরাম গোস্বামী—
ঐতিহাসিক যজ্ঞপ্রভুর সমসাময়িক ঘটনাবলি
পূর্ণ ভক্তিমূলক—মূল্য ১০/০ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
প্রণীত

১। শ্রীভাস ইন্দ্রব্রহ্মসংহিতা—১০/০

২। উপনিষদ ভ্রাক্ষণ—১০/০

হীরেন্দ্র বাবুর বহু গবেষণা ও আলোচনা
পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশদভাবে
বিশ্লেষণ—যিনি না পড়িয়াছেন, তাহার
জীবনই স্বাধা।

মার্কটওয়ার চণ্ডীর মুদ্রণ

চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সামনসিং বা
দেবী-মাগায়া—“ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ” নামে
প্রকাশিত—২৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ২ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড “বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ” নামে
প্রকাশিত—৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড “শিব-বধ—কুরুগ্রন্থি ভেদ”
মূল্য ২ টাকা।

সভ্য প্রতিভা—মূল্য ৮/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪ নং তেলকলঘাট রোড হাওড়া

কর্মযোগ পুস্তক-তাণ্ডার ।

দুতপূর্ব “অমূল্যকাম” পত্রিকার অন্ততম

পরিচালক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক

“আলোচনার” লেখক

শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল লাহিড়ী

প্রণীত

১। কুল লক্ষ্মী—

ত্রীপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস । মনোজ্ঞ

বঁধাই, মূল্য ২৭ ছই টাকা ।

২। লোকারণ্য—

সংসার অরণ্যের নিখুঁত চরিত্র-চিত্র ।

মনোজ্ঞ বঁধাই—মূল্য ১৫ দেড় টাকা ।

৩। বঙ্গলক্ষ্মী—

আধুনিক বাঙ্গালার জাগরণের চিত্র ।

স্বহৃৎ উপন্যাস—(যন্ত্র) ।

হাওড়া কোটের সুপ্রসিদ্ধ উকীল

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্

কর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত অত্যাশ্চর্য্য

আইন পুস্তক—

ডিক্রিয়ারি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৪০ আনা ।

কোট-কি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৮০ আনা ।

নতুন স্ট্যাম্প আইন—মূল্য ১০ আনা ।

উপন্যাসাচার্য—

ঐয়িকল্প প্রবীণ-লেখক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

অপরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজী

রামপ্রসাদ—

২৭

তুলসী দাস—

৩৭

দরাক বা—

১১০

বর্ণাশ্রম—

২৭

সংসার চক্র—

২৭

উপন্যাস গ্রন্থাবলী—

২৫০

মোহন মালা—

১১০

মায়াব মেলা—

১১০

পঞ্চবস্ত্র—

১১০

নষ্ট চরিত্র—

১৫০

স্তোত্র রত্নমালা ।

পণ্ডিত শ্রীমাদ্ভদ্রনাথপ্রসাদ বিজ্ঞা-

কুশল সঙ্কলিত ও অনূদিত ।

১। দেবদেবীগণের স্তব বিশেষতঃ শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তব সমূহ এবং তাহাদিগের

বিভিন্ন বঙ্গানুবাদ সহ সম্প্রদায়কৃত স্তোত্র

পুস্তক । ইহাতে শিব মহিমা স্তব, বিষ্ণুসহস্র

নাম, আদিত্য হৃদয়, আনন্দলহরী,

কুচিস্তোত্র, পুরুষসুত স্তব প্রভৃতি অপূর্ব

স্তোত্র এবং দে সকলের ব্যবিকৃত বঙ্গানুবাদ

সন্নিবেশিত হইয়াছে । সর্ব নবম্যারীর

পাঠ্য মূল্য ১০ ।

২। শিবপূজা নিমিত্ত ।

মহিমা স্তব, মূল, অমর টিকা, গল্প অম্ববাদ

পদ্মসুবাদ সহ । মূল্য ১০ আনা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলবাট রোড, হাওড়া ।

কর্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়াক'স ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

মাকার্ড এবং পোষ্টার ছাপিবার উপযোগী বাঙ্গালা, ইংরাজী, নাগরী বা দেবনাগরী প্রভৃতি নানাপ্রকার ও নানারকম আকারের কাঠের অক্ষর আমাদের প্রেসে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে এবং নমুনা দিলে তদনুযায়ী অক্ষর আমরা প্রস্তুত করিয়া অতি অল্প সময়ে এবং অল্প স্থান অপেক্ষা সস্তা দরে দিতে পারি। “তিন জ” হইতে “৬ ইঞ্চি” টাইপ সর্বদাই প্রস্তুত রাখি। অর্ডার পাইলেই সেট মিলাইয়া দিয়া থাকি। খুচরা দরকার হইলে তাহাও বিক্রয় করি। টাইপ প্রস্তুত জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ ও ভাল কারিগর রাখিয়া একটা আলাহিদা কারখানা করিয়াছি। প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষগণ পত্রের দ্বারা এবং সন্তুষ্ট হইলে আপনারা আসিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

তেলকলঘাটে নামিয়া আমাদের প্রেস ও কারখানা ৫৭ মিনিটের রাস্তা ।

কর্মযোগ এজেন্সি।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

আমাদের এজেন্সীতে যে কয়েকটি বহু পরীক্ষিত ঔষধ

পাওয়া যায়—তাহার একটু পরিচয়।

নবীন বাবু ব লোহসান—

সর্বপ্রকার জরের অমোঘ ঔষধ। লক্ষ লক্ষ রোগী দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত। লোহসানের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা টনিকের কার্য করে। প্রকৃতই ইহা রোগীকে লৌহ-বিক্রম করিয়া দেয়। মূল্য প্রতি শিশি—১.৫০ আনা।

ডাঃ এস. কে. চাট্টিজির

অন্ননাশক চূর্ণ—অন্ন ও ক্লান্তনিত

সর্বপ্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মার্ত। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত এস. এন্. মল্লিক, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও গভর্নমেন্ট উকীল বনাজবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত মূল্য—১০ আনা।

ম্যাঞ্জিক বটিকা।

রক্ত-আমাশয় আরোগ্য করিতে ইহা ম্যাঞ্জিকের ভায় কার্য করে। এক বটিকাতেই অভূত কল হয়। মূল্য—১০ আনা।

আগ্নেয় ভস্ম।

ইহা ঢাকা জ্যোতিঃ ঔষধালয়ের সেই বিখ্যাত—আগ্নেয় ভস্ম।

ইহার উপকারিতায় ব্যবহারকারী মাঝেই মুগ্ধ। ইহা কলেরার প্রতিষেধক এবং আক্রমণের পর যে কোন অবস্থায় ব্যবহার করিলে খাণ্ড ও হায়ী উপকার হয় অন্ন অন্নগুল পেট কাঁপা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পাকায়জনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব নষ্ট করিতে ইহার তুল্য ঔষধ দেখা যায় না। অল্পপানভেদে ইহা সর্বপ্রকার ব্যারামেই ব্যবহার করা যায়। মূল্য ছোট শিশি ১০।

ডাঃ এ. সি ঘোষাল কৃত

এ্যাজমা মিফট।

হাঁপানির মহৌষধ। বহুদিন হইতে আমরা বহু রোগীকে দিয়া ব্যবহার করাইয়া সন্তোষজনক কল পাইয়াছি। শতকরা ৯০ টি সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়। মূল্য প্রতিশিশি ১১০ টাকা, প্যাকিং বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, স্বল্পমূলক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত

ঋষিকল্প প্রবীণ লেখক, উপন্যাসাচার্য্য

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

— নুতন উপন্যাস —

১। সতী-প্রতিভা ।

পবিত্র হিন্দু-সংসারের নিখুঁত চিত্র—সতীর অপূর্ণ প্রতিভা। হরকোপানলে মরন-তয়ের জাগ, সতী রোমানলে পাপীর ধ্বংস, নজরগাঁ লম্পটের ভীষণ পদবিদায়, সংসারে সুখ ও শান্তির পূণ্যপ্রতিষ্ঠা—কেমন উজ্জ্বল, কেমন মধুর ভাষায় পারিস্ফুট হইয়াছে, যুবক যুবতীর শিক্ষণীয় উপহার গ্রন্থ। সমাজের বিবাহ প্রদার ও অজ্ঞায় দেশাচারের সংস্কার সাধন ইত্যাদি উদ্দেশ্য। এমন মনোহর, এমন সরল ও স্তম্ভপাঠ্য উপন্যাস বাংলায় এত প্রথম। যুবক যুবতীর উচ্চ আদর্শ চরিত্রে বাংলার ঘরে ঘরে পিরাঙ্কিত হউক; সংসারে পুণ্যের জ্যোতি প্রতিভাত হউক। সুন্দর রেসমী বাগাই। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

২। নদের নিমাই ।

নদীয়ার জীভগবান্ চৈতন্যদেবের অপূর্ণ জীবনী। ভগবানের অসংখ্য অবতার কিম্বদন্তী বাঙ্গালা দেশ কেবল জীচৈতন্যদেবের জন্ম অঙ্গকার করিতে পারে। ভগবান্ জীচৈতন্যদেব অবতার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা-দেশ বজ্র করিয়াছেন, বাঙ্গালী-জাতি জীচৈতন্যদেব সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই একদিন এত প্রতিভাশালী হইয়াছিল; এবং সেই জন্মট তাঁহার পবিত্র জীবনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। ইহা এত মনোহর এবং দীর্ঘতাপ্রদ যে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যাইবে না। ভগবান্ জীচৈতন্যদেবের এমন নিখুঁত জীবনী আর কখন প্রকাশিত হয় নাই; বাঙ্গালী, পূর্বপ্রাণ বাঙ্গালী! তোমাদের নিকট ইহার নিশ্চয় আদর হইবে। ভগবান্ চৈতন্যের উদ্দেশ্য, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হরিনাম সংকীর্্তন, তাঁহার প্রণামায়, প্রেমভক্তিপূর্ণ উপদেশ পাঠ করিলে—হৃদয় ভক্তি-রসে আচ্ছন্ন হইবে। প্রকাশ গ্রন্থ সুন্দর বাগাই সচিত্র মূল্য ২৮ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

“শ্রীকৃষ্ণ”পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরম ভাগবত

শ্রীকীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ—প্রণীত ।

(১) **রক্তভাষা**—অনলম্বী জাতীয় কবিতাগুলি । যের গর্জনের ভাষা ইহার ছন্দনির্বোধ বিছাডের ভাষা ইহার উল্লাস, বজ্রের ভাষা ইহার শক্তি । দেশমাতৃকার পূজার পবিত্র অর্ঘ্য মূল্য ৮০ ।

(২) **তিলকের তিরোভাষ**—অপূর্ণ ছন্দোময়ী কবিতার রচিত ধনীর কবাল কবল হইতে দ্বিধার মুক্তির চিত্র, সহস্রশির্ষ পুরুষের আগরণ অতি সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে । মূল্য ৮০ ।

(৩) **বস্ত্রমান কর্মসুপ**—(অপূর্ণ জাতীয় ছন্দোবদ্ধ গল্প প্রবন্ধ) পাশ্চাত্য সভ্যতার পৃষ্ঠে হাঁহ দারুণ কল্যাণে তুল্য । এই মৃতকল্প দ্বিতীয় পক্ষে ইহা সম্ভাবনীয় সুপা স্বরূপ । মূল্য ৮০ ।

(৪) **অমিত্র গীতা**—ঈশ্বরগবদগীতার পক্ষে এইরূপ ভক্তিপ্রণয়ন সহজ সুন্দর নিবৃত্ত অসুবাদ আর বাহির হয় নাই । ইহা একখান সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক সংস্কৃত মূলের কটমট প্রতিফলন নহে । অথচ মূলের সহিত প্রাতি ছত্রে ছত্রে গাম্ভীর্য রাহিয়াছে । গ্রন্থশেষে গীতা মাহাত্ম্যের অতি সুন্দর পত্রাঙ্গুল প্রদত্ত হইয়াছে । সুন্দর বাঁধাই ১৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । আটিক কাগজে ৮পা—মূল্য ৮০ ।

(৫) **শব্দপাতি**—হিন্দুমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য । ইহা সাধনের অঙ্গ । সাধনপথে দাঁড়াইয়া সাধকের শরণাগতির কথা মনে পড়ে । সুন্দর পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত । পাঠে শরণাগত হৃদয় মাত্রই বিগলিত হইবে । মূল্য—৮০ ।

কীরোদ বাবুর পুস্তকগুলি অমৃতগজার পাত্রিকা, বিত্তবানী, বজ্রবানী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে ভূয়সী প্রশংসিত হইয়াছে !

নিম্নণ কলমেজের ভূতপূর্ব

অধ্যাপক

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

কর্তৃক অনুদীভা

।

সুললিত পণ্ডে বঙ্গানুবাদ ।

মূল্য ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া

কর্ম যোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভারত আবার জাগিল !!!

উপাধ্যাসাচার্য্য পণ্ডিত প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সিদ্ধহস্তের লেখা—

তন্ত্র শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব

সরল সুললিত উপাঙ্গাসের

মধ্য দিয়া কেমন সুন্দর

ফুটে উঠেছে ।

শক্তির সাধনায়
এই মানুষ কেমন
ক'রে

উন্নতির শীর্ষস্থান

অধিকার করতে পারে

শক্তি-সাধনায় তাহা নিশদভাবে

বর্ণিত হ'য়েছে ।

গৃহধর্ম্মে নারীশক্তির বিকাশ !

শক্তি-সাধনায়—হিন্দুর সোণার সংসার !

আত্মোন্নতি চাও—শক্তি-সাধনা প'ড়ে দেখ ।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ, স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই, মূল্য ২।০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস,

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, “কর্মযোগ প্রেস” ভবনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ সিংহ

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

কোল নং-১৯১, হাওড়া ।

কর্মযোগ প্রিন্টিং ওয়াক'স্ ।

৪নং তেলকলঘাট রোড,

হাওড়া ।

—:—

প্লাকাড' ও পোষ্টার ।

আমরা সুদক্ষ এন্‌প্রোভার ও মিস্ত্রী রাখিয়া সুন্দর সুন্দর মনোমত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে বিভিন্ন আকারে—এক রঙে ও মিশ্র রঙে নানারকম ছবির মত সুদৃশ্য পোষ্টার ও প্লাকাড' সুবিধাদরে সরবরাহ করিতেছি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

ম্যানেজার—

কর্মযোগপ্রিন্টিং ওয়াক'স্

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

[অষ্টাবিংশ বর্ষ ।]

আষাঢ়, ১৩৩১ সাল ।

[তৃতীয় সংখ্যা ।

পুঙ্জনীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা ।

সম্পাদক—

শ্রীজগদমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ।

“শক্তি-স্বাধনা” ও “বামাক্ষেপা”
পড়িয়াছেন কি ?

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সড়াক ২৮/০ আনা ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	লেখক ।	পৃষ্ঠা
১। শীর্ষা	অধ্যাপক শ্রীমতীলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ	৪২
২। বিচার	শ্রীমদীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ	৫১
৩। কলিকাতায় অদ্ভুত ছুয়াচুরি	শ্রীঅমলাচরণ মিত্র	৫৬
৪। মালদিকার	শ্রীঅশোকনাথ তট্টাচার্য্য	৫৯
৫। সর্গনরক ভোগের সংশ্লেষ	শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী	৬১
৬। পরলোকের পরিচয়	শ্রীঅন্নদাশ্রীসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬৪
৭। কামরূপে পাল নৃপতিগণ আসাম পর্য্যটক	শ্রীনিহর যজ্ঞেশ্বর বোম চৌধুরী	৬৬
৮। কোরিয়াব দা ভাণ্ড ভাণ্ডা	শ্রীসিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-ডি	৭০

ভীষণ ম্যালেরিয়ায় বাঁচিবার উপায় কি ?

সময় থাকিতে

“নবীন বাবুর লৌহসার”

সেবন করুন ।

প্রাপ্তিস্থান :—

কর্মযোগ এজেন্সী ।

৪নং তেলকলমাটি রোড, হাওড়া ।

কস্ম্যযোগ প্রিন্টিং ওয়াক'স্

স্থাপিত-১৯০৮।

৪নং তেলকল ষাট.রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

সুন্দর ছাপার কাজ যদি অল্প সময়ে ও সুবিধা দরে করিতে চান,

তবে আমাদের ছাপাখানায় অর্ডার দিন।

বৈদ্যুতিক মোটর চালিত।

ভাল ভাল মেশিন ও টেডেলে আনুকোরা নুতন অক্ষরে বর করে ছাপা।
বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ও মনোজ প্রীতি-উপহার, লেটারহেডিং,
বিল, ইন্ভয়েন্স, ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্যাসনেমো, লেজার, ও
নানা প্রকার ফরম্ এবং উচ্চশ্রেণীর জবের কাজ করাই আমাদের
বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, বাঙ্গালা ও নাগরী সকল প্রকার পুস্তক
এবং মাসিক পত্রাদি ছাপার বন্দোবস্ত আছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অতি
অল্প সময়ের নিতুলরূপে ছাপিয়া দেওয়া হয়। বড় বড় অক্ষরে হংরাঙ্গী, বাঙ্গালা ও নাগরীতে
এক রঙে বা মিশ্র রঙে প্ল্যাঙ্কাড ও সোকাড ছাপিয়া থাকি। একবার মাত্র
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আমাদের ছাপাখানার সংশ্লিষ্ট একটি পুস্তক-বীণাই বিভাগ খোলা হইয়াছে।
এখানে অভিজ্ঞ দপ্তরীর দ্বারা কাউং, পারফেক্টিং, মাস্কিং,
কলরিং, আইলেটিং, শাফিং, প্রভৃতি মেশিন সাহায্যে উত্তম চামড়া, মনোজ
কাগড় ও কাগজের সুন্দর বীণাই হইয়া থাকে। সদাগরী অক্ষরের মোটা ও মজবুত
লেজার ও ক্যাস-বুক ইত্যাদি ও কারুকার্য বিশিষ্ট মলাটের পুস্তকাদি সুচারুরূপে বীণাই
করা হয়। সকল প্রকার একাউন্ট-বুক ইত্যাদি ও একসারসাইজ-বুক সুলভ মূল্যে
বীণাই ও বিক্রয় হয়।

কাগজের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা এখানে ছাপাখানার ও সাধারণের প্রয়োজনীয়
নানা প্রকার কাগজ আমদানী করিয়াছি। মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ; পাইকারী ও
খুচরা বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞাপন ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত
বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া
এক গ্রোস জবাকুম্ম তৈলের মূল্য ১০৮ এক
শত আট টাকা, এক ডঙ্কনের মূল্য ৯৥০ সাড়ে
নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২৥০ আড়াই
টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য
১ এক টাকা রহিল।

কবিরাজ—উপেন্দ্রনাথ সেন ।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

আলোচনা-দশ হাজার পাঠক।

বিজ্ঞাপন দাতার সুবর্ণ সুযোগ।



অসার আবর্জনাপূর্ণ বিজ্ঞাপনে কলেবর মোটা করিয়া আজকাল যে সকল মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতে অধিক মূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকে লোকসান দিতেছেন। সেই আবর্জনারাশীর মধ্যে তাঁদের বিজ্ঞাপন পাঠকের নজরেই পড়ে না। আলোচনায় বিজ্ঞাপনের হার স্কলভ, এবং এই পত্রিকা মাসে মাসে, নিয়মিত গ্রাহক ব্যতিত, বহু নির্বাসিত নূতন নূতন ঠিকানায় নানাদেশে বিতরিত হইয়া থাকে। প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন আলোচনায় লওয়া হয় না, তজ্জগৎ সধ্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ফল অবশ্যস্তাবী। কর্মসুযোগ পুস্তক ভাণ্ডারে যে সকল সদগ্রন্থ বিক্রয়ার্থে রক্ষিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপনের মূল্য লওয়া হয় না।

পূজায় “বামাক্ষেপা” ও

“শক্তি-সাধনা”

কিনিয়া ও পাড়িয়া অর্থ ও সময়ের

সদ্যবহার করুন।

বিজ্ঞাপনের যুগে গ্রন্থকার মহাশয়েরা।

পুস্তক মাত্র ছাপাইয়া নিশ্চিত থাকিবেন না। বিনা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের কাটতি করার আশা হুয়াশা মাত্র। অনেক গ্রন্থকারও সর্বগ্রাসী প্রকাশকদের কবল হইতে বাচিবার আশায় কষ্টে-কষ্টে নিজের খরচায় পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞাপনের অভাবে কিছুই করিতে পারেন না। এদিকে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া ‘কাটতি’ বই নিজের করেন বইএর কাটতি বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করেন না। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা মাত্র শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া নিজ ব্যয়ে আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ইহাতে গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিজ পুস্তকবলীর কয়েক কাপি আমাদের পুস্তক ভাণ্ডারে জমা রাখিলে আমরা বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা কাটতি করিবার চেষ্টা করি। পত্র দ্বারা সবিশেষ অবগত হইবেন।

নিবেদক—ম্যানেজার—আটলান্টা,

৪৮২ তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কি ক’রে বুঝাব

“বামাক্ষেপা” ও “শক্তি-সাধনা”

কিরূপ উপাদেয় ?

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সুপ্রসিদ্ধ ও বহু পুরাতন

* কাগজ বিক্রেতা *

১৩৪ ও ১৩ নং, ওল্ড চাইনা

বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৬৪ হারিসন রোড,

১০৩ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

১, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ ও চক, বেনারস।

অভ্যর্থিত দিবসের সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

দেশ, শ্রম এবং মূলধন সকলই ভারতীয় ।

দেশ—শুক্র এবং প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার
অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা প্রস্তুত
করণে যে সকল গাছ গাছড়া ব্যবহৃত হয় সে সকলই ভারত-
বর্ষে জন্মায় ।

শ্রম—আমাদের ঔষধালয়ে যে সকল আয়ুর্বেদীয়
ঔষধ এবং প্রধানতঃ রক্তপরিষ্কারক ও পরিবর্দ্ধক ও স্মৃতিশক্তি
বর্দ্ধনের মহৌষধ আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা পাওয়া যায় তাহাদের
প্রস্তুত করণের জগৎ যে শত শত কর্মচারী নিযুক্ত আছেন,
তাহারা সকলেই ভারতবাসী ।

মূলধন—‘কামশাস্ত্র’, ‘স্বপ্নবিচার’ প্রভৃতি সহৃদয়-
পুস্তকাদি বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে বিতরণ করতঃ
জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আদর্শ-জীবন গঠনের সহায়তা ও
উন্নতি সাধনের জগৎ যে অর্থ বা মূলধন ব্যয়িত হয় এবং সর্ব-
পেক্ষা অল্পমূল্যে ঔষধাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়
তৎসমুদায়ই ভারতীয় ।

সুস্থ হইয়া ক্যাটালাগ এবং সবিশেষ বিবরণের জগৎ অতীত
পত্র লিখুন ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয় ।

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মক্কাবল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২৮/০ আনা। সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ১০ অর্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারন্ত।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলাম—৮, অর্ধপৃষ্ঠা বা এক কলাম ৪।০, দিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলাম—২।০ দিকি কলাম—২।

কভারের পৃষ্ঠার লগ্ন স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদুর্ধ্ব কালের লগ্ন বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা হয় না।

আলোচনার লগ্ন বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১২১ হাওড়া)

তারাপীঠের মুক্তগুরুষ বামাক্ষেপার

পরিচয় “বামাক্ষেপা” ও

সদ সাহিত্যের পরিচয় “শক্তি-সাধনা”।

আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়, হাঁসাইল, ঢাকা।

১০০৬ স্থাপিত সুলভ অকৃত্রিম ঔষধ ভাণ্ডার। অধ্যক্ষ—কবিরাজ ঔষধদাকান্ত ঘোষ
বর্মা কবিরত্ন। প্রসিদ্ধ প্রথম লেখক, গ্রন্থ প্রণেতা, হিন্দু কেমিষ্ট ও হাঁসাইল জুলের ভূতপূর্ব
প্রধান শিক্ষক। হেড অফিস—হাঁসাইল, ঢাকা। চ্যাম্পন-প্রাস—৩\ শের, স্বর্ণঘটিত
মকরমুখ—৪\ তোলা; এইরূপ কবিরাজী সকল ঔষধ চূড়ান্ত সত্তা। শাসনুধা—
হাঁপানির ত্র্যাক্স—১\ শিশি; প্রীহা বিজয়—প্রীহা ও বক্রুতের মহৌষধ—৩০টি বড়ী ৫০
আনা; কম্পর্পবিলাস—অকাল বার্কক্য, ইঞ্জিয়বৈথিল্য নিবারক এবং যৌবনের বল ও
যৌবনশ্রীবর্দ্ধক ১ মাসের ঔষধ ৩\ টাকা; সর্কজ্বরের পাচন—সকল প্রকার পুরাতন
জ্বরের ত্র্যাক্স—১\ ; অমৃতবিন্দু কবায় সালসা, উপদংশ রক্তদুষ্টির অতুত ঔষধ ১\
টাকা। অভয়ামোদক—সুখে ২১ বার কোষ্ঠ পরিষ্কার মূল্য ১০ আনা; দক্ষদাবানল—সকল
প্রকার দাদনাশক মূল্য প্রতিকোটা ১০ আনা; দন্তসুশা—শারিরিক ও দন্তমূল ক্ষীতির
মহৌষধ, প্রতিকোটা ১০ আনা; হজমৌষধী, প্রতিকোটা ১০ আনা। ক্যাটলগে হিসাব
দেখুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

স্বাস্থ্যকান্ত-ব্রহ্মণী :

[ত্রিপদী, গদ্য ও পদ্য উপন্যাস]

হাস্যেভ্যং মোহাস্মাদ্ এভহ্যাক প্রণীত।

এ রকম বই প্রায় দেখা যায় না, নূতন ধরণের নূতন যেন
অভিনব, পুস্তক পাঠে আনন্দে উল্লাস ও শিক্ষা পাইবেন।
সম্পূর্ণ পড়িয়া শেষ না হইলে ছাড়িতে পারিবেন না।

পত্র লিখুন—সুখ দুঃখের প্রণালী দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান :-

গ্রন্থকার

কলিকাতা।

সাং বাঁকড়া।

হেতুয়া তালাও।

পোঃ মাকড়দহ, জেলা হাওড়া ৫৯নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

ভিঃ পিঃ সমেত মূল্য ১\ টাকা সায়েব জ্ঞান হাজির দোকান।

অভার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

সীতা

(গ্রন্থাপক শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ)

অশোক-বন

স্বাবলোক্য প্রতি

দাঁড়াও বেখানেে তুমি ; এক পদ যদি
হও অগ্রসর হবে তখনি সংহার
সতীত্ব বন্ধুর তোর পতঙ্গের প্রায়
হর কোপানলে অর হইল যেমতি ।
মধ্যে ব্যবধান মাত্র তৃণ এক গাছি
লঙ্ঘন করত এবে কত শক্তি পর ।
লজ্জিলাছ বারিনিদি অপার সাগরে
ভুলেছ কৈলাসে তোল দেপি এই তুলে ?
তপস্তার বলে আর শিউ-পুণ্যবলে
পাইয়াছ রক্ষা তুমি যবে মৃদমতি
স্পর্শিলে আমার তনু অরণ্য মাঝারে ।
সে তেজ তোমার ক্ষয় হইয়াছে এনে
বিশ্রবার পুত্র আর পুলস্ত্য সুরূতি
ভারিতে নারিবে সতী কোপানল হতে ।
পারি আমি ভদ্রীভূত করিতে এখনি
কিন্তু তপস্তার ক্ষয় হইবে তাহায় ।

কত মুক্তি কত স্বাধি হলেন নিনাশ
রাক্ষসের হাতে তবু ক্রোধ প্রকাশিয়া
নাতি করিলেন ধ্বংস ব্রহ্মবাহী পাপে ।
চাও যদি পরিচোপ ঘোড় হস্ত করি
সমর্পণ মোরে যোর পতির চরণে ।
সড় কন্যাবান্ তিনি ক্ষমিবেন তোমা
নাতি করিবেন ধ্বংস মতর্ষি তনয়ে
পানে পরিচোপ তব স্বর্ণপুতী লজ্জা
পানে পরিচোপ তব পুত্র পৌত্র ভ্রাতা ।

কি দেখাও মোরে লোভ তুমি দীর্ঘলায়
পতি মম অন্ন আয়, তুমি দশ যুগ
নিংশতি সংখ্যক হস্ত নিংশতি লোচন ।
পতি মম এক যুগে বিতুল্য যিনেত্র ।
তুমি রাজচক্রবর্তী তিনি বনবাসী ।
তুমি ক্ষৌর পরিধারী চীরধারী তিনি ।
স্বর্ণ মুকুট তব শিরে তাঁর শিরে

আলোচনা ।

জটাভার, তব শয্যা পালক উপরি
 তাঁর ভূমি তৃণশয্যা কুটিরে নিবাস ।
 শত আনু কিবা শত কোটি যুগপারী
 হোন তিনি, পতি তিনি মম অস্ত্রে ভর ।
 এক দীর্ঘ হোন কিবা সহস্র মন্তক
 হুই বা সহস্র বাহু পতি তিনি মম ।
 ভিখারীই হোন আর ঈশ্বর প্রদাতা
 তিনি পতি মম, তিনি এক যাত্রা গ্যান ।
 ভূমি-শয্যা হোক কিবা অনন্তে শরন
 জটাধারী হোক কিবা সুকোমল কেশ
 অলঙ্কৃত শির তাঁর স্বামী তিনি মম ।
 ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র আদি দেবগণ
 করুন তাঁহার শুভ কিবা রক্ষাধম
 কর নিন্দা ভূমি তাঁর পতি তিনি মম ।
 সহস্র বদনে শেব নারুন বর্ষিতে
 অশেষ মহিমা তাঁর কিবা মূঢ়মতি
 করহ তাঁহার গ্লানি দশ মুখে তব
 পতি তিনি মম তিনি পরম দেবতা ।
 অন্ধ হোন মুক হোন হউন বধির
 হউন কদধ্যাকৃতি হুইখী পতি তাঁর
 কোম সতী পতি ছাড়ি অস্ত্র জনে হলে

কি দেখাও মৃহাত্মন নাহি তাঁরে ডরি
 মৃহা-ভয় নাহি করে কোন সতী নারী ।
 কামবলে ক্রোধ রিপু করি পরাজয়
 করিতেছ দীর্ঘতর জীবন আমার ।
 নাহি বধিতেছ প্রাণে । জীবন জীবন
 বিনা কিবা কায মম এ ছার জীবনে ।
 করহ এখনি ধ্বংস । ক্ষতি যাত্র এই
 নাহি পাইলাম আমি দেখিতে নয়নে
 পতির চরণ পদ্ম চির ধ্যান যাহা ।
 মুকুল জীবন মম অকূলে ভাসিল
 নারিকুল সেবিতে তাঁর চরণ যুগল ।

রাজা ভূমি মন্ত্রী নাই দেয় উপদেশ
 মন্দোদরী রক্ষনীয়া বধা তব কাছে
 সেইরূপ রক্ষনীয়া আমিও তোমার ।
 রাগ ধর্ম, ছাড় এই দুর্বুদ্ধি ভীষণ
 ইহ কালে পর কালে হবে ভূমি সুখী ।
 সতীনারী তবগৃহে ভূকলিনী প্রায়
 দংশিবে তোমার যদি কর অস্ত্র মত ।
 বিবের আলায় হবে অস্থির ব্যাকুল ।
 পুত্রে পৌত্রে পাঠাইয়া শমন মন্দিরে
 মৃহা আলিজিতে বাবে সানন্দ অন্তরে ।

বিচার

(শ্রীমূলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

৪।

অক্ষর বাবু অর্ধনিম্নলত নরনে চুপ করিয়া আপনার ঘরে শুইয়াছিলেন। নৌচে এত কাণ্ড হইয়া পেল তাঁহার কর্ণ-কূহবে কিছুই প্রবেশ করে নাই। তিনি নিজের চিন্তার মধ্যেই ডুবিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মী বখন তাঁহার নিকটে আসিয়া ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে “বাবা” বলিয়া ডাকিল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন “কি হয়েছে কঁাদচিস্ কেন ?

লক্ষ্মী কোনই উত্তর করিতে পারিল না। পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কঁোপাইয়া কঁোপাইয়া কঁাদিতে লাগিল। বিশেষ আঘাত না পাউলে স্বভাব গম্ভীরা লক্ষ্মীর চোখ হইতে কখন জল বাহির হইত না, অক্ষর বাবু ইহা বিলক্ষণ জানিতেন।

তাই তিনি লক্ষ্মীর ক্রন্দন দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “কি হয়েছে মা ? কেউ তোমার কিছু বলেচে।”

অকল দিয়া চক্ষু মুছিয়া লক্ষ্মী বলিল, “এ বাড়ীতে তোমার কোন শাসন নেই বাবা।

তুমিই বাড়ীর কর্তা অথচ তোমার কোন কন্যতা নেই।” কস্তার মাথার হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অক্ষর বাবু বলিলেন, “কি হয়েছে মা ? কিছু তো বুঝতে পাচ্ছি না।”

“কি অধিকারে প্রকাশ বাবু সকলকে অপমান করেন ? আর কি অধিকারেই দিদি সেই অপমানে যোগ দেন ?” “কাকে অপমান কবেচে মা ? কি বলেচে ?”

“প্রকাশ বাবু, প্রকাশ বাবুর বন্ধুগা সকলেই ‘কেরিওমালা’ বলে অপমান করেছে। তাতে দিদিও যোগ দিয়েছিল।” লক্ষ্মী পুনরায় পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কঁাদিতে লাগিল। “স্বরেন বুঝি তোমার সঙ্গে এসেছিল মা ? তাকেই ওরা অপমান করেছে ?”

লক্ষ্মী কিছু বলিল না। অক্ষর বাবু কস্তার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, “এ ওদের নিশ্চয়ই অস্তায় মা। তোমার দিদির ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ছিঃ মা, লক্ষ্মী কৈদ না। কালই আমি এর প্রতিকার করব। তা স্বরেনকে ওপরে নিয়ে এলিনি কেন মা ?

“কাকীমা শিগ্গীর করে যেতে বলেছিলেন

তা ছাড়া এ অপমান সহ করে কে এখানে আসবে বাবা ? এ রকম করে যদি ওরা বাড়াবাড়ী করে তা হোলে তো দেখছি এখানে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে বাবে ।”

“না মা, এর প্রতিকার আমি নিশ্চয়ই করব। আজ সুবেনকে অপমান কবেচে, সে না হয় বরের ছেলে, কাল যদি অপর কোন লোককে অপমান করে ? এ ভারী অজ্ঞায় ।”

এ সবকে আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর লক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিলেন, “বাবা রাত যে অনেক হয়ে গেছে, এখন তোমার খাওয়া হয়নি ? বৃহৎ হালিয়া অক্ষর বাবু বলিলেন, “তুই বাড়ী ছিলি না মা, কে বুড়ো বাপকে খেতে দেবে বল ? অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী পিতার আহারের ব্যবস্থা করিতে গেল ।

খাইতে খাইতে অক্ষর বাবু বলিলেন, “সুনেছিস মা, মণ্টু কলেজ ছেড়ে দিয়েছে ?” লক্ষ্মী সম্মুখে বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে ছিল। অধাক হইয়া বলিল, “সে কি বাবা ! কলেজ ছেড়ে দিলে কেন ? তুমি কিছু বললে না ?

বৃহৎ হালিয়া অক্ষর বাবু বলিলেন, “কি বলব মা ? ছেলে মানুষত নয়।

“ঐ তোমার কেমন একটা কথা। ছেড়ে দেবার কারণ কি বলে ?”

“বল্লে লেখা পড়া শিখে পড়ির পোলামী করব না। তার চেয়ে দেশের কাজ কল্লে অনেক উপকার হবে।” “খিয়েটারে রিহার্সাল দেওয়া বুঝি দেশের কাজ ?” “বল্লে কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে তলাট্টারি করবে। সবই আমার কর্মফল মা, সব আমারই পাপের শাস্তি।”

কৌচাচর খুঁটে চক্ষু জল মুছিয়া অক্ষর বাবু অশ্রুমনস্তভাবে বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী বলিল, “ওকি বাবা চুপ করে বসে রইলে কেন ? এখন যে তোমার কিছু খাওয়াই হ’ল না।”

“হ্যাঁ মা, এই যে খাই। বখন জীবনের অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত ভাবি লক্ষ্মী, তখন কিদে ভেটী সমস্ত ভুলে যাই। শুধু মনে হয় আর কত দিন এ ভার বয়ে গরব।”

“ওকি বাবা, সবই তো পড়ে রইল, জল খাচ্চ কেন ? পেঁপেটা খুব মিষ্টি, খাও। আর একটু বেল এনে দেব ?”

“না মা আর কিছু আনতে হবে না। শুধু তুইই আমার কাছে কাছে থাকিস লক্ষ্মী। শেষ জীবনে পৃথিবীতে আমি আর কিছু চাই না।”

“কেন মিছি মিছি ভেবে শরীর খারাপ কর বাবা ? যা হবার তা হবেই। মানুষের হাত কতটুকু ?”

“সবইতো মানুষেরই হাত মা। আমাদের

জীবনকে আমরুইত কষ্টের করে তুলি। অমৃতের নামে দোষ দিলে হবে কেন না ?”

“বাবা মানুষের হাত শুধু কর্তব্য পালনে, কলাকল তো মানুষের হাতে নয় ”

“ঐ কর্তব্যই তো জীবনের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন জিনিস না। কটা লোকে সঠিক ভাবে তা পালন করতে পারে। যেখানে তার লভন সেইখানেই অন্তশোচনা, কষ্ট, স্থতির দংশন !”

হৃথের বাটীটা লবে মাত্র অক্ষর বাবু মুখের কাছে ধরিয়েছেন এমন সময় চপলা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, ক্রুদ্ধ হয়ে বলিল, “বাবা তবু তোমার আদরের মেয়ে লক্ষ্মী এখানে থাক, আমি যাই, আর নয়তো ও যাক আমি থাকি।”

কুধ না পান করিয়াই বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া অক্ষর বাবু বলিলেন, “তুমিই কি আমার কিছু কম আদরের না ? কি হয়েছে ? অত-রাগ করেচ কেন ?”

“ওসব তোমার হৃথের কথা বাবা। তুমি লক্ষ্মীকেই বেশী ভালবাস। কেন আজ ও প্রকাশকে এমন করে অপমান করে, আমার সামনে, আরও পাঁচজনের সামনে ? এতে তোমার অপমান বোধ হয় না।”

“সবস্তুই আমি শুনেচি না। সুরেনকে এমন করে বিক্রম করাটাও তোমাদের ভাল

হয়নি চপলা।”

“ও—আগে থেকে বৃষ্টি তোমার কাছে সব গেরে রাখা হয়েছে। ওর পেয়ারের সুরেনকে—বাণ দিয়া লক্ষ্মী বলিল “হিদি তুমি বাবার সামনে কথা বলচ, প্রকাশ বাবুর সামনে বলচ না, একটু মুখ সামলে কথা বল।” চপলা ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া গেল, বলিল, “দেখচ বাবা তোমার সামনে তোমার আদরে মেয়ের কথা শুনচ ? সুরেনকে যদি ঠাট্টা করেই কোন কথা বলা হয়ে থাকে, তাতে এমনই কি মহাভারত অন্তঃ হয়ে গেছে। সেই জন্তে লক্ষ্মী আজ প্রকাশকে আর তার বন্ধুদের এমন অপমান করে যে তারা ঘৃণার আমার বাড়ী থেকে চলে গেল।”

লক্ষ্মী বলিল, “এখনই এসব কথা শুনে কি তোমার না বম্বল চলেছিল না দিদি, না হয় বাবাব পাওয়া হয়ে গেলেই বলতে ?”

চপলা বলিল, “আর থাক তোমার শিক্ষা দিতে হবে না। বাবা, আমি এর বিচার চাই।”

অক্ষর বাবু আর না থাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী বলিয়া উঠিল, “কিছুই যে তোমার খাওয়া হল না বাবা ? হিঃ হিঃ হিদি তুমি কি।”

অক্ষর বাবু শয্যার উপর বসিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মী বেলায় তোমার ভায়ের কীর্তি শুনে

আমার পেট অনেকটা ভরে গিয়েছিল মা বাকী একটু বা খালি ছিল তোমার দিদির কথা শুনে তাও ভরে গেল।” চপলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ কি বলছিলে মা, ঠাট্টার কথা? তা প্রাণ নিয়ে ঠাট্টা করা কি ভাল মা? শ্রমের ফল দিয়ে আশ্বাস দিয়ে ঠাট্টা করা তোমাদের ভাল হয় নি। তোমার বয়স হয়েছে বুদ্ধিমত্তী তুমিই, তুমিই কেন এটা বিচার করে দেখ না!”

“তোমার উপদেশবাণী শুনেও এখানে আনিনি বাবা। আমি চাই এ অপমানের প্রতিকার। যদি প্রতিকার কিছু না কর, বল আমি একুনি এবাড়ী ছেড়ে চলে যাব।”

“বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাবি মা? এরও প্রতিকার আমি করব। উঃ লক্ষ্মী পাখাটা কোথা মা? বড্ড মাথাটা কেমন কছে।” লক্ষ্মী ভাড়াভাড়ী পাখা আনিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। চপলা বলিল “করব বলে চলবে মা বাবা, একুনি কস্তে হবে।”

লক্ষ্মী বলিল-“তোমার পায়ে পড়ি দিদি, একটু চুপ কর. দেখচ বাবার কষ্ট হচ্ছে।” লক্ষ্মীর কথা না শুনিয়া চপলা পুনরায় বলিল, “বাবা, চুপ করে রইলে কেন উত্তর দাও।” অতি কষ্টে অক্ষর বাবু উত্তর করিলেন, “একটু অপেক্ষা কর মা, বুকের ভেতরটা কি রকম

কছে।” লক্ষ্মী বলিল, “দিদি, আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে আমার ক্ষমা কর, কাল আমি প্রকাশ বাবুর কাছ থেকেও ক্ষমা চাইব। বাবাকে একটু মুক্তি দাও।” অক্ষরবাবু কস্তাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “মা, মা লক্ষ্মী আমার।” অক্ষর বাবু মুখী প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী বলিয়া উঠিল, “দিদি শিগ্গীর একটু জল নিয়ে এস।

কিছু পিতা মুক্তি হইবা মাত্র চপলা সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে অক্ষর বাবুর মুখী ভদ্র হইল। পার্শ্বে লক্ষ্মীকে একাকী দেখিয়া বলিলেন, “চপলা কোথায় গেল মা?”

“দিদি অনেকক্ষণ চলে গেছে বাবা।” অক্ষর বাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী বলিল, “বাবা” অক্ষর বাবু কস্তার হাত নিজের হাতের ভিতর লইয়া বলিলেন, “কি মা?”

“আমিই তোমার আজকের মন কষ্টের কারণ বাবা, আমার ক্ষমা কর।” লক্ষ্মী কাঁদিয়া কেলিল।

অক্ষর বাবু কস্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন “তুমি কেন কারণ হবে মা? সবই আমার অদৃষ্ট। ছিঃ মা কেন্দ্র না।”

কিছুক্ষণ পূর্বে অক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই খেরেচিস্ লক্ষ্মী ?” পিতার স্বরের উপর মাথা রাখিয়া লক্ষ্মী বলিল, “খাব না বাবা কিদে নাই ।” বীরে বীরে কন্ডাকে উঠাইয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, “তা কি হয় মা । পাগলামী করিসনে । বা পারিস একটু খেয়ে নে ।”

“তোমার যে এখন খাওয়া হয় নি বাবা । তুমিও খাবে বল ।

কন্ডাকে অক্ষয় বাবু বিলক্ষণ চেনিতেন । তিনি অন্ততঃ খাইতে না বলিলে লক্ষ্মী কখনও খাইবে না, ইহা তিনি জানিতেন । স্তবরাং বলিলেন “আচ্ছা চল মা হুজনে এক সঙ্গেই খাইগে ।”

খাইতে বলিয়া বলিলেন, “চপলাও বোধ হয় এখন রাগ করে খাইনি মা । তাকে কেঁকে নিয়ে আর, সবাই এক সঙ্গে খাই । মণ্টুকেও ডেকে নিয়ে আর ।”

লক্ষ্মী বলিল, “দিদি অনেকখ খেয়ে শুয়ে পড়েচে বাবা তার ঘর বন্ধ । দাদা বাড়ী নাই । অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা খেয়ে নাও । তুমি ওসব না খেলে আমি খাব না ।

অক্ষয় বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “চপলা খেয়ে শুয়ে পড়েচে ? মণ্টু

বাড়ী নেই ? এত রাতে সে কোথায় গেল ?”

“এমন সময় দাদাতো কোন দিনই বাড়ী থাকেন না বাবা । চুপ করে বসে রইলে কেন, খাও ।”

“হ্যাঁ এই যে মা, খাই । এমন সময় মণ্টু বাড়ী থাকে না ? তুই একবার যা লক্ষ্মী চপলাকে ডেকে নিয়ে আর । সে নিশ্চই আমার উপর অভিমান করেছে ।”

“অনেক বার ডাকাডাকি করেছি বাবা । দিদি উত্তর দেয়নি । একবার শুধু বলে, তোমার বাগাকে বল গে যাও আমি দেখে পারব না ।”

“কি বলেচে মা ? চপলা কি বলেচে ?”

নিজের খাওয়ার কথা না বলিলে অক্ষয় বাবু অনর্গল বলিয়া যাইলেন ভাবিয়া লক্ষ্মী বলিল, “দিদি কিছু বলেনি । তুমি শিগ্গির শিগ্গির খেয়ে নাও না আমার কিদে পায় না বুঝি ?”

অক্ষয় বাবু আর কিছু না বলিয়া আপন মনে খাইয়া খাইতে লাগিলেন । তাহার খাওয়া চাইয়া গেলে তাঁহাকে শোয়াইয়া, বা পারিল লক্ষ্মী পিতার পাতে বসিয়াই খাইয়া লইল ।

ক্ৰমশঃ ।

কলিকাতার অভূত জুরাচুরি

“লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড”

ব্রহ্মপূর্ণ কাহিনী ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐঅনুলিপি প্রাপ্তি ।

মকমলের প্রত্যেক জেলার জন্ত District Organisers নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, এককালীন নগদ ৫০০ টাকা অগ্রিম জমা রাখিয়া ১০০ এক শত টাকা মাসিক বেতন পাইবার আশায় অনেক কর্মপ্রার্থী Telegraphic Money order করিয়াও টাকা পাঠাইয়াছে। দিন কতকের জন্ত Bharat Service Securing Agencyর একাদশ ব্রহ্মপূর্ণের বোণ আসিয়া জুটিয়াছিল। এমন মহাজ উপায়ে অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত টাকা উপায় করিবার মতলব আর কোনও ঐ শ্রেণীর চাকুরি সংগ্রহের আড়কাটি বোধ হয় ইতিপূর্বে নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই ব্যক্তিদের মধ্যে বাহারা অগ্রিম ৫৫৬ টাকা এককালীন জমা দিয়াছেন, তাহাদিগের প্রত্যেককে যে নিয়োগপত্র স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

Appointment Letter.

The Labourers' Union Bank

Post Box No. 2284

Mg. Director—D. N. Mazumdar,

M.A., M.B.A.S.

21, Canning Street,

Calcutta,192 .

To

He is hereby appointed an Asst. Organiser of the Labourers' Union Bank Ltd. on a monthly pay of Rs. 75 plus a fixed allowance of Rs. 25. He must abide by the rules applied to the employees of the Company. He will be in charge of.....district.

For the Labourers' Union Bank Ltd.

(Sd.) D. N. Mazumdar,

Managing Director.

উক্ত ব্যাঙ্কের কার্যকাল ৩৭ মাস পূর্ণ না হইতে হইতেই চতুর্দিক হইতে পাণ্ডনামারপণ আসিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে উদ্যত করিতে আরম্ভ করিল; কর্মচারিদের দ

কথাই নাই! পুরাতন লোকগুলিকে পাছে
মাহিনা দিতে হয় একত্ৰ তাহাদিগের উপর নির-
লিখিত মর্মে নোটিশ আরি করিয়া তাহাদের
কর্ণচ্যুত করা হইল।

Labourers' Union Bank Ltd.

21, Canning Street,
Calcutta, the 15th June, 1924.

To

Asst. Organiser.

Dear Sir,

You are hereby informed that you
have up to date done no material
work and disposed of no shares of the
Company. Please note that unless
you can compensate your work by
disposing of at least 100 shares within
a fortnight, the Company is not bound
to pay you any more

Yours faithfully,

(Sd.) R. K. Talukdar,

Managing Director.

১৯২২ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি হইতে

মার্ভিন সিকিউরিং এজেন্সির আয়ে তাঁঁটা পড়ায়
বেবতীকান্ত। ভালুকদার ব্যাঙ্কের সহকারী

— ম্যানেজিং ডাইরেক্টররূপে কার্য করিতে
লাগিলেন। কিন্তু উল্লিখিত নোটিশ গুলিতে
তিনি কোন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলিয়াই সহি
করিয়াছিলেন। পাণ্ডনাদাররা তাগাদা করিয়া

করিয়া বখন হার মানিয়া গেল, তখন মিঃ
ডি, এন, মজুমদার গা আড়াল দিলেন। মিঃ
ভালুকদার তাঁঁহার স্থানে কাজ করিতে
লাগিলেন। মজুমদারের অসুস্থত্ববিশিষ্টে কর্ণ-
চারিদের মনে ক্রমেই সন্দেহ বাড়িতে লাগিল
তখন খুব হৌৎকা নকলের ইয়া তেরিয়া জোয়ান
একজন পাঠান জাতীয় দরওয়ানকে নিযুক্ত
করিয়া ব্যাঙ্কের প্রবেশ দ্বারের সামনে একটা
উঁচু টুল দিয়া ১১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত বলাইবার
ব্যবস্থা হইল। এই নব নিযুক্ত দরওয়ানের
উপর এরূপ কড়া হুকুম দেওয়া হইল যে নির্দিষ্ট
কয়েকজন লোক ব্যতিত আর কাহাকেও যেন
দরজার মাথা গলাইতে না দেওয়া হয়।
পাণ্ডনাদারগণ বৈগতিক দেখিয়া আর জিস্মানার
পেল না। তাড়া করা আসবাব পত্র বাহা মাল
কয়েকের জন্ত রাখিয়া লোকের মন ভুলাইয়া
ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে সরাইয়া কোলা হইল—
রহিল কেবল কাউন্টার এবং খান কতক তাল্লা
চেয়ার, তাহাদের মধ্যে আবার কতকগুলির
বেতের ছাউনি উড়িয়া গিয়াছে এবং ছারপোকায়
থিক্ থিক্ করিতেছে—আর ২৩ খানি পায়ী ভাঙা
টেবিল। কাউন্টারে যে দুই জন কর্ণচারি
ব্যাঙ্কের শেষ দুহুঁও পর্যন্ত আঁকড়াইয়া পড়িয়া-
ছিল, তাহারা মিঃ মজুমদারের আত্মীয়।

মজুমদার কাহারও কাহারও বেতন, আমার টাকা মিটাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া বখন আর ভাড়া ভাড়া করিলে চলিবে না। তাহিল, তখন কোনও কোনও লোককে Co-operative Hindusthan Bankর উপর ঢেক কাটিতে লাগিল কিন্তু প্রত্যেক ঢেকই অন্ততঃ ১৫ দিন পরে উপস্থিত করিতে হইবে এইরূপ তাহে তারিখ বলাইয়া দিল, বলা বাহুল্য মজুমদারের নিজ নামে উক্ত Hindusthan Bankএ বৎসানান্ত বাহা কনিয়াছিল, তাহা বহু পূর্বেই উঠাইয়া গিয়া ছিল।

মজুমদারের একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি ব্যাঙ্কের অন্ততম মালিক এবং হাইকোর্টের এটর্নি মহলের একজন বাস্তবু; এজন্য পাট-ওয়ারি বুদ্ধিতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেহ মালিশ করিব বলিয়া শাসাইলে বা ভয় দেখাইলে, এই সব-জাম্বা আইনজ্ঞ লোকটা তাহাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতেন। মজুমদার বখন পাণ্ডানারের ভয়ে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল তখন তালুকদার এবং এই আইনজ্ঞ লোকটি ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। এই সময়ে কর্তৃত্ব ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা দলবদ্ধ হইয়া সার্ভিস লিকিউরিং এজেন্সি মারফত বাহাতে আর কোনও লোক নিযুক্ত না হয়, সে জন্ত

কতক ২১ নং ওল্ড কোর্টহাউস স্ট্রীটে এবং কতক লোক ২১ নং ক্যানিং স্ট্রীটের নীচের তালার দ্বার দেশে সমবেত হইয়া কর্মপ্রার্থীদিগকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু চাকুরির এমন ঘোষ বেকর্মপ্রার্থীরা কোন গুপ্ত স্থানে বাইরা তাহাদের মনোবাহা পূরণ করিত। কর্তারা যে বখন সুযোগ পাইত, সেই হাত ঘুঁটা লইতে ক্রটি করিত না। এই থাকতির বাজারে একজন সূতন কর্মপ্রার্থী আসিলে, পুরাকালের রাকস রাকসীর মত তাহাকে ইহার আদর আগ্যায়নে ঘোষিত করিয়া নিজেদের কার্যোদ্ধার করিতে লাগিল কিন্তু মজুমদার ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ডাক্তার সে নিজের বিপদ সম্মুখীন তাহিরা সকল পাণ্ডানারকেই অক্টোবর ১৯২২, পূজার ছুটির পরে নিশ্চয়ই টাকা মিটাইয়া দিবে বলিয়া কড়ার করিতে লাগিল। তাহার করুণ দৃষ্টি এবং নব্রতাপূর্ণ কথা শুনিয়া অনেকেই পূজার ছুটির পর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইল। আর তাহা না করিয়াই বা উপায় কি? টাকার জন্ত মালিশ রুজু করিতে হইলে প্রথমে পকেট হইতে বাহির করিতে হইবে; তাহার পর যদিই ডিক্রিই হয় তাহাতেই বা কি হইবে? ব্যাঙ্কের ত এক কর্দম নাই—ডাইরেক্টরগণ ব্যাঙ্কের চেহারাটা পর্যন্ত কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

(ক্রমঃ)

মালবিকা ।

মালবিকা

(প্রিন্সোক্তনাত্ত চট্টাচার্য)

তৃতীয় দৃশ্য ।

(রাজ প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ মন্ত্রণা গৃহ)

রাজা অগ্নিমিত্র, মহারানী খারিনী, বিদূষক,
পণ্ডিতকৌশিকী, ও আচার্য্যবর আসীন । দূরে
কছুকী দণ্ডায়মান ।

রাজা—ভগবতি ! এই মাননীয় আচার্য্যবরের
এক কলহ উপস্থিত হয়েছে । আপনাকে এর
মীমাংসা করিতে হবে ।

কৌশিকী—সে কি মহারাজ ! নগর থাকতে
কিনা শেবে গণ্ডগ্রামে রত্ন পরীক্ষা ? আপনি
থাকতে আমার দ্বারা বিচার ? মহারাজ
সন্ন্যাসিনীকে ব্রথা, লজ্জা দেবার উচ্ছ্রা আগল
কেন ?

রাজা—আপনি সন্ন্যাসিনী আমাদের
পক্ষপাত দোষ থাকতে পারে কিন্তু আপনার
তা' নেই । তাই একথা বলতে সাহসী হয়েছি ।

আচার্য্যবর—মহারাজ যুক্তি সঙ্গত কথা
বলেছেন ।

রাজা—তবে বিচার আরম্ভ হোক । এ বিষয়ে
দেবীর মত কি ?

খারিনী—আমার মতে এদের বিবাদ কর

উচিত নয় । হৃদয়েই খুব নিপুণ অভিনেতা ।

গণ—দেবি । “গণদাস ও হরদত্ত হৃদয়ে
সমান” একথা বলে আপনি আমার অপমান
করবেন না । আপনিও যদি বিদূষক হন তবে
গণদাসের মতাই শ্রেয় ।

বিদূ—এ দুটোই দেখছি ভয়ানক দ্বার্ষপর
আর হিংস্রটে । এদের বিবাদের মীমাংসা
দেখতেই হবে । নয়ত, এদের মিছামিছি
মাইনে দিয়ে লাভ কি ? কি বলুন মহারাজ !
হা ! হা ! হা !

খারিনী—ব্রাহ্মণ তুমি ত তারি কণ্ঠাটে
দেখছি ।

বিদূ—(সশব্দে) রাম ! রাম ! একথা
মনেও করবেন না রানী-মা ; তবে কিনা, বহল
বাঁড়ে বাঁড়ে লড়াই বাঁধে তখন একটার না
একটার হারজিত না হলে ত আর পোলমাল
চোকে না । তাই বলছি এদের একটা বিচার
হওয়া ভাল ।

রাজা—তবে মীমাংসা আরম্ভ হোক ।
আপনাদের কার কি বক্তব্য আছে বলুন ।

কৌশিকী—মহারাজ ! নাট্য শাস্ত্র প্রয়োগের

উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রবাদের
প্রয়োজন কি ?

রাজা—তা আপনি ত এঁদের প্রত্যেকেরই
অভিনয় দেখেছেন।

কৌ—হাঁ। কিন্তু আরও একটা কথা আছে
কেউ কেউ নিজে ভাল অভিনয় করতে পারেন,
কেউ কেউ বা শিষ্যদের উত্তম শিক্ষা দিতে
পারেন। কিন্তু এই দুই বিষয়েই যিনি সম্যক
পটু তিনিই শ্রেষ্ঠতর! এখন হুজনার নিজস্ব
অভিনয় না দেখে ওঁদের শিষ্য রুত অভিনয়
দেখতে ইচ্ছা করি।

উভয় আচার্য্য—ভগবতীর আজাই শিরো-
ধার্য্য।

ধারিনী—কিন্তু শিষ্য যদি দুর্ধেণ্য হয় ? তবে
তার দোষ ত গুরুকে অর্শাতে পারে না। সুতরাং
শিষ্যের অভিনয় দেখে গুরুর ক্ষমতা পরীক্ষা করা
আমার মনে নিতান্ত অসুচিত। ভগবতী কি
বলেন।

রাজা—এখানেই ত উপদেশ দেওয়ার
বাহারী।

বিহু—ঠিক, ঠিক, গাথা পিটে খোঁড়া না
করতে পারলে আর মাষ্টারের নাম বেরুবে কি
করে ? মহারাজ যখন আমরা পাঠশালা
লিখতাম...

ধারিনী—(সোষণে সহকারে) আচার্য্য গণ-
দাস আপনি একাজ কখন করবেন না।

বিহু—আহা! রাণী মা বা বলেন, তার
একটুও অযুক্তি সঙ্গত নয়। ওহে গণদাস!
বিশ্বে ত তোমার সব আমার জানতে বাকী নেই
ভূমি সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমো রোজ রোজ
সরসভীর প্রসাদ স্বরূপ অতি উত্তম সঙ্গেশ উদয়
করে, কেন মিছে শুকনো ঝগড়া করে, বিশ্বে
দেখাতে গিয়ে সে সুখটুকু হারাবে। ব্রাহ্মণের
কথা না শুন্লে পরে পড়াতেই হবে। তখন
বুঝবে যে গরীবের কথা বানী হলে মিষ্ট লাগে।
(স্বগতঃ) নারদ! নারদ! লেগেজা যে নারদ
কটাপটি।

ধারিনী—আপনার শিষ্যা মালবিকা অতি
অল্পদিন মাত্র অভিনয় শিখছেন। এখনো ভেমন
সুদক্ষ অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারেন নি। এ
অবস্থায় আপনি তাঁকে আচার্য্য হরদত্তের সুদক্ষ
শিষ্যগণের বিপক্ষে নামাতে চেষ্টা করবেন না।

গণ—দেবি! মালবিকা অল্পকালেই কিরণ
বক্ষা হয়েছেন তাই দেখাতেই আমার আশ্রয় এত
আগ্রহ। আপনি যদি এ বিষয়ে আমার অনুমতি
না দেন তবে জানুব আপনি আমার ত্যাপ
করুনেন। (দীর্ঘকাল ত্যাপ ও আসন হইতে
উঠিবার চেষ্টা)

ধারিণী—(অভিমাণে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বার। অতএব এই নাটকেরই অভিনয় পূর্বক) তবে তাই হোক। আপনি আপনার দেখতে ইচ্ছা করি।
শিক্ষাকে নিয়ে যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারেন।

আমার আর তাতে আপত্তি কি? (হরমন্তের উত্থান, কিন্তু গগদাস ধারিণীকে দেখিতে লাগিলেন)

গগদাস—আজ আমি যন্ত্র হলাম। এখন আপনারা আজ্ঞা করুন, কোন্ নাটক অভিনয় হইবে।
ধারিণী—(গগদাসের দিকে চাহিয়া, লজ্জা-ভিমানজড়িত স্বরে) অর্থাৎ আপনি অরী হোন

রাজা—ভগবতী কৌশিকী যেমন আজ্ঞা করেন, তেমনি হবে। তাঁর মতেই আমার মত। (স্বগতঃ) ছন্দ উৎসাহ হইও না, তোমার

অভিলাষ সত্য সত্যই পূর্ণ হ'তে চল। (গগদাসের উত্থান)
(বিদূষকের অভ্যন্তর আনন্দ প্রকাশ)

কৌ—যেবীকে এত বিবরণ দেখছি কেন? বিদূ—দেখুন, আপনারা গিয়ে সব ঠিক ঠাক করেই আমাদের ধর দেবেন। আর ধর দেবারই বা দরকার কি? রাজার নক

ধারিণী—না না, আমার সবচেয়ে কোন চিন্তা নাই। আপনার অভিমত গ্রহণ করুন। শুনলেই আমরা গিয়ে হাজির হব।

কৌ—মহারাজ! শত্রুগণের রচিত চতুশ্দী-উভয় আচার্য্য—(হাস্য) যে আজ্ঞা।
বুদ্ধ ছিলিক নাটকের অভিনয় করা হুঃসাধ্য বলে (প্রস্থান)।

(ক্রমঃ)

স্বর্গনরক ভোগের সংক্ষেপ

(ঈরামদত্তার বেদান্ত শাস্ত্রী)

এক বৎসরের মধ্যে হউক বা পরেই হউক, স্বর্গ নরক ভোগ যে ক্ষম দেবে হয়, তাহার পারলৌকিকার্শ পুণ্যকারী ব্যক্তির স্বর্গে, নাহই ভোগদেহ; মৃত্যুর পর পরলোকে যে ভোগ, অত্যাধিকতাপাপকারী ব্যক্তির নরকে গমন করে। তাহা সংকল্প মূলক মানসিক। পারলৌকিক

সুখদুঃখ স্বপ্ন জাত সুখদুঃখবৎ । অমৃতত্ব
হিসাবে জগৎ স্বপ্নবৎ ; পার্থিব আর অপার্থিব
ভোগে প্রকৃত পার্থক্য নাই ।

এক বৎসরের মধ্যে বাহারি (সাধারণ পুণ্য
পাপকারী ব্যক্তি) ভোগ-দেহ প্রাপ্ত হয় না ;
তাহারা সাধারণ লিঙ্গ-দেহে—ছারাদেহে,
স্বভি শাক্তের মতে প্রেতদেহে (ভৌতিক
যোনিতে নহে) বাস করে মাত্র, সে লিঙ্গদেহে
কৃত পাপপুণ্যের ক্ষর হয় না । তাহা হাজত
বাসের মত, তাহাতে বিচার দণ্ডের স্থান পায়
না । লিঙ্গদেহে ছারাদেহে সাধারণ পুণ্য
পাপাঙ্গিকা প্রকৃতি, পাপময় সংস্কার থাকে মাত্র ।

যে পুণ্য ইহলোকে, জন্মান্তরে উপভুক্ত
হইতে পারে না, মূলদেহে যে পুণ্যের ভোগ সম্ভব
নহে, মাত্র পরলোকের ভোগ হইয়া থাকে—
তাহাই পারলৌকিকার্ধ ভোগ । পারলৌকিকার্ধ
পুণ্য বর্ণে নিঃশেষেই ভোগ হয়—তাহার,
ভুক্তাবশেষ কিছু থাকে না । তবে ঐহিকার্ধ
পুণ্য বাহা মূলদেহে ইহলোকে বা জন্মান্তরে
উপভুক্ত হইতে পারে, তাহার কলই জীব
জন্মান্তরে ভোগ করে, বর্ণকেই মানুন বা নাই
মানুন সে ব্যক্তি অমরুপ পুণ্য সাধন করিলেই
পারলৌকিক সুখ লাভ করিবেই । বাত্মন সাধন,
কলও তাত্মন হইয়া থাকে । কেহ যদি মূলদেহে

‘বাহা সম্ভব নহে’ এমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া
তদমুরূপ পুণ্য সাধনা করিয়া-বাত্মন তাহা হইলে
সে ব্যক্তি সে সাধনার কল মূদ্র দেখে মানস
ভোগেই প্রাপ্ত হইবে । ভোগে অবসাদ অভূতি
ও জালা থাকিবে না ; ইত্যাদি রূপে ভোগা-
কাঙ্ক্ষী ব্যক্তির (অবস্ত্র পুণ্য সাধনা করিয়া
গেলে) মানস ভোগ ব্যতীত সে সাধ মূলদেহে
যিটিবার সম্ভাবনা নাই ।

পারলৌকিকার্ধ কি ? পরলোক উদ্দেশ্যে
অমৃত্তিত অথবা পরলোক ভোগ প্রাপক পুণ্যই
পারলৌকিকার্ধ পুণ্য । সেই পুণ্যকারী ব্যক্তি
পুণ্যামুরূপ কল স্বর্গভোগ করত পশ্চাৎ জন্ম হেতু
স্বাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয় । স্বাবর বা শস্ত্র
সংশ্লেষ জন্মের দ্বারা পুণ্যকারী এবং পাপকারী
সকলেরই নিয়তি, সংশ্লেষ লাগিয়া থাকা মাত্র ।
সে সংশ্লেষে জীবের চেতনা সংযুক্ত থাকে ।
শস্ত্রাদির ছেদনে বা ভেদনে তৎসহ শস্ত্রসংশ্লেষ-
স্থিত জীবের কোন কষ্ট অমৃত্তত হয় না । বর্গভ্রষ্ট
ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে যেমন ভোগদেহ হইতে
প্রচ্যুত হয়—অমনই সংযুক্তিবৎ অচেতন
থাকিয়া বাহু তদান্ন লাভ করে পশ্চাৎ বৃষ্টি দ্বারা
সহিত জলে স্থলে তরুলতা মূলে ঔষধিতে পতিত
হইতে আরম্ভ করে । তখন তাহাদের মূদ্র
জীবাত্ম আকার । মহাপাপীদের মহাপাপের

স্বর্গনরক ভোগের সংক্ষেপ ।

কলে যে ভৌতিক বোনি লাভ ঘটে তাহা ভৌতিক জন্ম। বোনি জন্ম, স্বাবর সংশ্লেষ আর স্বাবর বোনি এক জিনিষ নহে।

দেবদান-মার্গে যাহারা যায় তাহারা পুণ্যকল ভোগ করতঃ কিরিয়া আইসে; কেহ বা ক্রম বৃদ্ধি লাভও করে, কেহ বা শাস্তিময় স্বর্গে বহুকাল দেবতা সঙ্গ হইয়া থাকিয়া যায়, নিকাম কর্মকারী উত্তম প্রকৃতি সম্পন্ন; পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী মানবাত্মারাই দেবদানমার্গে গমন করে। পিতৃদান মার্গে যাহারা যায়, তাহারা মর্ত্যে কিরিয়া আসিতেই বাধ্য হয়। কেহ ভোগময় স্বর্গে কিয়দিন সুখ প্রাপ্ত হয়, কেহ বা দেবতাদের ভোগ্য হইয়াই ভোগ সুখ অনুভব করে। সকার কর্মকারী, ভোগ সুখময় যাপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিরাই পিতৃদান মার্গের অধিকারী। দেবদানমার্গে গাম্য ব্যক্তি* প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যোগৈশ্বর্য কূলে অধ্যাত্ম জ্ঞানোজ্জ্বল ব্রাহ্মণের গৃহে, বা উৎকৃষ্ট বিভূতি যুক্ত গৃহে জন্ম লয়। পিতৃদান গাম্য ব্যক্তি কিরিয়া আসিয়া ভোগী ধনীর পুত্ররূপে শরীর ধারণ করে।

স্বর্গের পতনকালে স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তির স্বর্গের স্বতি বা সংস্কার লইয়া কিরে না। যতদিন পুণ্যকল, ততদিনই স্বর্গসুখ সুমধুর, যেমন পুণ্যকর্ম হইয়া আইসে, সজে সজে স্বর্গের উপর তাহাদের

মোহও ক্রীণ হইয়া আইসে, আকর্ষণ ও ক্রম হইতে থাকে। অর্ন্তের দুঃখ না থাকায় দুঃখের স্মৃতি পাশাপাশি না থাকায় স্বর্গের সে নৃতনন্দ, বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য থাকে না, তাহা এক ধেরে এমন কি শেষে কারাবাসের মত দুঃসহ হইয়া উঠে। তখন মর্ত্যের সুখ দুঃখ আবার স্মৃহীন বলিয়া বোধ হয়, স্বর্গভ্রষ্ট হইবার পূর্বে কোন দুঃখ ত অনুভূত হয়ই না; বরং সুখ, তৃপ্তির স্মৃতি বোধ হইয়া থাকে, স্বর্গ ভোগের স্মৃতি লইয়া জীব যদি মর্ত্যে আসিত, তবে তাহার স্বর্গভ্রংশ এবং স্বাবর সংশ্লেষবাদ কি দারুণ বাতনাপ্রদ হইত। তাহা হইলে কি পুণ্যদান কি পাপী, সাধারণ ব্যক্তি কেহই স্বর্গ চাহিত না। তিহারী কিসুদিন রাজভোগ খাওয়ার মত বিড়ম্বনা মাত্র সারই হইত।

মোট কথা, ইহলোকে যাহারা কর্ম করিয়া থাকে বা এই প্রকার আমার দেহ ছিল— ইত্যাকার সংস্কার লইয়া প্রস্থান করে না তাহারা ছায়া দেহ বা প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয় না। সংস্কার মূলকই চায়া বা প্রেতদেহ। সে কাহার? যথা শিশুগণ, উন্মত্ত জড় ব্যক্তিগণ, যাহারা সাধারণ পুণ্য পাপকারী,—পারলৌকিকার্থ পুণ্য করে উৎকট পাপ করে তাহারাই এক বৎসরের মধ্যে বা প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ সমস্তই অপারিষ, সন্মদেহ মাত্র। সমস্তই লিঙ্গ দেহেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

পরলোকের পরিচয়

(ঐ অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ।

২। মৃত্যু বা পরিবর্তন ।

শ্রদ্ধানুকূলে প্রাণহীন জড়দেহের ধ্বংস হইয়া থাকে। বাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বিহীন হইয়া যায়, লোকে তাহার মৃত্যু হইল এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, রাম, শ্রাম কি হরিচরণের মৃত্যু হয় না, তাহাদের জড়দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র। লোকে ভাবে, রাম, শ্রামের জড়দেহের ধ্বংস হইলে সব ফুরাইল, আর বুঝি উহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। মৃত্যুকে, এইরূপে মানবজীবনের শেষ সীমা ভাবিয়া, সমাজ যে কি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ হয় না। যদি লোকে মৃত্যু-রহস্য অবগত হইতে পারিত, যদি মৃত্যুকে একটা অনন্ততার জড় হইতে স্মরণ পরিবর্তন মাত্র বিবেচনা করিতে পারিত, যদি মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন আছে ও সেই জীবনে, ইহজীবনের ছায়া-পাত হয়, পার্শ্ব চরিত্র, প্রযুক্তি ও বাসনা যশে পরিচালিত হয়, এটুকু বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে জগতে পাণের মাজা অনেক পরিমাণে

কমিয়া যাইত, অত্যাচারের স্রোত মন্দ হইয়া আসিত, মধুময় ধর্মজীবনের স্বর্গীয় প্রতিভার সমাজ সমুজ্জ্বল হইত।

পারলৌকিক তত্ত্ববর্ণী লব সাহেব বলিতেছেন—“যখন মৃত্যু হয়, তখন মানবচরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় না। মৃত্যু মানবদেহের অবস্থান্তর করিলেও তাহার ধর্মবৃত্তি লোপ করিয়া দেয় না। বা তাঁহার পাপ চিন্তার কলঙ্ক-কালিমা মুছাইতে পারে না। কেবল জড় হইতে স্মরণ, ইহজগৎ হইতে পরজগতে পরিচালনা করাই মৃত্যুর কার্য। বাহাদের প্রাণের ভাব উচ্চ, বাহাদের আত্মার গতি উর্দ্ধমুখ, তাঁহারা মৃত্যু বা স্মরণ চৈতন্যময় অবস্থায় উপনীত হইলে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা নীচ প্রযুক্তিবশে বিকৃত বাসনার দাস হইয়া থাকিতে ভালবাসে, তাহারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পরজগতে সেই-রূপ নীচ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহজগতে যেমন মানব সমাজে নানাবিধ বৃত্তিধারী, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে, পরজগতে সেইরূপ।” লব সাহেব লিখিয়াছেন, “বে সকল মুক্তাঙ্গার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা

বলিয়াছেন, “দৈহযুক্ত আত্মা পরজগতে আসিয়া অসঙ্গভাবে জীবন যাপন করে না, পরন্তু এখানে ও এক বিরাট কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান। তবে এখানে ভাবগোপন নাই প্রবন্ধনা নাই, বার্ষ-পরতা নাই।”

অতএব মৃত্যুই এই নবজীবনের জন্মভূমি,— জড়তা, বার্ষপরতাময় অবস্থা হইতে, সূক্ষ্ম চৈতন্য-ময় অবস্থা প্রাপ্তি মাত্র। যেমন বসন্ত সমাগমে, শীতের জড়তা ও লোহিত বিনষ্ট হইয়া শীর্ণ তরু-দেহে নব কিশলয়ের আবির্ভাব হয়, পুষ্পগন্ধে দিক্ আয়োদিত হয়, ত্রিয়মাণ প্রকৃতি সুপ্তো-ষিতের জ্ঞান শাস্ত সুনির্মল ভাব ধারণ করে, মলয় হিমালয়ে, কুঞ্জনিঃসৃত, বসন্ত-বিহগের কুহ-তানে, মন চৈতন্যের বার্তা ঘোষিত হয়,—সেই-রূপ মৃত্যুর আলিঙ্গনে, মানুষ নব জীবনের সন্ধান পাঠ, নবজগতে নবভাবে দেহ ধারণ করে, আত্মার অমরত্ব ও সূক্ষ্ম চৈতন্যের অনন্ত প্রভাব উপলব্ধি করিবার অবসর পায়। অতএব মৃত্যু হৃৎকের কারণ নহে—ইহা অনন্ত সুখ লাভের নবীন উপায়, মৃত্যু জীবনের শেষ নহে—নব-জীবনের ভোরগোধার। মৃত্যু, বিস্তীর্ণিকা নহে—ইহা অনন্ত আশ্রয়।

উপরে যাহা বলা হইল ইহা কাল্পনিক উপাখ্যান নহে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত। যাহারা জড়বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে, অবশেষে জড় হইতে সূক্ষ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, সেই সকল মহা-পণ্ডিতেরা এইরূপ অন্তর-বাণী প্রচার করিয়া-ছেন। শুধুই তাহাই নহে, যাহারা আমাদের মত স্থূল দেহ ধারণ করিয়া এককালে একগুণে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং এখন দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে সূক্ষ্ম চৈতন্যময় দেহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে, সামক বিশেষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া, মিডিয়মের দেহ-মন অধিকৃত করিয়া বা সামান-মণ্ডলে উপবিষ্ট ব্যক্তি-গণের চিন্তা-বিক্ষেপ বলে, ইচ্ছায় গ্রাহ্য মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও, মৃত্যু পক্ষে এই ধারণা মনোমধ্যে বলবতী হয়।

মৃত্যুকালে ও মৃত্যু-অন্যাবর্তিত পরে, মানবের মনে কিরূপ ধারণা হয়, তাহা একটা মৃত্যুদ্রাব্য মূণে শ্রবণ করুন। লব সাহেবের সমক্ষে এই মৃত্যুদ্রাব্য আবির্ভূত হইয়া বলিয়া-ছিলেন—“মৃত্যুর পর, মনে করিয়াছিলাম, বুদ্ধি-শ্রুতীয় ধর্ম শাস্ত্রে যেমন ঘোর নিদ্রার কথা লিখিত আছে মহা বিচারের দিন পর্য্যন্ত সেই ভাবে নিদ্রিত থাকিব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বিপরীত দেখিলাম। মৃত্যুর পর অধন দেখিলাম।

যে আবার আত্ম জড়দেহ হইতে বহির্গত হইল।
আবার ঐ দেহের মত অভিন্ন নূতন অবয়বাবি
প্রাপ্ত হইরাছে, তখন আর বিশ্বেরের সীমা রহিল
না। জড়দেহ ছাড়িয়াও আবার নূতন দেহ লাভ
করিলাম—যে নিত্যর অভিকৃত হইয়া আবার
চৈতন্যলাভ হইল। এ বড় রহস্যময়। তখন মনে
যে বিশ্বর কোঁড়কের সকার হইরাছিল, তাহা
বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—সেটা
অন্তর্ভূতির অন্তর্গত। আবার, যখন দেখিলাম,
আমার জড়দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে ও আবার
পরজন্মেরা রোদন করিতেছে, তখন প্রাণে একটু
বেদনার সকার হইল। কিন্তু পরক্ষণেই
তাবিলাম, উহারা কেন কাঁদিতেছে, আমি তো
মরি নাই। আমি উহাদের দেখিতে পাইতেছি,

কিন্তু উহারা আমার দেখিতে পাইতেছে না।
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার চৈতন্যের
পরিবর্তন হইল।”

মৃত্যুর পর নূতন দেহ কিয়ৎকাল তাহার
পরিত্যক্ত দেহ বা পূর্ব আবেশহানের নিকট
অবস্থান করে। এককালের আকর্ষণ নহলে
ত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে
শবদাহের ব্যবস্থা দেওয়া হইরাছে। সে বাহা
হউক মৃত্যুর পর, নূতন দেহধারী মানবাত্মা, কি
অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও কোথায় গমন করে, এবং
এই পরিবর্তনের পরিণাম কি? তাহা লব
সাহেবের সংগৃহীত, পরজন্মবাসীদের আত্মোক্তি
হইতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

(ক্রমঃ)

কামরূপে পাল নৃপতিগণ

(আগার পর্যাটক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বোম চৌধুরী)

প্রবর্তনা :

বর্ধপাল নামের দুইজন প্রসিদ্ধ নৃপতি
বিভ্রান ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।
ইহাদের মধ্যে ১ম বর্ধপাল সৌড়ের পাল রাজ-
বংশের ২য় নৃপতি, এবং অপর জন দণ্ডভূক্ত
(পৌড়মণ্ডল ?) পতি। দাকিণাত্যের রাজেন্দ্র

চৌলা ১০১২ খৃঃ অব্দে ঐ দণ্ডভূক্তপতিকে বৃত্তে
পরাজিত করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের
মতে বঙ্গের রাজা দাকিণ টাঙ্গ ২য় বর্ধপালের
ভ্রাতা ছিলেন। তিনি তিলক টাঙ্গের কন্যা
ময়নামতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ময়নামতী
দীলকামরী মহাকুমার অন্তর্গত ডিমলা থানার

অধীন “আটারা খাঁড়ী” গ্রামে বসবাস করিতেন। তিনি নেপাল বৌদ্ধ-বোধী পৌরন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। ডাক্তার বুকাননের মতে মণিক টাওয়ার মৃত্যুর পর তবীর রাজ্য লইয়া ধর্মপাল ও মরনাধতীর মধ্যে যোঁর সংগ্রাম হয়। তাহাতে ধর্মপাল নিহত হইলে মণিকটাওয়ার পুত্র গোপিন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। গ্রীষ্মারম্ভে মরহোদর এই কিম্বদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করতঃ মণিকটামকে ধর্মপালের প্রতিবন্দী নৃপতি বা সামন্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

লক্ষ্মী ভারানাতের গ্রন্থ এবং বলিমপুরে প্রাপ্ত ১ম ধর্মপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্থায়ী অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। মণিক গাজুলীর “ধর্মমঙ্গল মতে” ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন মরনাগড় রাজ লাইসেন। ৭০৩ শকে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।” Capt Jenkins বর্তমান আসাম প্রদেশস্থ তেজপুরের সন্নিকটে ধর্মপালের যে—করগাখি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, গতগর জেলারেলের এজেন্ট Mr. F. Jenkins ১৮৪০ সালের Jour. A. S. B. তে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক তাম্রশাসনের সহিত গণেশের মূর্তি সংলগ্ন ছিল। তাম্রশাসনে কোন শব্দের উল্লেখ নাই—বৎসরের

হানে হানে কেবল “৩৬” এই সংখ্যা উৎকীর্ণ আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, “মহারাজ ধর্মপাল ৮৭৫ খৃঃ অব্দ হইতে ৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন কিন্তু ঐতিহাসিক তারিখাথের মতে তাঁহার রাজত্ব কাল ৬৪ বৎসর। এই ধর্মপালের সহিত উপরি উক্ত পাল-বংশীয় রাজগণের কোন লব্ধ নাই। ঐযুক্ত এডোয়ার্ড গেইট মরহোদরের মতে “এই বংশের অন্ততম রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। ত্রক্ষ পুত্রস্থ রাজুলীধীপের রত্নপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।” ত্রক্ষপুত্রময় এই রত্নপুর নগরী উদরাস্যাং করিয়া উহার চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছে।

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি “প্রবল” হুহিতা রান্নাদেবী (৪) কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রকূট কোথায়? প্রাচীনকালে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশকে “রাষ্ট্রকূট” বলা হইত। বনরামের ঐধর্মমঙ্গল অনুসারে “ধর্মপালের পত্নীর নাম ছিল ভাহুমতী (হৃতীর বর্গ, ৬৫ পৃঃ)। এই ভাহুমতীর রজ্ঞানে এক ভ্রাতা ছিল, তাঁহার সহিত বেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মরনাগড়ের রাজ্য কর্ণসেনের পরিণয় হয়। কর্ণসেনের

(৪) রান্নাদেবী—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol iii, P. 20.

পুত্র লাউসেন ধর্মপালের আদেশে বিপুলবাহিনী সহ কামরূপ কর্পূর ধলকে আক্রমণ করতঃ পরাজিত করেন। কর্পূর ধল স্বীয় কস্তা কলিককে লাউসেনের করে সমর্পণ করিয়া আশ্বপ্রসাদ লাভ করেন ; ইত্যাদি।” বন-রামের শ্রীধর্মযজ্ঞের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার এ উক্তিসমূহ কালিনিক। কোম ইতিহাসে, আবিষ্কৃত প্রস্তর লিপিতে অথবা প্রাপ্ত তাত্ত্বশাসনে ঐ সকলের কোন শোষণতা পাওয়া যায় না।

“ধর্মপাল” মহারাজ গোপালের ঔরসে ও দোন্ধদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি রাজ্যলাভ করিয়াই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তাত্ত্বশাসনে ধর্মপালকে “বজ্রপতি” এবং তাঁহার সৈন্তগণকে বাজালী বলা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে মিথিলা বাজালীর অংশ বিশেষ ছিল।

দেবপাল।

প্রাগ্জ্যোতিষপুত্র বা কামরূপের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা ধর্মপালের মহারাজ দেবপালের নাম পাই। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ভাগলপুরে মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের একখানি তাত্ত্বশাসন আবিষ্কৃত হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্র-লাল মিত্র এই তাত্ত্বপত্রের প্রতিলিপি ও অনুবাদ

স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করেন। এই তাত্ত্বশাসনখানি ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া “ভাগলপুর লিপি” নামে সুপরিচিত। ভাগলপুরে নারায়ণ পাল দেবের আবিষ্কৃত তাত্ত্বশাসনে উৎকীর্ণ আছে, “জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশে উৎকল ও প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য (বর্তমান কামরূপ) অধিকার করেন। জয়পাল যুদ্ধযাত্রা করিলে উৎকল রাজ দূর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের তাঁহার আজ্ঞা মতকৈ ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া চিরকাল পরমসুখে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে উল্লেখ আছে :—

“যন্নিগজাতুর্নিদেশবলবতি পরিতঃ প্রস্থিতঃ

সৌদাম্ন্যেব দূরান্নিগজপুত্রমজহুৎকনানামধীনঃ ।

আসাক্ষ্রে চিরায় প্রণয়ি পরিততে।

বিভ্রহুচ্চেন বৃদ্ধঃ।

বাজা প্রাগ্জ্যোতিষানুশাসনমিত-সমিং-

সংকথাং যন্ত চাজাম্ ॥”

এই শ্লোকের দ্বারা উৎকলাধিপতির পত্নাজয়ের এবং প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন (৫)

“ভগদত্ত বংশীর প্রভাবের পৌত্র ভরপাল বাহ
লভবতঃ এই সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রামপাল।

১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে মহামহেশপাথার ত্রিযুক্ত
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক “রামচরিত কাব্য”
নেপাল হইতে আনীত হইয়া ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে
এসিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে প্রকাশিত
হইবার পরে মহারাজ রামপাল দেবের রাজত্ব-
কালের নির্ণয় এবং তৎকালের ঘটনাবলীর
বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

সন্ধ্যাকর নদী বিরচিত “রামচরিত”
কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে দুই হয়—মহারাজ
ভর বিগ্রহপাল দেবের মহীপাল, শূরপাল ও
রামপাল নামক পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
ইহাদের মধ্যে “রামপাল” স্বীয় গুণগৌরবে
প্রজামণ্ডলীর সমাদৃত ও সিংহাসন পাঠবার
উপযুক্ত হইলে তদীয় দুইভ্রাতৃগণ মহীপাল
ভাঁহাকে কারারুদ্ধ করতঃ সিংহাসনে আরোহণ
করেন। ইহাতে একটি বিপ্লব ঘটে। প্রজা-
মণ্ডলী রামপাল দেবের পক্ষাবলম্বন হেতু
মহীপাল সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময় ভাঁহাকে
শিত্তুখুমি কৈর্তরাজের হস্তগত হয়। রামপাল
দীর্ঘকাল অধ্যবসায় বৈধাবলম্বনের পর ভাঁহার

হস্ত হইতে উহার উদ্ধার সাধন করেন। এই
রামপাল দেবের “মায়ন” নামে একু এসিদ্ধ
সেনাপতি ছিলেন। তিনি কামরূপ রাজ্য
ভর করিয়াছিলেন :—

ভাস্যজিত-কামরূপাদি বিধর বিনিবৃত্ত

মানসম্পাদ্যঃ।

মতিমান মায়ন নৃপো বতমানস্য প্রজাভিরকার্ষম।

—রামচরিত, ৩৪৭

কুমারপাল।

মহারাজ রামপাল ঐহসে স্ত্রীএসিদ্ধ কুমার-
পাল দেবের জন্ম হয়। এই কুমারপালের
“বৈদ্যদেব” নামে এক বিখ্যাত মন্ত্রী ও সেনাপতি
ছিলেন। এই বৈদ্যদেবের পিতামহের নাম
ছিল “দোগদেব”। পিতার নাম “বোধিদেব”
এবং মাতার নাম “প্রতাপ দেবী”। ১৮৯২
খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে বৈদ্যদেবের ২৫ বার্ষিক
তাব্রশাসন ৩৮বারশলী নামের গঙ্গা বরণা —
হলের নিকটবর্তী “কমৌলী” গ্রামে জনৈক
রুহকের হলকর্ষণকালে আবিষ্কৃত হয়। একত
ঐ প্রাপ্ত তাব্রশাসনগুলি কমৌলী লিপি নামে
সুপরিচিত হইয়াছে। বৈদ্যদেবের তাব্রশাসনে
মহারাজা কুমারপালের রাজত্বকালের ঘটনা-
বলীর মধ্যে সর্বপ্রথম দক্ষিণ বঙ্গে নৌ-যুদ্ধের
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ

সুবারপাল যখন বিহারে রাজত্ব করেন, তবীর
বেলাপতি বৈদ্যদেব তখন কামরূপ রাজ্যে
শাসনস্বত্ব পরিচালিত করিতেন। কাম্বোজী-
লিপি মধ্যে উল্লেখ আছে—ক্রীমান বৈদ্যদেব

তৎকর্তৃক বিকীত রাজ্যসীমার চতুর্ধ বৎসরে
বারেই নিবাসী সোমনাথ নামক জনৈক
ব্রাহ্মণকে কামরূপ মন্ডলে জুনি দান করিয়া-
ছিলেন।

কোহিনূর বা ভারতভাগ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(জিগিষীষা মাথ মুণোপাধ্যায়, এম্-ডি)

১৫১২ খ্রিঃ অব্দে কতে বা পেশওয়ার হইতে
আটক পার হইয়া সের মহম্মদের পুত্র আটা
মহম্মদের হস্ত হইতে কাম্বীর রাজ্য উদ্ধার
করিতে যাত্রা করেন। মহারাজ রণজিত সিংহ
খুশ প্রতিক্রিয়া কতে বীর সাণাঘ্যার্থে বোকা চাঁদ
নামক তাঁহার একজন প্রথম সেনাপতিকে
প্রেরণ করেন। অত্যন্ত কাল মধ্যেই শত্রু
বিতাড়িত হইল। কাম্বীর বোকা চাঁদ কর্তৃক
অধিকৃত হইল। আটা মহম্মদ পলায়ন করিলেন।
সাহ মুজা তৎকালে কাম্বীরে আটা মহম্মদের বন্দী
স্বরূপ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার জ্বর
নাম ওহু বেগম। পতিপ্রাণা রমণী স্বামীর
সুখস্বাস্থ্য লাভের জুকা হইয়া বোকা চাঁদের
সহিত এক অলৌকিক পানে আবদ্ধ হইলেন।
বসিলেন যে, সাহামুজা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে

কোহিনূর শিখপতিকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত
হইবে। বেওয়ারিস বোকা চাঁদ সাহ মুজাকে
মুক্ত করিয়া—তাঁহাকে ও ওহু বেগমকে সঙ্গে
লইয়া লাহোরের প্রত্যাবর্তন করেন। লাহোরের
রাজদরবার পক্ষ হইতে সুবারক কালওয়ার
বরক সিং মণ্ডরীক সাহ মুজাকে পরম সমাদরে
অভ্যর্থনা করিলেন। সাদেবাতে তাঁহাদের
বাসস্থান নিরূপিত হইল। শ্রান্তি-বিনোদনার্থ
সুবারক হাতেলি নামক সুরম্য হর্ষে রাজবন্দী
বাস করিতে লাগিলেন। রাজকোষ হইতে
মুচাকরূপে কীৰিকা নিকাহ নিমিত্ত অর্থ প্রদত্ত
হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা অলৌকিক
পালন করিতে পারিলেন না। রণজিৎ সিং
কোহিনূর প্রার্থনা করিলে সাহ মুজা ও ওহু
বেগম সেই হীরক অর্পণ করিতে ইতস্ততঃ

করিলেন। কোহিনুর তাঁহাদের নিকট নাই বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ জনকৃতি প্রচলিত
বেগম মহারাজকে এই উক্তর প্রদান করেন।
মহারাজ বেগমের চাচুরী বুঝিতে পারিলেন।
সাহ সূজার একজন অনুচর বীর আবুল হাশম
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বীর প্রত্নর বহুবল্যবান
মণিমাণিক্য হস্তগত করেন এবং সেই দুর্বৃত্তই
কোহিনুর যে শাহের নিকটে আছে এই
গোপনীয় সংবাদ রণজিৎ সমীপে প্রেরণ করেন।
ইহাতেও রণজিৎ তাঁহাদের প্রতি সন্দেহের
প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের
পলায়নের পথ রোধ করিলেন। দাদেরা রাজ-
প্রাসাদের চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত হইল।
ওহু বেগম এইরূপে নজর বন্দী হইলেন।
তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর কারাগারে
নিষ্কিন্ত হইল। বিশেষ অত্যাচার না করিয়া
প্রহরীপন কাহাকেও বেগম সমীপে বাতায়িত
করিতে দিত না। সাহ সূজা বন্দী স্বরূপ
অনুভবগে গোবিন্দগড় দুর্গে প্রেরিত হইবেন
এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইল। কোহিনুর
কোন মহাজনের নিকটে বন্ধক আছে, এবং বহু
অর্থে খোঁজসা করিতে হইবে বলিয়া হলনা
পূর্বক সাহ দুইমাস সময় প্রার্থনা করিলেন।
অনিচ্ছা পূর্বক মহারাজও প্রথম অসম্মত হইয়া-
ছিলেন। কিন্তু সচক্ৰ রণজিত সূজার হলনা
বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ জনকৃতি প্রচলিত
আছে যে এই সময় সূজা একবার পলায়নের
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণগৃহের নিকট
একটা বৃহৎ নর্দমা ছিল। এই নর্দমা ইরানভী
মরীচীর পর্বাংশে গিয়াছিল। রাজিকালে, অতি
গোপনে, কোহিনুর লইয়া সূজা এই নর্দমায়
প্রবেশ করিলেন; কোনরূপে ইরানভী ভীরে
উপস্থিত হইতে পারিলে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে
পারিবেন এইরূপ আশা মনে উদয় হইল। কিন্তু
তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। রজনী প্রভাত
হইবার পূর্বেই তাঁহার পলায়ন সংবাদ ব্যক্ত
হইয়া পড়িল। তাহাকে বরিবার অস্ত্র চারিদিকে
প্রহরী ছুটিল। কেহ কেহ সেই নর্দমা মধ্যে
তাঁহার অনুসরণ করিল। সূজা তাঁহার বিবাক্ত
বাহু সেবনে দুর্জিৎ প্রায় হইয়া পড়েন।
প্রহরীরা ঘেঁষিতে পাইল যে তিনি নর্দমা মধ্যে
একবার চলিতেছেন আবার বসিতেছেন। ধরা
পড়িয়া তিনি কোহিনুর সহ করিয়া আসিলেন।
হায়! যে কোহিনুর মস্তকে ধারণ করিবার
অস্ত্র কত সন্মাত্র ব্যাকুল ছিলেন, এইরূপ দুর্গন্ধময়
নর্দমায় মগ্ন একদিন তাঁহার অংশমান
হইয়াছিল। মহারাজ বেগমকে স্পষ্টই জানাই-
লেন যে, কোহিনুর বাতীত মহারাজ কিছুতেই
সন্তুষ্ট হইবেন না। ওহু বেগম কতকগুলি বহু-

মূল্য হীরক মহারাজকে উপহার প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তদ্ব্যতীত কোহিমুর দেখিতে পাওয়া গেল না। মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। উক্ত বেগম ও তাহার আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের ব্যয় হ্রাস করিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া সাহ সুলার পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে বেগম মহারাজকে কোহিমুর প্রদান করিলেন এই অস্বীকার করিলেন। সাহ সুলার অবিলম্বেই স্বাধীনতা লাভ করিলেন। কিন্তু বিধ্যা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন কোহিমুর কাম্বোজারে এক বনিকের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে। * মহারাজ রণজিৎ সিংহ ক্রোধান্বিত হইয়া বেগমের খাতিয়াদি প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই মাস শিথ পদাতিক সৈন্য বন্ধকরূপে নিযুক্ত হইল। আজিজ উদ্দীন, তাই ওরু বজা সিং জমাদার মুসলাল সিংকে প্রেরণ করেন। সুলার মহারাজকে স্বয়ং কোহিমুর লইয়া যাইবার জন্য অভ্যর্থনা প্রকাশ করেন। যত্নগরি ভয়ে সাহ সুলার এইবার চেতনা

* এই সময় দুই খানি পত্র লাহোর দরবারে প্রদর্শিত হইল। কেহ কেহ এই পত্র ভাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক সুলার উক্ত-মূলক কর্তৃক উজীর কতে খা সম্মুখে প্রেরিত হইয়াছিল। এই পত্রে রণজিৎ‌র অত্যাচার ও সুলার দুর্ব্বাসা বর্ণন পূর্বক উজীর ও আকবানদিগের সাহায্য আবেদন ছিল। পশ্চিমধ্যে এই পত্রবাহক রাজ-কর্ত্তব্যকারী ধারাদ্রুত হয়।

হইল। উদ্ধাব অসম্ভব বুঝিলেন। অস্বীকার মনে পড়িল। আপনাদিগকে শতধিকার দিতে লাগিলেন। অতঃপর সাহ সুলার মহারাজকে স্বয়ং কোহিমুর দিবেন বলিয়া পুনরাস্বীকার করিলেন। এইরূপ বন্দী অবস্থাতেও পঞ্জাব কেশরী সাহ সুলাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। এইবার মহারাজ নিজেরই সাহ সুলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিলেন। ১৮১৩ খৃঃ অঃ ১লা জুন রণজিৎ বজ্রবর্গ সমভিব্যাহারে সাহ সুলার বাসস্থান দাদেয়া প্রাসাদে গমন করিলেন। মহারাজ ও সাহ উভয়ে সাদর সন্তোষণ করিলেন। কিন্তু তৎপরে প্রায় ১ ঘণ্টা উভয়ে গভীরভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। কাহারও বাক্য ক্ষুণ্ণ হইল না। অবশেষে মহারাজার ইচ্ছিতে তাহার একজন অনুচর সাহ সুলাকে মহারাজের আগমন উদ্দেশ্য অরণ করাইয়া দিলেন। সাহসুলার একজন দূতকে অতঃপূরে প্রেরণ করিলেন। দাস একটা পেটিকা আনয়ন করিল এবং মহারাজ ও সাহর মধ্যস্থলে কার্পেটের উপর তাহা রাখিয়া দিল। মহারাজের অনুমতি ক্রমে, তাঁহার একজন কর্মচারী দেওয়ান তবানী দাস সেই পেটিকা খুলিয়া বহুমূল্য কোহিমুর হীরক প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমশঃ

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার।

ভক্তিরত্ন ত্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
সাধক-চরিত্রের অপূর্ব চিত্র—তান্ত্রিক-সাধনার নিগূঢ়-রহস্য
ভারাপীঠের সেই বীর-সাধক

বামা ক্ষেপা।

সাধক-চূড়ামণি বামা-ক্ষেপার অপূর্ব
কাহীন-কাহিনী—ভাঁহার অভ্যাশ্চর্য্য অমাহুৰী
কাব্যাবলী পাঠ করিলে বিম্বিত ও বিমোহিত
হইতে হয়। ভক্ত-হৃদয়ে ভাবের প্রস্রবণ
উছলিত হইবে—হৃদয় ও মন গদ্যবারি-
বিধৌত পুষ্পের স্রাব পবিত্র হইবে। এই
সাধক-শ্রেষ্ঠ বামা-ক্ষেপার নাম আজ কাহারও
অবিদিত নাই।

বর্ষে বর্ষে কত সাধক, কত ভক্ত বামা-
ক্ষেপার সাধন-স্থান—ভারাপীঠ দর্শনে যান
—ভার পূর্বে সেই মহাশাস্ত্র অলৌ-
কিক জীবনী একবার পাঠ
করুন। জীবন ধন হইবে, পুষ্পের
পবিত্র জ্যোতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে;
সকলিতা দূরে যাইবে সংসারের আবর্জনা
বিদূরিত হইবে। বাঙ্গালী ধন। এই গ্রন্থের
এত আদর হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ—বহু

চিত্র-শোভিত

অনেক নতন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত
হইয়াছে। বাঁহার জীবনের এক এক দিনের

এক একটি ঘটনা, এক একটি কাহা তুলিতে
ও শুনাইতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সেই মহাপুরুষের কাহিনী বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে—

প্রতি লাইব্রেরীতে থাকা কর্তব্য।

কুংলিং কুংচিপুর অসার পুস্তক দূরে
ফেলিয়া দাও—মণি-কাকনের আদর কর।
এখন বাঙ্গালার সুদিন আসিয়াছে—তাই
যোগীনবাবুর ভক্তিরসময়ী লেখনী-প্রসূত—
'বামা-ক্ষেপা'র এত আদর হইয়াছে।

বাজে নাটক-নভেল ছাড়িয়া, বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে যেদিন এই পুস্তক বিয়াজ ককরিবে
সেই দিন বুকিব—বাঙ্গালী-বন্ধের আদর
করিতে শিখিয়াছে—

বঙ্গ-গগনে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্যের

উদয় হইয়াছে

বামা-ক্ষেপা—সুবহু গ্রন্থ, হৃদয় বাঁধাই,
ছাপা পরিপাটি,

মূল্য ২৯ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪৮৭ তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

হিন্দুধর্মের কৌস্তভ মণি ।

উপনিষদ-রহস্য ।

= বা =

গীতার মৌলিক ব্যাখ্যা ।

সাম্বক শ্রীমৎ বিজয়রূপ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

গীতা ধর্মশাস্ত্রের সার—গীতা-শাস্ত্রসমুদ্রোদ্বীত সুখা । গীতার মূল অর্থ
প্রবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমৎ বিজয় রূপের অমৃত নিম্ব্যন্দিরী লেখনী প্রসূত
ভক্তিরসাস্রবক ব্যাখ্যা ।

* প্রতি ছত্রে সুখা, প্রতি স্লোকে ভাস্কর্য্যভাষ্য *

ভাবের এমন সহস্রলীলা আর কোন ব্যাখ্যার নাই । মানক! তোমার হৃদয়
রাগে অহবহঃ যে কুরুক্ষেত্রের সমর বাণিয়াছে, পাপ হৃদ্যোদন ও হৃদ্যাসন যে
অগ্নির রাজ্য দস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়াছ কি ? গীতার এই ব্যাখ্যা
পাঠে হৃদয়ে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—সংসারের শোক তাপ আলা
যজ্ঞা ভূলাইয়া দিবে ।

১ম খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায় একত্রে বাধাই—মূল্য ৪০ টাকা ।

২য় খণ্ড—৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় একত্রে বাধাই—মূল্য ৩০ টাকা ।

৩য় খণ্ড—৫ম অধ্যায় স্বতন্ত্র, মূল্য—১ টাকা ।

প্রতি খণ্ডই স্বতন্ত্র গ্রন্থ—বড় অক্ষরে ভাল ছাপা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

কর্মযোগ পুস্তক ভাণ্ডার

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি
প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টো-

পাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

১। আদর্শ ব্রাহ্মণ-ভক্তি-
রসাত্মক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক
অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১ টাকা।

২। মাতৃকৃতমেলা—ভক্ত-হৃদয়ের
পবিত্র উচ্ছাস—মূল্য ৮/০ আনা মাত্র।

৩। মা আমার কাল কেন?
—মাতৃরূপের ব্যাখ্যা-বিবৃতি—মূল্য ৮/০

৪। শিবের কৃষ্ণ শ্যামা
কেন?—প্রণয়ের সারসিদ্ধান্ত—মূল্য ৮/০

৫। বিজয় ভেলী—ধর্ম-বিষয়ক
সিদ্ধান্ত—মূল্য ১০ দেড় আনা।

৬। মুক্তি—মূল্য ৮/০ আনা।

৭। সত্যাত্মকম—৮/০ আনা।

৮। শোকশান্তি—৮/০ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত
ও শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-এল কর্তৃক পড়ানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—ভক্তি-
রসাত্মক উপদেশ গ্রন্থ। আইভরি কাগজে
৩০০ পৃষ্ঠা আবরণ মূল্য—২ টাকা।

ব্রাহ্মলীলা—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৪০ আনা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত

১। ব্রাহ্মবাহিনী বা বঙ্গবীরাকন্য
—ব্রাহ্মণ রাজকন্য়ার অলৌকিক বীরত্ব-
কাহিনী—সত্যযটনা—মূল্য ১০ পাঁচ টাকা।

২। বঙ্গবীর কণজিৎ কান্ন
—অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের কীৰ্ত্ত
চিত্র—১০ পাঁচ টাকা।

৩। অভিরাম গোস্বামী—
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ঘটনাবলি
পূর্ণ ভক্তিমূলক—মূল্য ১০ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
প্রণীত

১। গীতায় ঈশ্বরবাদ—১০

২। উপনিষদ ব্রাহ্মণ—১০

হীরেন্দ্র বাবু বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-
পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশদভাবে
বিশ্লেষণ—যিনি না পড়িয়াছেন, তাহার
জীবনই রূপ।

মার্কটোয় চণ্ডীর মূল—

চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সাবনসম্বর না
দেবী-মাহাত্ম্য—“ব্রহ্মগ্রন্থভেদ” নামে
প্রকাশিত—১১২ পৃষ্ঠা মূল্য ২ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড “বিষ্ণুগ্রন্থভেদ” নামে
প্রকটিত—৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড “শক্ত-বধ—রুদ্রগ্রন্থভেদ”
মূল্য ২ টাকা।

সত্য প্রতিষ্ঠা—মূল্য ৮/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪ নং তেলকলঘাট রোড হাওড়া

ভূতপূর্ব “অমূল্যস্বান” পত্রিকার অধ্যক্ষ

পরিচালক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক

“আলোচনার” লেখক

শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল সাহিড়ী

প্রণীত

১। কুল লক্ষ্মী—

শ্রীপাঠা গার্হস্থ উপাঙ্গ। মনোজ্ঞ

বীণাই, মূল্য ২৭ ছই টাকা।

২। লোকারণ্য—

সংসার অরণ্যের নিখুঁত চরিত্র-চিত্র।

মনোজ্ঞ বীণাই—মূল্য ১৮ দেড় টাকা।

৩ বঙ্গলক্ষ্মী—

আধুনিক বাঙ্গালার জাগরণের চিত্র।

বুঃ উপাঙ্গ—(বঙ্গবন্ধু)।

হাওড়া কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্

কর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত অতাবিস্তারীয়

আইন পুস্তক—

ডিক্রিয়ারি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৮ আনা

কোর্ট-কি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৮ আনা।

মৃতদেহ ট্যাক্স আইন—মূল্য ৮ আনা।

উপাঙ্গাচার্য—

ঋষিকল্প প্রবীণ-লেখক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অপরাপর অমূল্য গ্রন্থরাজী

রামপ্রসাদ— ২৮

ভুলসী দাস— ৩৮

দরাক বা— ১৮০

বর্ণাপ্রব— ২৮

সংসার চক্র— ২৮

উপাঙ্গা গ্রন্থাবলী— ২৮০

মোহন মালা— ১৮০

মায়ার মেলা— ১৮০

পঞ্চরত্ন— ১৮০

নই চরিত্র— ১৮০

স্তোত্র রত্নমালা।

পণ্ডিত শ্রীমানদেবপ্রসাদ বিদ্যা-

ভূষণ সংকলিত ও অনূদিত।

১। দেবদেবীগণের স্তব বিশেষতঃ শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তব সমূহ এবং তাহাদিগের

দ্বিত্বক বঙ্গানুবাদ সহ সর্বোৎকৃষ্ট স্তোত্র

পুস্তক। ইহাতে শিব মহিষ স্তব, বিষ্ণুসহস্র

নাম, আদিত্য হৃদয়, আনন্দলহরী,

রুচিস্তোত্র, পুরুষসুত স্তব প্রভৃতি অপূর্ণ

স্তোত্র এবং সে সকলের অবিকৃত বঙ্গানুবাদ

সম্মিলিত হইয়াছে। সর্ব নর নারীর

পাঠ্য মূল্য ১৮০।

২। শিবপুস্তক বিশিষ্ট।

মহিষ স্তব, মূল, অমর টাকা, গুহ অম্ববাণ

পদ্মাবাদ সহ। মূল্য ৮ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলবাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়াক'জ ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

মাকার্ড এবং পোষ্টার ছাপিবার উপযোগী বান্ধালা, ইংরাজী, নাগরী বা দেবনাগরী প্রভৃতি নানাপ্রকার ও নানারকম আকারের কাঠের অক্ষর আমাদের প্রেসে বিক্রয় জন্ম প্রস্তুত আছে এবং নমুনা দিলে তদনুযায়ী অক্ষর আমরা প্রস্তুত করিয়া অতি অল্প সময়ে এবং অল্প স্থান অপেক্ষা সম্ভা দরে দিতে পারি। “তিন জ” হইতে “৬ ইঞ্চি” টাইপ সর্বদাই প্রস্তুত রাখি। অর্ডার পাইলেই সেট মিলাইয়া দিয়া থাকি। খুচরা দরকার হইলে তাহাও বিক্রয় করি। টাইপ প্রস্তুত জন্ম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ ও ভাল কারিগর রাখিয়া একটা আলাহিদা কারখানা করিয়াছি। প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষগণ পত্রের দ্বারা এবং সম্ভব হইলে আপনারা আসিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

তেলকলঘাটে নাথিয়া আমাদের প্রেস ও কারখানা ৫৭ মিনিটের রাস্তা।

কর্মযোগ এজেন্সি।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

আমাদের এজেন্সীতে যে কয়েকটি বহু পরীক্ষিত ঔষধ
পাওয়া যায়—তাহার একই পরিচয়।

নবীন বানুব লৌহ-সার—

সর্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ ঔষধ। লক্ষ লক্ষ
রোগী দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত। লৌহ-
সারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইটা
টনিকের কার্য করে। প্রকৃতই ইহা রোগীকে
লৌহ-বিক্রম করিয়া দেয়। মূল্য প্রতি
শিশি—৮০ আনা।

ডাঃ এস্. কে. চাটার্জির

অগ্ননাশক চূর্ণ—অগ্ন ও অগ্নজ্বিত

সর্বপ্রকার পেটের পীড়ার প্রদান, কলি-
কাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ভূত-
পূর্ব চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্. এন্.
মল্লিক, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান
ও গভর্ণমেন্ট উকীল বদাভবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র
সিংহ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয়
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত মূল্য—১০ আনা।

ম্যাজিক-বটিকা।

রক্ত-আমাশয় আরোগ্য করিতে ইহা
ম্যাজিকের দ্বারা কার্য করে। এক বটিকাতেই
অদ্বুত কল হয়। মূল্য—১০ আনা।

আগ্নেয় ভস্ম।

ইহা ঢাকা জ্যোতিঃ ঔষধালয়ের
সেই বিখ্যাত—আগ্নেয় ভস্ম।

ইহার উপকারিতার ব্যবহারকারী
মাজেই মুগ্ধ। ইহা কলেরার প্রতিবেধক
এবং আক্রমণের পর যে কোন অবস্থায়
ব্যবহার করিলে দ্রুত ও স্থায়ী উপকার হয়
অগ্ন. অগ্নপুল পেট কাঁপা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
পাকায়জ্বিত সর্বপ্রকার উপদ্রব নষ্ট
করিতে ইহার তুল্য ঔষধ দেখা যায় না।
অনুপানভেদে ইহা সর্বপ্রকার ব্যারামেই
ব্যবহার করা যায়। মূল্য ছোট শিশি ১০।

ডাঃ এ, সি ঘোষাল কৃত

এ্যাজমা মিষ্ট।

ইপানির মহৌষধ। বহুদিন হইতে
আমরা বহু রোগীকে দিয়া ব্যবহার করাইয়া
সন্তোষজনক কল পাইয়াছি। শতকরা ৯০ টি
সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে।
বান্ধারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়।
মূল্য প্রতিশিশি ১১০ টাকা, প্যাকিং বহুল।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার ।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, ধর্মমূলক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত

ঋষিকল্প প্রবীণ লেখক, উপন্যাসাচার্য্য

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

— নূতন উপন্যাস —

১। সতী-প্রতিভা ।

পবিত্র হিন্দু-সংসারের নিখুঁত চিত্র—সতীর অপূর্ণ প্রতিভা । চরকোপানলে মরন-ভয়ের
ভয়, সতী রোধানলে পাপীর ধ্বংস, বদ্ধরূপী লম্পটের ভীষণ পুণিণাম, সংসারে সুখ ও
শান্তির পূণ্যপ্রতিষ্ঠা—কেমন উজ্জল, কেমন মধুর ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে, যুবক যুবতীর
শিকনীর উপহার গ্রন্থ । সমাজের বিবাহ প্রথার ও অন্ত্যায় দেশাচারের সংস্কার সাধন ইহার
উদ্দেশ্য । এমন মনোহর, এমন সঙ্গ ও স্তম্ভপাঠ্য উপন্যাস বাংলায় এই প্রথম । যুবক
যুবতীর উচ্চ আদর্শ চরিত্র বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক ; সংসারে পুণ্যের জ্যোতি
প্রতিভাত হউক । সুন্দর রেসমী বাঁধাই । মূল্য মাত্র দেড় টাকা ।

২। নদের নিমাই ।

নদীরার শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের অপূর্ণ জীবনী । ভগবানের অসংখ্য অবতার কিন্তু
বাক্যলা দেশ কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের জন্যই অহঙ্কার করিতে পারে । ভগবান্ শ্রীচৈতন্য
দেব অবতার গ্রহণ করিয়া বাক্যলা-দেশ স্তম্ভ করিয়াছেন, বাক্যলা-জাতি শ্রীচৈতন্যের
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই একদিন এত প্রতিভাশালী হইয়াছিল ; এবং সেই জন্যই তাঁহার
পবিত্র জীবনী প্রত্যেক বাক্যালীর পাঠ করা উচিত । ইহা এত মনোহর এবং প্রীতিপ্রদ
যে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যাইবে না । ভগবান
শ্রীচৈতন্যদেবের এমন নিখুঁত জীবনী আর কখন প্রকাশিত হয় নাই ; বাক্যলা, ধর্মপ্রাণ
বাক্যলা ! তোমাদের নিকট ইহার নিশ্চয় আদর হইবে । ভগবান্ চৈতন্যের উদ্ভাবনাব,
তাঁহার জয়গ্রন্থ হরিনাম সংকীর্তন, তাঁহার প্রণাম, প্রেমভক্তিপূর্ণ উপদেশ পাঠ করিলে
—জয় ভক্তি-রসে আত্ম-হইবে । প্রকাশ গ্রন্থ সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মূল্য ২৭ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

“ত্রিকুণ্ড”পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরম ভাগবত
শ্রীকীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ—প্রণীত ।

(১) **স্বপ্নভাষ্য**—অনলবর্ষী জাতীয় কবিতাগুলি । যেস গল্পেরে তার ইহার
ছন্দনির্ঘোষ বিদ্বাতের তার ইহার উন্নয়ন, বজ্রের তার ইহার শক্তি । দেশমাতৃকার পূজার
পবিত্র অর্ঘ্য : মূল্য ৫০ ।

(২) **ভিলেকের ভিলোভান**—অপূর্ণ ছন্দোময়ী কবিতার রচিত ধনীর
করাল কবল হঠতে দরিজের মৃতির চিত্র, সহস্রশীর্ষ পুরুষের আগরণ অতি সুন্দররূপে
পরিষ্কৃত হইয়াছে । মূল্য ৮০ ।

(৩) **বর্তমান কর্মসূত্র**—(অপূর্ণ জাতীয় ছন্দোবদ্ধ গল্প প্রবন্ধ) পাশ্চাত্য
সত্যতার পৃষ্ঠে ইহা দারুণ কসাঘাত তুল্য । এই মৃতকল্প জাতির পক্ষে ইহা সঞ্জীবনী সুধা
বরূপ । মূল্য ৮০ ।

(৪) **অমিত্র গীতা**—ঐমত্তগবদগীতার পক্ষে এইরূপ ভক্তিপ্রবণ সহজ সুন্দর
বিস্তৃত অনুবাদ আর বাহির হয় নাই । ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক সংকৃত মূলের
কটমট প্রতিধ্বনি নহে । অথচ মূলের সহিত প্রতি ছত্রে ছত্রে সামঞ্জস্য রহিয়াছে । গ্রন্থেবে
গীতা মাঝামাঝি অতি সুন্দর পদ্ধতিবাদের প্রদত্ত হইয়াছে । সুন্দর বাঁধাই ১৬৫ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ ।
এ্যাংলিক কাগজে ছাপা—মূল্য ৪০ ।

(৫) **শরৎপাপতি**—হিন্দুযাত্রেরই নিত্য পাঠ্য । ইহা সাধনের অঙ্গ । সাধন-
পথে দাঁড়াইয়া সাধকের শরণাগতির কথা মনে পড়ে । সুন্দর পরার ত্রিগদী ছন্দে রচিত ।
পাঠে শরণাগত হৃদয় মাত্রই নিগলিত হইবে । মূল্য—৮০ ।

কীরোদ বাবুর পুস্তকগুলি অনুভবাকার পত্রিকা, হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে
ভূরসী প্রকাশিত হইয়াছে ।

নিম্নণ কলেজের ছাত্রপুত্র

অধ্যাপক

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

কর্জুক অনুদীপ্তা

শ্রীশ্রীচণ্ডী ।

মূল্য ১০ আনা ।

মূল্য ৪০ আনা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভারত আবার জাগিল !!!

উপাধ্যাসাচার্য পণ্ডিত প্রবাল সাহিত্যিক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সিদ্ধহস্তের লেখা—

তন্ত্র-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব

সরল সুললিত উপাঙ্গাসের

মধ্য দিয়া কেমন সুন্দর

ফুটে উঠেছে ।

শক্তির সাধনায়
এই মানুষ কেমন
ক'রে

উন্নতির শীর্ষস্থান
অধিকার করতে পারে
শক্তি-সাধনায় তাহা নিশ্চয়ভাবে
বর্ণিত হ'য়েছে ।

গৃহধর্মের নারীশক্তির বিকাশ !
শক্তি-সাধনায়—হিন্দুর সোণার সংসার !
আত্মোন্নতি চাও—শক্তি-সাধনা প'ড়ে দেখ !
প্রকাণ্ড গ্রন্থ, স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই, মূল্য ২৫০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস,
৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, “কর্মযোগ প্রেস” হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ সিংহ
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রেসবিহীন প্রিন্টিং বা দাম্পালের
হাতে কাম দিয়া কষ্ট পান

কেমন ?

সরাসরি নিয়ের ঠিকানায় পত্র লিখুন
বা ফোন করুন ।

ঘরে বসিয়া সুবিধামত দ্রুত ও
মনের মত কাম পাইয়া খুসী
হইবেন ।

—:—

ম্যানেজার—

কম্পোজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

ফোন নং—১৯১, হাওড়া ।

অষ্টাবিংশ বর্ষ ।]

শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল ।

[চতুর্থ সংখ্যা ।]

পুজনীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা ;

সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ।

“শক্তি-সাধনা” ও “বামাক্ষেপা”

পড়িয়াছেন কি ?

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সড়াক ২৮/০ আনা ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	লেখক ।	পৃষ্ঠা
১। মেঘ সমাগমে	ঐপরেশনাথ চৌধুরী	৭৩
২। মালবিকা	ঐঅশোকনাথ ভট্টাচার্য	৭৪
৩। জাতি-গঠনের চতুরঙ্গ	.	৭৬
৪। বিচার	ঐস্বশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ	৭৯
৫। কলিকাতায় অন্তত জুয়াচুরী	ঐঅমূল্যচরণ মিত্র	৮৪
৬। কোহিনুর না ভাঙে ভাগা	ঐগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি	৮৬
৭। পরলোকের পরিচয়	ঐঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০
৮। বিশিষ্ট-প্রসঙ্গ ও আলোচনা		৯৪
৯। গাঁথা	ঐহীরলাল গুপ্ত কবিরঞ্জন	৯৬

ভীষণ ম্যালেরিয়ায় বাঁচিবার উপায় কি ?

সময় থাকিতে

“নবীন বাবুর লোহসার”

সেবন করুন ।

প্রাপ্তিস্থান :—

কর্মযোগ এজেন্সী ।

৪নং তেলকলমঘাট রোড, হাওড়া

কর্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়াক'স্‌।

স্থাপিত-১৯৩৮।

৪নং তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

সুন্দর ছাপার কাজ যদি অল্প সময়ে ও সুবিধা দরে করিতে চান,

তবে আমাদের ছাপাখানায় অর্ডার দিন।

বৈদ্যুতিক মোটর চালিত।

ভাল ভাল মেশিন ও ট্রেডেলে আনুসঙ্গিক নুতন অক্ষরে বর করে ছাপা।
বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ও মনোজ্ঞ প্রীতি-উপহার, লেটারহেডিং,
বিল, ইন্ডলেন্স, ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত 'ক্যাসনেমো', লেজার, ও
নানাপ্রকার ফরম্ এবং উচ্চশ্রেণীর জর্জের কাজ কবাই আমাদের
বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, বাঙ্গালা ও নাগরী সকল প্রকার পুস্তক
এবং মাসিক পত্রাদি ছাপার বন্দোবস্ত আছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আঁত
অল্প সময়ে নিতুলরূপে ছাপিয়া দেওয়া হয়। বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরীতে
এক রঙে বা মিশ্র রঙে প্ল্যাঙ্কার্ড ও সোকার্ড ছাপিয়া থাকি। একবার মাত্র
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের ছাপাখানার সংশ্লিষ্ট একটি পুস্তক-বাইবেল বিভাগ খোলা হইয়াছে।
এখানে অভিজ্ঞ দপ্তরীর দ্বারা কা.টিং, পারফেক্টিং, নস্প্রিং,
কলিং, আইলে.টিং, পাব্লিশিং, প্রকৃতি মেশিন সাহায্যে উত্তম চামড়া, মনোজ্ঞ
কাগড় ও কাগজের সুন্দর বাণাই হইয়া থাকে। সদাগরী অফিসের মোটা ও মজবুত
লেজার ও ক্যাস-বুক ইত্যাদি ও কার্যকার্য বিশিষ্ট মসৃণের পুস্তকাদি সুচারুরূপে বাণাই
করা হয়। সকল প্রকার একাউন্ট-বুক ইত্যাদি ও একসারগাইজ বুক সুলভ মূল্যে
বাণাই ও বিক্রয় হয়।

কাগজের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা এখানে ছাপাখানার ও সাধারণের প্রয়োজনীয়
নানাপ্রকার কাগজ আমদানী করিয়াছি। মূল্য বাজার অগেচ্ছা সুলভ; পাইকারী ও
খুচরা বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞাপন ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত
বৃদ্ধি হওয়ায় অন্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া
এক গ্রোস জবাকুশুম তৈলের মূল্য ১০৮ এক
শত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯৥০ সাড়ে
ময় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২৥০ আড়াই
টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য
১ এক টাকা রাখিল।

কবিরাজ — উপেন্দ্রনাথ সেন ।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

আলোচনা-দশ হাজার পাঠক ।

বিজ্ঞাপন দাতার সুবর্ণ সুযোগ ।

—•••••—

অসার আবর্জনাপূর্ণ বিজ্ঞাপনে কলেবর মোটা করিয়া আজকাল যে সকল মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতে অধিক মূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকে লোকসান দিতেছেন। সেই আবর্জনারাশীর মধ্যে তাঁদের বিজ্ঞাপন পাঠকের নজরেই পড়ে না। আলোচনায় বিজ্ঞাপনের হার মূল্য, এবং এই পত্রিকা মাসে মাসে, নিয়মিত গ্রাহক ব্যাতিত, বহু নির্দোষিত নূতন নূতন ঠিকানায় নানাদেশে বিতরিত হইয়া থাকে। প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন আলোচনায় লওয়া হয় না, তজ্জন্ম সদ্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ফল অবশ্যস্তাবী। কর্মযোগ পুস্তক ভাণ্ডারে যে সকল সদগ্রন্থ বিক্রয়ার্থে রক্ষিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপনের মূল্য লওয়া হয় না।

পূজায় “বামাক্ষেপা” ও

“শক্তি-সাধনা”

কিনিয়া ও গড়িয়া অর্থ ও সময়ের

সদ্যবহার করুন ।

বিজ্ঞাপনের যুগে গ্রন্থকার মহাশয়েরা ।

পুস্তক মাত্র ছাপাইয়া নিশ্চিত থাকিবেন না । বিনা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের কাটতি করার আশা করা যাইতে পারে না । অনেক গ্রন্থকারও সর্বগ্রামী প্রকাশকের কবল হইতে বাঁচিবার আশায় কয়েকট্টে নিজের খবচায় পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞাপনের অভাবে কিছুই করিতে পারেন না । এদিকে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া ‘কাটতি’ বই বিক্রয় করেন বইএর কাটতি বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করেন না । এই সব অন্ত্রাদি দূর করিবার জন্য আমরা মাত্র শতকরা ২৫ টাকা কমিশন লইয়া নিজ ব্যয়ে আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকি । ইহাতে গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিজ পুস্তকবলীর কয়েক কপি আমাদের পুস্তক ভাণ্ডার জমা রাখিলে আমরা বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা কাটতি করিবার চেষ্টা করি । পত্র দ্বারা সনিশ্চয় অবগত হইবেন ।

নিবেদক—ম্যানেজার—আলোচনা ;

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

কি ক’রে বুঝাব

‘বামাক্ষেপা’ ও ‘শক্তি-সাধনা’

কিরূপ উপাদেয় ?

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সু প্রসিদ্ধ ও বহু পুরাতন

❀ কাগজ বিক্রেতা ❀

১৩৪ ও ১৩৫নং, ওল্ড চাইনা

বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

—২—

ব্রাঞ্চ—৬৪ হ্যারিসন রোড,

১০৩ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১, হিউওয়েটারোড, এলাহাবাদ ও চক, বেনারস ।

আজীব দিল্লীর সময় এই পত্রিকা না যোগ্যেণ করিবেন ।

দেশ, শ্রম এবং মূলধন সকলই ভারতীয় ।

দেশ—শুক্র এবং প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় গীড়ার অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা প্রস্তুত করণে যে সকল গাছ গাছড়া ব্যবহৃত হয় সে সকলই ভারত-বর্ষে জন্মায় ।

শ্রম—আমাদের ঔষধালায়ে যে সকল আয়ুর্বেদীয় ঔষধ এবং প্রধানতঃ রক্তপরিষ্কারক ও পরিবর্দ্ধক ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের মহৌষধ আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা পাওয়া যায় তাহাদের প্রস্তুত করণের জন্ত যে শত শত কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাহারা সকলেই ভারতবাসী ।

মূলধন—‘কামশাস্ত্র’, ‘স্বপ্নবিচার’ প্রভৃতি সল্পপদেশ-পুস্তকাদি বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাণ্ডলে বিতরণ করতঃ জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আদর্শ-জীবন গঠনের সহায়তা ও উন্নতি সাধনের জন্ত যে অর্থ বা মূলধন ব্যয়িত হয় এবং সর্ব-পেক্ষা অল্পমূল্যে ঔষধাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তৎসমুদায়ই ভারতীয় ।

সুস্থহং ক্যাটালাগ এবং সবিশেষ বিবরণের জন্ত অতী
পত্র লিখুন ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয় ।

২১৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী ।

আলোচনার বার্ষিক মূল্য সহর মফসল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২৬/০ আনা । সাধারণ সমিতি বা পাঠাগার হইতে ২০ অর্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে । বৈশাখ হইতে বর্ষারন্ত ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলাম—৮, অর্ধপৃষ্ঠা বা এক কলাম ৪।০, সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলাম—২।০ সিকি কলাম—২।০ ।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম । ছয় মাস বা তদুর্ধ্ব কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয় ।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয় । চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা হয় না ।

আলোচনার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে । অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

(ফোন নং ১৯১ হাওড়া)

তারাপীঠের মুক্তপুরুষ বামাক্ষেপার

পরিচয় “বামাক্ষেপা” ও

সদ সাহিত্যের পরিচয় “শক্তি-সাধনা” ।

আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়, ইঁসাইল, ঢাকা।

১৩০৬ স্থাপিত সুশীল অকুত্রিম ঔষধ ভাণ্ডার। অধ্যক্ষ—কবিগাজ জীবদাকান্ত বোব
বর্মা কবিরত্ন। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক, গ্রন্থ প্রণেতা, হিন্দু কেমিষ্ট ও হাসাইল স্কুলের ভূতপূর্ব
প্রধান শিক্ষক। হেড অফিস—ইঁসাইল, ঢাকা। চ্যাবনপ্রাস—৩\ পের, স্বর্ণকটিত
মকরধ্বজ—৪\ তোলা; এইরূপ করিরাণী সকল ঔষধ চূড়ান্ত সত্তা। স্বাস্থ্য—
হাঁপানির ত্রক্ষাত্র—১\ শিশি; প্রীহা বিজয়—প্রীহা ও যকুতের মণৌষধ—৩০টি বড়ী ৫০
আনা; কম্পর্পবিলাস—অকাল বার্ককা, ইঞ্জিয়শৈথিল্য নিবারক এবং যৌশনের বল ও
যৌবনজীবর্ধক ১ মাসের ঔষধ ৩\ টাকা; সর্কজ্বরের পাচন—সকল প্রকার পুরাতন
জ্বরের ত্রক্ষাত্র—১\ ; অমৃতবিন্দু কবায় সালসা, উপদংশ রক্তদৃষ্টির অদ্ভুত ঔষধ ১\
টাকা, অভয়াষোদক—সুখে ২১২ বার কোঠ পরিষ্কার মূল্য ১০ আনা; মক্ষাবানল—সকল
প্রকার দাঘনাশক মূল্য প্রতিকোটা ১০ আনা; দন্তমুখা—দারিক ও দন্তমূল ক্ষাতির
মহৌষধ, প্রতিকোটা ১০ আনা; হজমোড়ী, প্রতিকোটা ১০ আনা। ক্যাটলগে হিসাব
দেখুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রামকান্ত-রমণী।

[ত্রিগদী, গগ্ন ও পত্র উপন্যাস]

হাস্যেভর মোহাম্মাদে এডহাক প্রণীত।

এ রকম বই প্রায় দেখা যায় না, নূতন ধরণের নূতন যেন
অভিনব, পুস্তক পাঠে আনন্দে উল্লাস ও শিক্ষা পাইবেন।
সম্পূর্ণ পড়িয়া শেষ না হইলে ছাড়িতে পারিবেন না।

পত্র লিখুন—সুখ দুঃখের প্রশালী দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান :-

গ্রন্থকার।

কলিকাতা।

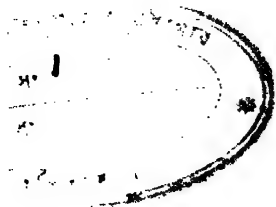
সাং বাঁকড়া

হেতুয়া তালাও

পোঃ মাকড়দহ, জেলা হাওড়া ৫৯নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

তিঃ পিঃ সমেত মূল্য ১\ টাকা। সায়েব আন হাজির দোকান।

অডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন



আলোচনা, অষ্টবিংশ বর্ষ, ৩র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

মেঘ সমাগমে

[ঐণরেশ নাথ চৌধুরী]

কাজল কালো মেঘে বাদল আজি পুঞ্জীভূত,
কোন্ রূপসীর কুন্তলভার সিক্ত সে যে গ্রস্থিচ্যুত !
নাম্ল ধরার দীর্ণ বকে বর্ষণেরি সস্তাবনা,
আসন্নতার আভাস মেখে হঠাৎ বাতাস বইছে দ্রুত ।

বর্ষা এল, বর্ষা এল, তৃপ্ত হ'ল ধরার তৃষা,
নয়ন-জ্বোলে জল জমেছে তটিনী আর নয়ত কুশা ।
ভিজ়ে মাটির গন্ধে আনে কাজরী গাথার প্রস্তাবনা,
শ্যামল হ'ল সরস হ'ল মুগ্ধ হ'ল সকল দিশা ।

আব'ছায়ারি কুহক ঢাকা লুপ্ত আজি ধূসর গিরি,
নৌলের আভাস আড়াল হ'ল ধুমল ছায়া নাম্ল ঘিরি' ।
বাতাস ছুটে বেড়ায় বেগে ঝাপ্টা রুধে দৃষ্টি সীমা,
রতসে ওই বইছে ধারা সান্দ্র মেঘের বন্ধ চিরি' ।

কানন ভূমি আঁধার আজি মিলিয়ে গেছে মেঘের সনে,
প্রসব রাতের পুলক ব্যথা জাগ'ছে বুকি বনের মনো!
ঝরা পাতার শুক বকে রুষ্টিপাতের মর্ম্মরিমা
উঠ'ল বেজে—মুখর নিশি প্রথম ধারা-সস্তাবণে ।

মালবিকা *

(ঐক্যশোকনাথ কট্টাচার্য্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

করেছে। উৎসব, উৎসব, উৎসব!

(১ম দৃশ্য—গণদ্বারের রজালয়)

(উদ্ভাস্তভাবে প্রস্থান)।

(নেপথ্যে বাগ্মধ্বনি ও বজ্র সঙ্গীত শ্রুত হইল।)

(সকলে তাঁহার দিকে বিম্বিত ভাবে চাহিলেন। বাগ্ম নীরব হইলে সকলে প্রস্থান করিলেন।)

কৌশিকী—আহা! কি মধুর ধ্বনি!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজা—(অর্জ্বনগতভাবে)—এইবার আমার বহুদিনের অভিলাষ সকল হ'বে। অন্তর আজ উৎসব কর' উৎসব কর'!

(গণদ্বারের রজালয় মধ্যবর্তী প্রেক্ষাগৃহ)

ধারিনী—আর্য্যপুত্র কি বলছেন?

রাজা, বিদূষক, পারিষদ্বর্গ, ধারিনী, ও

বিদূষক—উনি বলছেন, আজকের দৃশ্য নিশ্চয়ই খুব মনোরম হবে। (রাজার প্রতি জনান্তিকে) বেকাঁস কোন কথা বলবেন না মহারাজ! মইলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রাণেই বিলীন হয়ে যাবে।—নব যাটি হয়ে যাবে। দেবী আমাদের মতলব বুঝতে পারলে, মহা মুস্থিলে পড়তে হবে।

কৌশিকী আসীন।

(নেপথ্যে গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছে;

ক্রমশঃ গীত স্পষ্ট হইতে লাগিল)

সাড়া দাও, ওগো, সাড়া দাও;

পরাণ গাজে কুলে কুলে,

কান্না হালি উছলে তুলে,

কোন উজানে তালিয়ে দাও?

রাজা—(জনান্তিকে) আর বৈধব্য ধরতে পারছি না, নখা। এই মধুর বাগ্ম যেন আমার অভিলাষ সিদ্ধির সূচনা করছে।—(উচ্ছসিত ভাবে) আজ বিজয় উৎসব কর' বিজয় উৎসব কর'; আমার সকল ইচ্ছার আজ বিজয়

(গীত ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল।)

মনের মাঝে কি সে বেদন,

ব্যর্থ করে হিয়ার সাধন,

* এই নাটকের গানগুলি আমার পরমবন্ধু ঐবৈভনাথ কট্টাচার্য্যের রচনা।

বিবের বাধা বুলিয়ে দাও ।

আজি রে প্রাণের মেলা,

-খেলিছে আমার খেলা,

শান্তি হ'রে ক্লান্তি দাও ।

বেহুলা বাজিরে সারঙ,

ধরিয়া অরূপ বরণ,

নিখিল ভরা রঙ্গে গাও !

অক্ষ আঁধা আঁধি-পাতে,

দীপ্ত সে কোন্‌ চাঁদনী রাতে,

কল্পণ-সরীতি এনে দাও !

রাজা—আহা ! কি অপূর্ণ রাগপরিবাহিনী
শ্রীতি !

বিদূষক—মহারাজ ! (কানে কানে কিছু
বলিলেন)

রাজা—এঁয়!—সত্য, সত্য, সত্য—(বিদূষক
বাধা দিলেন)

রাজা—(সংবত ভাবে)—ভগবতি ! এত
দুই নট্যাচাৰ্য্যের মধ্যে কার অভিনয় আগে
দেখতে ইচ্ছা করেন ?

কো—অভিনয় নৈপুণ্যে উভয়ে প্রায় সমান
তলেও বয়সের খাতিরে গণদাসের কিছু বেশী
সন্মান পাওর! উচিত ।

রাজা—মৌলশা, ভগবতীর ইচ্ছা আচার্য্য-
দের কাণ্ড জানিয়ে, তাঁদের নীচ অভিনয় আরম্ভ

ক'তে বল ।

কঙ্কী—বে'আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্থান)

রাজা । (স্বগতঃ) হৃদয় উবেল হ'রো না ।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ—মহারাজ ! শ্রীষ্ঠার লয়মধ্য্য চতুশ্চরী
ছলিক নাটকের অভিনয় মন দিবে শুনতে আজ্ঞা
হোক ।

রাজা—আচার্য্য ! আমার এ বিবরে
খুবই আগ্রহ আছে । আপনি যত নীচ পারেন
অভিনয় আরম্ভ করে দিন ।

বিদু—ওদিকে ত বেলাও বড় কম হয় মি—

(গণদাসের প্রস্থান)

রাজা—(জনান্তিকে) সখে পৌতম !

আর ত ধৈর্য্য রাখা যায় না । নেপথ্য থেকে

মালবিকার পান শুনে অবধি তাকে দেগ'বার

অন্তে আমার প্রাণ মন অধীর চকল হয়ে উঠেছে

—নয়ন উৎসুক হয়ে উঠেছে এখনই বননিকা

ছিঁড়ে কেলে তাকে দেখে আসি ।

বিদু—আন্তে মহারাজ, আন্তে । এ সব কথা

অত জোরে বলবেন না । এতদূর উতলা হচ্ছেন

কেন ? আপনার পক্ষে সেটাতো শোভন

নয় ।—যদি দেবী একবার দুগা করে আদ্যবের

মতলব বুঝতে পারেন ত সব কেসে বাবে ।

(সহসা সহর্ষে) ঐ দেখুন মহারাজ ! নয়ন-মধু

এসে উপস্থিত হয়েছে। দেখবেন, যেন দেখতে দেখতে মত্ত হয়ে না ওঠেন।

(গণদ্বন্দ্ব ও অসামান্য রূপ যৌবন সম্পন্ন লাবণ্যপ্রতিমা মালবিকার প্রবেশ।)

বিদূষক—[জনান্তিকে] দেখুন, মহারাজ, প্রাণ ভরে মরন ভরে দেখুন। মহারাজ! অস্ত্রের অধীনে থেকেও তাঁর সৌন্দর্য্য একটু মলিন হয় নি—এর রূপমাধুরী যেমন তেমনি আছে, বরং ভাস্করের ভরা নদীর মত সর্বাঙ্গ বহে রূপ-যৌবন যেন উছলে পড়ছে।

রাজা—[জনান্তিকে] আঃ! ধামনা, কি আলাতন আরম্ভ করলে। (কিছু পরে) বরম্ভ, দেখ দেখ! এর ছবি দেখে প্রথমে মনে

করেছিলাম, বুঝি বা মানুষ এক সুন্দর হ'তে পারে না! ভয় হয়েছিল, বুঝিবা ছবিতে বাড়িয়ে এঁকেছে—কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে, সে ভয়টুকু ত ভেঙ্গে গেছেই বরং এই মনে করে আনন্দ হচ্ছে যে, যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞানহীন বর্ষর সে ছবি এঁকেছিল, সে এ অল্পময় রূপের শতাব্দের একাংশও তার ছবিতে কোটাতে পারে নি।

গণ—[মালবিকার প্রতি] বংদে! কোন ভয় নেই। বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ধীরে ধীরে নিজের কাজ আরম্ভ কর। আর এঁরা সবই তোমার পরীক্ষিত—এঁদের কাছে তোমার লজ্জাই বা কি?

ক্রমশঃ

জাতি-গঠনের চতুরঙ্গ

জাতিগঠনের প্রধান উপকরণ—শিক্ষা। আমাদের তথাকথিত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত শিক্ষার কথা এখানে বলিতেছি না—প্রকৃত শিক্ষা হয় গুরুশ্রুতী, তাহাতে গড়িয়া ভুলে—মহাব্যস ও চরিত্র। খাঁটি, কল্যাণনিষ্ঠ, দেশমুক্তি ও ভাগবত-ব্রতে উৎসর্গধর্ম্মা চরিত্রগঠনের জন্য জাতীয় শিক্ষার মহদমুঠান আরম্ভ করা চাই। এ আরোজন সকল হইবে, যদি আমরা পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহে বিভ্রান্তমতি না হইয়। খাঁটি

দেশাত্মপ্রেরণার বশবর্ত্তীতায় নূতন জাতিগঠনকারী শিক্ষাদীকার প্রবর্ত্তন করিতে পারি। এই নূতন গঠনকারী শিক্ষা—উহা হইবে প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা, যে শিক্ষা ছিল অন্তর্মুখী, মূলতঃ ধর্ম্মপ্রেরণাপ্রিত, সাধন-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার দ্বারা পাঠের স্বরূপ। বাংলার এই জাতি নির্দ্বাণের অনুকল্প স্বরূপ নব শিক্ষায়ত্ন অনুষ্ঠান করিবারই দিন আসিয়াছে। এ প্রেরণা আর ব্যর্থ হইবে না।

পাশ্চাত্য যে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচলন এ দেশে করিয়াছে, তাহা ঋতুপুষ্পের মত বাহ্যরে চাকচিক্যময়, পরন্তু তাহাতে সার অল্প—শৈক্ষিক অন্তরকে শোষণ জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যপ্রতিভিত, উদার ও মহান্ প্রভাবের আশ্রয়স্থল করিয়া তুলে না । উহাতে মনুষ্যত্বের কর্ষণ হয় না ; হৃদয়, প্রাণ ও প্রতিভা চির বুড়ুক্ষ থাকিয়া, উপযুক্ত অনুশীলন-ক্ষেত্রও অবসর অভাবে, শুষ্ক মরুভূমি প্রায় রহিয়া যায়—সোটা মানুষটা তাহার সবখানি শুণ, প্রাণ ও ঐশ্বর্য লইয়া ফুটিতে পারে না । তাঁর উপর যে জাতিগততার সন্ধে সামঞ্জস্য ও যোগ সাধন, জাতীয় শিক্ষার বাহা মূলনীতি, অন্তরঙ্গ বিধান, যাহা নহিলে জাতির কেন্দ্র প্রেরণাটিই বিকল হইয়া যায়, জাতীয় জীবনের কলঙ্ক ধারা রক্ষা পায় না—সে-যোগ ও সংরক্ষণনীতি ত উহার ধারণা ও জ্ঞানের বহির্ভূত, ইচ্ছার মূলও তাহা একে-বারে নাই । তাই এ পাশ্চাত্য-লব্ধ অসিদ্ধ বহিঃ-শিক্ষার ধারা ভঙ্গ করিতেই হইবে, জাতি-সাধনার পুণ্য বোধকায় উহাকে কোন ছয়বেশে আর প্রত্নয় দেওয়া চলিবে না ।

কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে এ বাবৎ যে জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান, তাহার

মূলে দেশানুগান থাকিলেও কণ্ঠবিধানে বৈদেশিক শিক্ষানবীশীর প্রকারান্তর ছাড়া আর কিছু হইয়া উঠে নাই । ইহার কারণ আমরা দেশপ্রেরণার আবেশটুকুরই অন্তরে হোঁচা পাইয়াছি, ইচ্ছার অনুরূপ ভাবক্ষুটনও হয় নাই, জীবন গঠন ত আরও দূরের কথা । এমন অসিদ্ধ ভাব ও জীবন লইয়া, জাতীয়তার উদ্বোধনযজ্ঞ যে ব্যর্থ চেষ্টা হইবে, সে ত আশ্চর্য্য নয় । জাতীয়তার, দেশঘাতার নামকরণ করিয়াছি, যেটুকু পুণ্য প্রভাব সে ঐ মাতৃনামের মহিমা, কিন্তু সত্য জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ সৃষ্টি করিতে আমরা এখন কোথাও পারি নাই । অথচ জাতিগঠনের জন্য জাতীয়তামূলক শিক্ষাভিত্তিরই প্রয়োজন, যাহাকে আমরা ইতিপূর্বে “শিক্ষাস্বরাজ্য” বলিয়া অভিহিত করিয়াছি—এই “শিক্ষা-স্বরাজ্যের” প্রবর্তকগণকে সম্যক্ বিধানে জাতি সাধনার মর্ম্মজ-হইতে হইবে ও চরিত্রে, চিন্তায়, আচরণে, সর্ব্বতোভাবে উহারই সিদ্ধমূর্ত্তি আকারিত করিয়া তুলিতে হইবে ।

জাতীয়তামূলক চিন্তা ও সাধনার শক্তি-কেন্দ্র—একটা তপঃ-সমষ্টি । ইহার বে স্বরূপ উহাকে লব্ধ বলে । এরূপ ভাবকেন্দ্র চারিদিকে গড়িয়া উঠুক ইহা আমরা দেখিতে চাই । শক্তির

মূল কেন্দ্রে বসেই চিহ্নিত হইবে। জাতি-সাধনার উৎস-কেন্দ্রে লইয়া বারানবার করিবার আবশ্যক নাই, জাতির সত্তা যেখানে ফুটিবে, সেইখানেই উহা নিরূপিত হইবে। জাতির চাওয়াই যে বিদ্যাভ্যাসের সহায়, সেই শক্তি যেখান নামিবে, বাহার্য্য ধরিবে, তাহাদের অঞ্চল তপস্তাই তাহার নির্দেশ দিবে।

একটি দেশেজাতি পাইয়া আত্মসমর্পণে তাহাকে আধারস্থ করিতে পারিলে, জাতি সাধনার সূত্রপাত হয়। যে সত্ত্ব এমন দেশেজাতির তপঃবিগ্রহ হয়, দেশ ঘুরে ঘুরে তাহাকে কেন্দ্রশক্তিরূপে চিনিয়া বাহিয়া লয়—এ পরিচয় ও নির্কীচন দীর্ঘ আত্মদানের তপস্তা প্রত্যবেই সম্ভব হয়—তখন অবধারিত উহা দেশমুষ্টির বরণডালা মাথায় লইয়া বাহির হয়—যুক্তি বাজায়। ইহারাই যেদিন ‘দেশ-গঠনের তপস্তা বহুমুখী স্রোতে দেশময় বহাইয়া দেয় সে যুক্ত বিধানে মনশিক্ষা ও নব নির্মাণের বিরাট তল্লাই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। আবশ্যক বাগাড়ম্বর নয়, উদ্ভেজন্য নয়, তপস্তাই শক্তিলাভের মূল, এই তপস্তার অনিবার্য্য প্রকাশেই—জাতিগঠনের সত্য ও সিন্ধু শিক্ষা-বিনিময়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।

তারপর, এই জাতি গঠনের আর উপকরণ কি? জাতির স্বকলমুষ্টি, সে শুধু একটা অধ্যাত্ম

institution নয়—জাতির প্রাকৃতিক রূপ—নর-নারীর মিলন সমষ্টি যে সমাজ; ঐ সমাজের নব-মুষ্টি, শিক্ষামুষ্ঠানের বীজকোষ চিরিয়াই ফুটিয়া উঠিবে।

এমন শিক্ষা-বিধানের প্রবর্তন চাই বাহাতে ‘নেশন’ লব্ধ-বৈচিত্র্যের সমাহার লইয়াই সমগ্রাবয়বে আপনাকে আবিষ্কৃত করিতে পারে, আবিষ্কৃত হয় একটা মহা-জাতি-রূপ, বাহ্য পর্দা-অর্ধ-কাম-মৌলিক চতুরঙ্গের সমলব্ধত, সর্বৈশ্বর্য্য শালী, ভাগবত পূর্ণতারই সমষ্টিবিগ্রহ। এই পূর্ণতার তপস্যার যে ভঙ্গী, উহাতে institution গড়িয়া আবার, institution-কে ছাপাইয়াও মুক্ত সমাজ বিধানে পরিণত হওয়া বাধিবে না—এমন ভাবেই উদার দৃষ্টিতে, প্রেরণায় করণা-মুখটাকে সহস্রকোণী স্বজন-সাধনার সময়ে ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে।

চাই যেমন শিক্ষা, তার পূর্ণবিকাশ সমাজ গঠনে, তেমনি শিক্ষা ও সমাজকে সর্বতোভাবে আত্মনিষ্ঠ হইয়াই স্বাধীন অর্থ প্রতিষ্ঠানের পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার গুণেই মানুষ হইবে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠা, সমাজে মানুষ হইবে স্বাধীন স্বধর্ম্মপরায়ণ প্রত্যেকে বিশিষ্ট আশ্রমধর্ম্মি অথচ অভেদস্বরূপ ও অঞ্চল দেবপরিবারভুক্ত এই ধর্ম্মভেদে বিচিত্র প্রয়োজনান্বিত্যকার নিরূপিত

৭

হইলেও সমাজের মূলে থাকিবে যেমন ঐক্য ভাবের সাধনা, তেমনি তাহার মৰ্ত্ত্য-রূপ যে অৰ্ঘ্য প্রতিষ্ঠান, তাহার মৰ্ম্ম হইবে একই ; শ্রমের সার্বভৌমিকতায় তাহা অখণ্ড, অৰ্ঘ্যের সম্বন্ধিকার সম্বন্ধেও তাহা অখণ্ড সৰ্বস্বতোভাবে জাতীয়তাবাদেরই রূপ ও স্বরূপ গঠনের জন্য আমাদের ধৰ্ম্ম, অৰ্ঘ্য ও কাম সাধনা। যে জাতি আমরা এই ঐক্যমূলক শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ ও অৰ্ঘ্যনীতির বিকাশে গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহা মুক্ত প্রবাহে অনাহত সাধনে বাহ্যতে মোক্ষপথে অগ্রসর হয়, সেইদিকেই সৰ্ব্বশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই মোক্ষ লব্ধি-মুক্তি নয় জাতির জীবনমুক্তি— দেশের স্বাধীনতা। সেই জাগ্রত মোক্ষ-বিধানই আমরা আবিষ্কার করিতে চাই, প্রত্যক্ষ সাধনায় মূৰ্ত্ত করিয়া তুলিব সেই রাষ্ট্র যাহা ভারতজাতিকে তাহার সনাতন-দেবধর্ম্মের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাদিকারে

প্রতিষ্ঠিত করিতেই সদা উদ্বুদ্ধ রহিবে, সেখানে কোনও পরধর্ম্মের বিধি বাধা টিকিবে না, থাকিবে না, পরইচ্ছার ভারবোঝাই, জাতির উপর অজাতির আরোপ, বিজাতির অভ্যাচার— সেই স্বাধীন মহারাষ্ট্রই অখণ্ড ভারতের জাতি-চক্র-রূপে পরিণত আত্ম-সাধনায় গড়িয়া তুলিব। এই মোক্ষের সাধনায়, স্বাধীনতার উপাসনায় অন্তর্মুখী জাতিশক্তিকে যেদিন সিদ্ধ অভিযানে বাহির করিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের তপস্তার সাক্ষ্যের দিন, সিদ্ধির বহিঃপ্রকাশ বিজয়-পতাকা উড়াইয়া মহাভাসাবে মুক্তি-তীর্থে অভিগামী হইবে—নবতান্ত্রিক পূর্ববঙ্গীর দল, এ যে অব্যর্থ স্বপ্ন, নিশ্চিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কল্পচিত্র—ঐ দেব দূরে উবালোকে স্বর্ণরাগে ঝলসিয়া উঠিতেছে তোমরা লক্ষ সন্তান উদ্বুদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া বল—

“এ নচে কাছিনী, এ নচে স্বপন
আসিবে—সেদিন আসিবে।”

প্রবর্তক।

বিচার

(শ্রীমুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লক্ষী যদিও বিটুকে সুরেনের পশ্চাতে পাঠা-
ইয়া দিরাছিল, কিন্তু সুরেন তাহাকে ফিরাইয়া

দিল। সুরেন বালল, “তুমি বাড়ী যাও বিটু
আমার সঙ্গে তোমার আসতে হবে না।”

বিটু বলিল “ছোট দিদিমণি যে আমার
আপনার সঙ্গে যেতে বলে দিলেছেন বাবু।”

“তোমার দিদিমণিকে বলো যে আমি
একাই যেতে পারি। আমি ছেলে মানুষ নই।
তুমি ফিরে যাও।”

“দিদিমণির বারণ আছে বাবু। আমি ফিরে
গেলে তিনি বড় রাগ করবেন।”

“আমার নাম করে বলো। তাহলে আর
রাগ করবেন না।”

“আপনি ফিরিয়ে দিলেও আপনার সঙ্গে
যেতে বলেচেন। আর এইতো এসে পড়েছি
বাবু; আর কতটুকুই বা।” কিন্তু সুরেন
কিছুতেই শুনিল না অগত্যা বিটু ফিরিয়া
আসিল।

সমস্ত পথটাই সুরেন অপমানের কথা
ভাবিতে ভাবিতে আসিল। জননীর উপদেশ
বাণী শুনিয়া তাহার লুপ্ত উৎসাহ যাও বা একটু
পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল, প্রকাশের নিকট
হইতে অপমানিত হইয়া তাহা পুনরায় নিকৃৎ-
সাহে পরিণত হইল। কিন্তু যতই কেন তাহার
আঘাত লাগুক না শুধু এটুকু তাহার সান্ত্বনা ছিল
যে লক্ষ্মী সে অপমানে যোগ দান করে নাই।
বরং সে তাহার পক্ষ লইয়াই উহাদের অনেক
কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু গাড়ীতে বাইতে বাইতে লক্ষ্মীর সহিত
তাহার যে সব মান অপমানের কথা হইয়াছিল,
তাহাতে সুরেন একটু ব্যথিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী
হাজার তর্ক করিলেও, সে কিছুতেই বুঝিতেই
পারিল না কেন সে অকস্মৎ বাবু এবং লক্ষ্মীর
নিকট হইতে জিনিবের দাম গ্রহণ করিবে।
তাহারা তো সাধারণ লোকের মত সামান্ত
ক্রেতা নহে। তাহারা তো ঘরের লোক।
তাহাদের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করাও যা
আর নিজের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট
হইতে মূল্য গ্রহণ করা তো একই কথা।

এতই যদি লক্ষ্মীর মান অপমানের ভয় থাকে
তবে সে তাহার নিকট হইতে গাড়ী ভাড়া
চাহিয়া লইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিল না
কেন! ইহাতে সুরেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল
এবং লক্ষ্মী যে তাহাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া
দেখাইয়া দিয়াছে যে গাড়ী করিয়া ফিরিয়া যাই-
বার সময় এখন তাহার নহে ইহাতেও সে
ভ্রাতার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং এইটুকু
বুঝি যে তাহার নিজের মাথায় আসে নাই ইহার
জন্ত সে লজ্জিতও হইয়াছিল। কিন্তু মান
অপমানের কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল
না। রাত্রে তাহারে বলিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা
করিল, “মা, জ্যেষ্ঠামশায় যে এখান থেকে

১

জিনিষ নিয়ে বান তার দাম দেন কেন ?” জননী উত্তর করিলেন, “তার যখন পয়সা দেবার দ্রুততা আছে বাবা, তখন তিনি অমনিতেই জিনিষ নেবেন কেন ?” “তা বলে আপনার লোকের কাছে থেকেও দাম নিতে হবে ?” ব্যবসাতে আপনার পর বলে কিছুই নেই বাবা, শব্দ শুধু ক্রেতা আর বিক্রেতা । আত্মদায় করে তুমি যদি কোন জিনিষ তাঁকে দাও, তার দাম তিনি দেবেন না এবং তোমারও নেওয়া উচিত নয় । কিন্তু কোন জিনিষ কিনিতে এলে তার দাম দিতেও হতে নিতেও হবে । এতে তো চক্কু লজ্জার কোন কারণ নেই ।”

“আমার কিন্তু মা বড় লজ্জা করে ।”

“এটুকু ছাড়তে হবে বাবা । খাব্য পাওনা গণ্ডার আবার লজ্জা কিসের ? তা ছাড়া আর একটা কথা হচ্ছে নাথ্যবাধকতা । তোমার কাছে বাধিত হতে যদি কেউ না চায়, তুমি তাকে বাধিত করবে কোন অধিকারে ! তুমিও কান্নর কাছে বাধিত থাকবে না, তোমার কাছে ও কেউ বাধিত হবে না ।

“কিন্তু মা, যেখানে জন্মের সঙ্গে সম্পর্ক, যেমন স্নেহ কৃতজ্ঞতা সেখানেও সে ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টা করতে হবে । এ জীবনটাই শুধু দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ নয় । কি

কর্ষক্ষেত্রে—কি জন্ম ক্ষেত্রে, তোমার যদি কান্নর কাছে পাওনী থাকে তুমি তা সম্পূর্ণ আদায় করে নেবার চেষ্টা করবে, আর তোমার যদি কান্নর কাছে কিছু দেনা থাকে তুমি তাকে কড়া ক্রান্তি পর্যন্ত চুকিয়ে দেবে । যে মানুষ তা পারে তারই জীবন সার্থকের, সেই মুক্ত জন্মে পরপারে যেতে পারে ।”

ততক্ষণে সুরেনের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল । সে রাজে জননীর সহিত আর কোন তর্ক বিতর্ক না করিয়া আপনার শয্যায়া যাইয়া শুইয়া পড়িল । নিদ্রা কিন্তু আসিল না । জননীর সমস্ত কথা এবং গাড়ীতে লক্ষ্মীর সহিত যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল । তবে তো লক্ষ্মী বাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক । কেনই বা তাহারা অথবা তাহার নিকট বাধিত থাকিবে ? এবং সেই বা কেন তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাগাধের বাধিত করিবে । লক্ষ্মী গাড়ী ভাড়া চাওয়ার মধ্যেও সুরেন কোন বাধ্য বাধকতার ভাব দেখিতে পাইল না । বরং লক্ষ্মীর এ ব্যবহারে সে আরও প্রীত এবং লক্ষ্মীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়াছিল । লক্ষ্মী যে তাহাকে কতখানি আপনার ভাবে ইহাতেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় ।

এক দিক্কার চিন্তা ও উদ্বিগ্ন হইতে মুক্ত

লাভ করিলেও প্রকাশের অপমান স্মরেন কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। সে অনেক করিয়া মনকে বুঝাইল, মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিল, কিন্তু সে আশাৎ হৃদয় হইতে এত-বারে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। তবে পাছে জননী শুনিবে মনঃকষ্ট পান কিংবা তাহার হৃদয়ের এ দুর্কলতার জন্ত তাহাকে তৎসনা করেন এই ভয়ে সে জননীকে কিছুই বলিতে পারিল না।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই প্রথমে যখন জননী বলিলেন, “আজ তোকে একবার প্রকাশের বাড়ী যেতে হবে বাবা” স্মরেন বিম্বিত এবং অবাক হইয়া গেল, বলিল “কেন।”

“কতকগুলো রুমাল আর গেঞ্জি তৈরী করেছি, একবার তাদের দেখিয়ে আন যদি কেনে।”

“ভাৱা তোমার খদ্দের রুমাল আর দেশী গেঞ্জী কিনিতে যাবে কেন? আর, আমি ও পারব না। প্রকাশের কাছে আমি যেতে পারব না।”

স্মরেন বিম্বিত হইয়া গেল; শুধু এইটুকু ভাবিল যে তাহার জননী কি সমস্ত ব্যাপার জামেন। আর কাহারও বাড়ী না যাইতে বলিয়া, প্রকাশের বাড়ীই বা যাইতে বলিতেছেন কেন?

কিন্তু স্বরস্বতী দেবী এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তিনি সন্তানের উত্তর শুনিয়া একটু সন্দেহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রকাশের বাড়ী যাবিনি কেন? খদ্দের রুমাল আর দেশী গেঞ্জি নিক্ আর না নিক্ একবার দেখিয়ে আসিতেই বা যাব কি?” স্মরেন দৃঢ়ভাবে বলিল “না মা তোমার পারে পড়ি ওখানে আমার পাঠিও না।”

স্বরস্বতী দেবী অত্যন্ত গুস্তীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন, প্রকাশের সঙ্গে তোমার কি হয়েছে?”

“না তেমন কিছু হয় নি, তবে কাজ কি ওখানে গিরে, অস্ত্র যারগার বিক্রী করলেও তো চলবে।”

স্বরস্বতী দেবী আরও দৃঢ়ভাবে বলিলেন “না তোমার ওখানেই যেতে হবে। তার সঙ্গে কি হয়েছে শুনি?”

জননীর পীড়াপীড়িতে অগত্যা স্মরেনকে সমস্ত কথাই বলিতে হইল। শেষে বলিল,— ‘এর পরেও কি তুমি আমার ওখানে যেতে বল।’ উত্তেজিত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া স্বরস্বতী দেবী হাসিয়া বলিলেন, “এই কথা! এরই জন্ত ওর কাছে তুমি যাবে না?”

জননীর ভাব দেখিয়া স্মরেন আরও বিম্বিত

১

হইয়া গেল। এত বড় একটা অপমানের কথা তিনি সে এমনভাবে হালিয়া উড়াইয়া দিবেন নূরেন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তিনি বলিলেন, “কেরিওয়ালাকে কেরিওয়ালার বলেচে এ তো পরম আনন্দের কথা বাবা। এতে হুঃখ করবার কিছু নেই। আর আমি সেই কেরিওয়ালার মা, এওতো আমার সোভাগ্যের কথা।”

“তুমি একথা হৈসে উড়িয়ে দিতে পার মা, আমার মনে কিন্তু বড় লেগেচে। আমি এ কথা হৈসে উড়িয়ে দিতে পারি না।” পুত্রের স্বক্বে হাত দিয়া তিনি বলিলেন, “তোমাকেও এ কথা হৈসে উড়িয়ে দিতে হবে বাবা; তা না হলে তুমি তো বর্তমান সংগ্রামে জরী হতে পারবে না। কখন কারুর কাছে এতটুকু অপমান সহ্য করনি, কখন কারুর কাছে কোন অপ্রিয় কথা শোন নি, শুধু নুঃখই করে এসেছ, তাই প্রতিপদে পদে তোমার এত আঘাত লাগচে। কিন্তু বাবা, অতীতটাকে তোমার সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে, বর্তমানে সম্পূর্ণ লিপ্ত থাকতে হবে, লক্ষ্য রাখবে শুধু ভবিষ্যতের সকলতার দিকে। শুধু তোমার মহান উদ্দেশ্যটিকে সামনে রাখবে। কে কি বলে না বলে তা গ্রাহ্য করবার দরকার নাই।

অন্য কোন কারণ থাকলে প্রকাশের কাছে না পাঠাইতে পারতুম। কিন্তু এই যখন কারণ তখন তোমার যেতেই হবে।

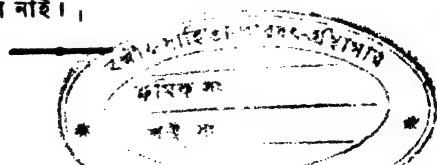
জননীর আদেশ নূরেন কোন দিনই লঙ্ঘন করে নাই। আজও পারিল না। জননীর স্বরের দৃঢ়তা এবং আদেশের গাভীরা বুঝিয়া নূরেন আর তাহার উপর কোন কথাই বলিতে সাহস করিল না।

সুতরাং সে গেঞ্জি ও রুমাল কয়খানি লইয়া প্রকাশের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

পুত্রকে হালিমুন্নে আবেশ ও উৎসাহ দিলেন বটে, কিন্তু একথা শুনিয়া তাহার মনে একটু আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু পুত্র অপেক্ষা চিত্তের উপর অধিকার তাহার অধিক ছিল।

নূরেন যতক্ষণ না বড় রাস্তার মোড়ে যাইয়া অবৃত্ত হইয়া গেল, তিনি এক ঘূঁটে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ভগবানের উদ্দেশ্যে করযোড়ে বলিলেন “হে ভগবান আমার নূরেনকে পুখী করো। তাহার জ্বরে বল দাও। আমাকেও শক্তি দাও এতু যাতে ক’রে তাকে আমি পোকা পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।”

ক্রমশঃ



কলিকাতার অভূত জুরাচুরী

“লেবারার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড”

রহস্যপূর্ণ কাহিনী !

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ঐজমুল্যচরণ মিত্র)

দেখতে দেখতে ১৯২২ সালের পূজার ছুটি হুড়িয়ে গেল, কিন্তু হার ! বেচারী পাণ্ডানাদার-দের কড়ার মত টাকা পাওয়া গেল না। পূজার ছুটির মধ্যেই ব্যাঙ্কের অস্বাভাবিক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বেনামূল্যে লগ্নে পড়েছেন ! যে সকল লোককে Co-operative Hindusthan Bank-এর উপর চেক কেটে দিয়েছিল, তারা নির্দ্বিধে তারিখে লেখানোর কাউন্টারে চেকগুলি দাখিল করতে না করতেই dishonoured হতে লাগলো। কেউ কেউ পুলিশে ডায়েরি ক’রে রাখলে—আবার কেউ পুলিশ কোর্টে নালিশ করলে। চেকের অঙ্ক যে কোঁকদারি মকদ্দমা হয়েছিল, তা কলিকাতার সকল ধবরের কাগজেই ছাপা হয়েছিল। ১৯২২ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের “সার্ভেন্ট” পত্রিকাতে এ লব্ধে বা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, তার অবিকল মকল দিয়ে দিলাম—

“Summons issued—At the Southern

Division Police Court before Mr. A. Z. Khan, the third Presidency Magistrate, Mr. M. A. Huq on behalf Syed Sujat Ali who is said to be an Agent of the Labourers' Union Bank of Murshidabad. obtained a summons against Babu Dinanath Mazumdar, said to be the Mg. Director of the Bank, on a charge as alleged of cheating in respect of Rs. 100 by issuing a cheque for the amount on the Co-operative Hindusthan Bank, which, on being presented for encashment was dishonoured. The Magistrate ordered the issue of a process against the defendant on a charge of cheating.”

একজন মাঝা মাঝে করতাই পাণ্ডানাদারেরা

ছড় ছড় করে কলিকাতায় ছোট আদালত আর পুলিশ কোর্টে আসতে শুরু করল। পূজার ছুটি ত কবে ফুরিয়ে গেছে, পাওনারদের কড়ারের তারিখও শেষ হ'য়ে গেছে। মিঃ মজুমদারের সঙ্গে শেষ দেখা ক'রে যা হোক একটা হেস্ত নেস্ত করা যাবে, অনেকেই স্থির করেছিল—কিন্তু কোথায় তার দেখা পাবে? সে একটু সুযোগ পেয়েই একেবারে রাবণ রাজার বেশ লকাবীলে গিয়ে হাজির। অবশ্য একথা তখন জানতে কেউ পারে নি, পরে প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। সেই সবজাস্তা আইনজ্ঞ বাস্তবযুগী বেগতিক দেখে একেবারে গা ঢাকা দিল। রৈলো কেবল তালুকদার দাদা। ব্যাকের দরজায় ঢাবি তালা পড়ে গেলো—তালুকদারের সার্ভিস সিকিউরিং এজেন্সির আড্ডাখানার, পাওনারদেরা জমায়ের হ'য়ে মহা হৈ চৈ ক'রতে শুরু করল। দাদা ঘোড়া হাত করে মিষ্টি কথায় সকলকে বুঝিয়ে বসে, মজুমদার নিরুদ্দেশ হয়নি—সে শিগগির কলিকাতায় অনেক টাকা নিয়ে ফিরে আসবে; তখন বার যত পাওনা গণ্ডা পাই বাট মিটিয়ে দেবে। যে সকল লোক সার্ভিস সিকিউরিং এজেন্সি মারফত নগদ ৫৬ টাকা আকেল সেলামী দিয়ে লেবারাস ইউনিয়ন ব্যাকের

অর্গানাইজার, ইন্সপেক্টর প্রভৃতি বড় চাকরি পেয়ে নিজেদিককে একদিন ভাগ্যবান ব'লে মনে করেছিল, তারা তাদের বেওয়া সেলামীর টাকার দাবী করতে লাগলো। তালুকদার তখন প্রমাদ গণল। তার অন্ততম-পাটনার Mr. Alfred ওরফে অমূল্য মুখুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করল। এই মুখুয্যের বটে অনেক বুদ্ধি থাকতেও সে বড় উকীল ব্যারিষ্টারগণের সঙ্গে পরামর্শ করে জানলে যে, এই ব্যাপারে কেউ তাদের কোম্পানীর কিছু করতে পারবেনা। আইনের বেড়া জালের বাইরে তারা নাকি আছে। রেবতি দাদা সত্যি সত্যিই হাঁদা রকমের! আহা বেচারি! সে মুখুয্যের হাতের পুতুলমাত্র। যাহোক, নিজেদের মাথা বাঁচাবার জন্য Bharat Service Securing Agency পট করে তার রাশ নামটা পাণ্টে কেলো, ডাক নাম রাখলো—“The Universal Service Procuring Bureau” ঠিকানা ঐ ২১নং ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীটই রইল বটে, কিন্তু এবারে একটা বড় রকমের হল ভাড়া নিয়ে আসিবাব পত্র ভাল রকম করে সাজিয়ে, তার সঙ্গে আরো কি একটা নতুন রকমের কারবার জার্মানির সঙ্গে করতে শুরু করলে। শুনতে পাই একটা বড় রকমের কাংলাকে খাল করেই এই নতুন ব্যবস্থা

করেছিল। সাহেব মহলে অকিসের শোভা বাড়ানোর জন্য একটা কিরিন্দি যুগ্মতীকে রাখলে টাইপিষ্ট। এমন ভাবে এবার কোম্পানি খাড়া করলে যে বেগতিক দেখলেই বেমালুম সরে পড়তে পারবে—কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না। এবার আমার রেবতী দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। দাদার নেরাপাতি ছুঁড়িটা এত দিন মানারকম দৃষ্টিভঙ্গির শুকিয়ে আমসী হয়ে গিয়েছিল, সেটাও দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠলো। কিন্তু শত শত কর্মচ্যুত লোকের সর্বনাশ ক'রে তাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস রেবতী তালুকদারের অন্তর আলিয়ে পুড়িয়ে থাক করে দিতে ছাড়েনি। ভগবানের রাজ্যে পাপের শাস্তি পেতেই হবে। দাদার বরাতের সুখ ভোগ আর নইল না। অল্পদিন পরেই

দাদার অন্তরাঙ্গা বন্ধু এ্যালফ্রেড সাহেব ওরফে অমূল্য মুখ্যো এতদিনের পরিশ্রম লক্ষ টাকা কড়ি নিয়ে রেবতি তালুকদারকে পথের ভিখারি করে দিয়ে একদিন সত্যি সত্যিই নিরুদ্ধ হ'লো। সে যে কোথায় পাগিয়েছে, তা এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। তাই বলি বাঙালি! তুমি Alfred স্যার আর Robertsই হও, Partnershipএ কাজ করলে তোমার পরিণাম এই রকমই হবে। তুমি যে ভিমিরে আছ সেই ভিমিরেই থাকবে। মন সাদা কর, বিলাতি জুরাচুরী ছেড়ে দাও, হিংসা ঘেঁষ ত্যাগ কর, তবে মাসুখ হবে—তা নইলে এই রকম করেই পদে পদে লাহিত অপমানিত এবং বিপন্ন হতে হবে।

(ক্রমশঃ)

কোহিনূর বা ভারত ভাগ্য ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

(শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, ডি ।)

মহারাজার অন্তরবর্গের মধ্যে বাঁহারা কোহিনূর চিনিতে সকলেই এক বাক্যে “এই সেই কোহিনূর” বলিয়া মহারাজের সম্বন্ধে ভজন করিলেন। মহারাজ খ্রীত হইয়া সাহ স্মৃত্যকে

স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরম্পরের পুনরায় মিলন হইল। রাজ মুকুট আদান প্রদান হইল। কোহিনূর রতনভিৎসিংহের হস্তগত হইলে, রণজিত সাহ স্মৃত্যকে ভিজ্ঞাসা করিলেন

“আপনি ইহার মূল্য কত অনুমান করেন”। হঠাৎ সাহা এই উত্তর দিলেন যে “ভাণ্ডারই ইহার মূল্য।” মহারাজ সাহস্রকে এককালীন ১২৫,০০০ এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা এবং ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্যের একখানি বৃহৎ জায়গীর প্রদান করেন এবং কাবুল উদ্ধারে স্রাজকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপে কোহিনূর পুনরায় ভারতে আনীত হইল। সাহ স্রাজ ও হামন সাহ লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া ব্যাজেরী নামক পার্শ্বদেশে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বহু ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যের শরণাগত হইলে, সফদর ইউ ইন্দিয়া কোম্পানী তাঁহাদের প্রত্যেককে বার্ষিক ৬০,০০০ বষ্টি সহস্র টাকা এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয়কে ৬০০০, বষ্টি সহস্র মুদ্রা পেন্সন বন্দোবস্ত করিয়া লুধিয়ানাতে বাস স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে চাইটেকার এই লুধিয়ানাতে তাঁহাদের বর্ণন লাভ করেন। এবং এই স্থানেই কর্ণেল স্লিমান লুধিয়ানার সেনাপতি জেনারেল স্লিমান সমীপে জানিতে পারেন যে তিনি অন্ধ্ররাজ সাহ হামন প্রমুখাৎ এই কোহিনূর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন। এই সাহ স্রাজ ১৮৩৯ লড্‌ আরল্যাণ্ড কর্তৃক কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। কিন্তু দুই বৎসর

পরে সমগ্র ব্রিটিশ সেনা কাবুল হইতে প্রত্যাগমন কালে একাধারে বিনষ্ট হয়।

সাহ স্রাজের নিকটে প্রাপ্ত হীরকই যে কোহিনূর ভবিষ্যে কোন সন্দেহ নাই। কেননা মহারাজ রণজিৎ সিংহ দিল্লী ও কাবুলের বণি-বিদগণকে এই হীরক প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ট্যাভারনিয়ার বর্ণিত কোহিনূর ও এই হীরক যে একই তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ট্যাভারনিয়ার হীরকের ওজন ছিল ৩১৯ রতি। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যখন কোহিনূর প্রাপ্ত করেন তখন তাহার ওজন ২২১½ রতি মাত্র। এই দুই প্রকার ওজন মধ্যে ৯৮ রতি হীরক কিরূপে অন্তর্হিত হইল তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না।

এই কোহিনূর গ্রহণ ব্যাপারে বস্ত্ত রণজিৎ সিংহের কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ওহু বেগম ও সাহ স্রাজ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ কোহিনূর প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। এবং পরে অস্বীকার পালনে ইতস্ততঃ করেন। ইহাতে সাহ স্রাজ আচরণই দোষাবহ। রণজিৎ স্রাজকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া সন্ধিস্থজে ভারতঃ কোহিনূরের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই ঘটনা

দোবুলক বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইংরাজ-লেখকগণ আপনাদের কল্পনা প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার। ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। বলিতে কি বেল জালিসন, টরেন্স লাভলো ক্যামিংহাম, নটন প্রভৃতি অগণপাতী ইংরাজ লেখকগণের অভ্যুদয় না হইলে ভারতের ইতিহাস অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ হইয়া জন-সমাজের অভিজ্ঞতা যেরূপ ভ্রমাক্ষকারে সমাচ্ছন্ন করিত। নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বর্ণনা ইহার এক অতি উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। সিরাজ-চরিত্রে যতই কুৎসিৎ হউক না কেন, তাঁহার উপর যে সমস্ত অলৌকিক অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে, তাহা যথার্থবে অসম্ভব। এইরূপে মহারাজ রণজিৎ সিংহ কোহিনূর অধিকারী হইয়া এক-খানি ত্রেসলেট মধ্যে কোহিনূর গ্রথিত করিয়া তাঁহার বাম বাহুতে ধারণ করিতেন।

কথিত আছে যে, শিল্‌কড (Silchured) নামক একজন বঙ্গদেশীয় বণিক লুইয়ানা সহরে অবস্থিতি করিতেন। কার্যোপলক্ষে একদা তিনি লাহোরে গমন করেন। কোহিনূর হীরক একবার দর্শন করিবার জন্য মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন। কোহিনূর দেখিয়া শিল্‌কড এতদূর বিম্বিত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ জুমেতে সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করিয়া কোহিনূরের অর্চনা করেন।

রাজা ধ্যানসিংহ ১০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটা বেদী প্রস্তুত করাইয়া ১০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কাম্বোজ শাল দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই বেদীর উপরে মহারাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

মহারাজ রণজিৎসিংহ ইংরাজ গভর্নমেন্ট সহ বন্ধুত্বপূর্ণে আশঙ্ক হন। তাঁহার রাজত্বকালে তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিপালন করেন, আজীবনকাল তাঁহার সম্মাননা করিতে কদাপি উদাসীন ছিলেন না। অদম্য উৎসাহ ও অদ্ভুত বীরত্ব কোশলে তিনি কেবল পঞ্জাব করায়ত্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্বক লডখেয়ার রণক্ষেত্রে অসাধারণ বীর্য প্রকাশ করিয়া আকগান জুমে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উজ্জ্বল করেন। পঞ্চনদ একতানে শান্তিগান গাহিতে গাহিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। এক অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। সুখ দুঃখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে। পঞ্জাব-বাসীর সুখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়া পেল। সুখের আশা সব ফুরাইল। সৌভাগ্য-৫বি চিরতরে অন্তর্মিত হইল। কালপ্রোতে ক্রমে ১৮১৯ খৃঃ অঃ আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আশা তরসা ফুরাইল। রণজিত কালপ্রাণে

পতিত হইলেন। যে কোহিনূর তিনি সর্বদা বাসহস্তে ধারণ করিতে, যুদ্ধকালে স্বইচ্ছায় পুরীর ভঙ্গগলাধ জিউর যুক্ট শোভনার্থ তাহা রাখিয়া যান। যুদ্ধব্যায় মহারাজ ভগ্নগ্লাধ-দেবকে কোহিনূর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কোহিনূর কখনও কোন রাজবংশে চিরস্থায়ী সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয় নাই—তাহা তিনি বিশেষরূপে জ্ঞদয়কম ক'রিয়া ছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিগণ এই হীরকের অধিকারী হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ সহ করিয়াছেন। কিং (৭৩ পৃঃ) বলেন যে, তাঁহার মনে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, দেবতাকে এই হীরক উপহার প্রদান করিলে বহুপুণ্য লাভ হইবে। এবং দেবাত্মগ্রহে তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ও রাজ্য স্থায়ীভাৱে করিবে। কথিত আছে যে, তিনি যন্তকলকালন করিয়া তাঁহার অভিলাষ ও অনুমতি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং জমাদার খুবলাল সিং ও ধ্যানসিংকে এই হীরক আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাধু অভিলাষ সকল হইল না। কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ স্বয়ং এই হীরক পুনী প্রেরণ করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহারাজার রত্নভাণ্ডারায়ক মিসর বেলিরাম সহজে এই বহুবল্য হীরক কাহারও হস্তে প্রদান

করিতে অস্বীকার করিলেন। মহারাজার স্বাক্ষরিত কোন অনুমতি পত্র না পাইলে, কেবল লোকমুখে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া কিরূপে এই মহাবীর রত্ন রাজকোষ হইতে বাহির করিবেন। বস্ততঃ তাহা অসম্ভব বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। মহারাজার কর্মচারীবর্গ এইরূপ অনুমতি পত্র লিখিতেছিলেন এমন সময় মহারাজার জীবনব্যয় বহির্গত হইল। কেহ কেহ বলেন মহারাজ এই হীরক গুরু রামদাস নামে উৎসর্গীকৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি কোহিনূরের ভবিষ্যৎ আনিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের মানচিত্র বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী “সব লাল হো যাগা” বলিয়াছিলেন তাহার সকলতার উপর কোহিনূরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। সম্ভবত তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত হইলে অত্যাশি ভারত-বন্ধ হইতে কোহিনূর বিচ্ছিন্ন হইত না। মহারাজ রণজিৎসিং কোহিনূর লাভ করিবার পর অন্তঃসরে—রত্ন ব্যবসায়ী বণিকদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মূল্য নিরূপণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা উক্তর দেন যে ইহার মূল্য কোন সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পাবা যায় না। সাহ স্মারক মণিও গুরু বেগমকে ও ইহার মূল্য নির্দেশ করিতে অনুরোধ করিলে

তিনি বলেন যে পঞ্চলোষ্ট্র যদি কোন বলবান পুরুষ কর্তৃক উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ও উর্দ্ধ-দিকে নিক্ষেপ হইলে যে পরিমাণ ভূমি চিহ্নিত করে, সেই ভূমি সুবর্ণ মৃত্তাধারা পরিপূর্ণ হইলে, ঐ সুবর্ণরাশি কোহিনুরের তুল্য মূল্য হইতে পারে। কথিত আছে, কোন রুশ রাজ-প্রতিনিধি রণজিৎসিংহ সমীপে লোক প্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরকের মূল্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাস্য পূর্বক বলিয়াছিলেন “এক কিম্বৎ পঁচ ভূতি” অর্থাৎ বলপ্রয়োগেই সকলে ইহা পূর্বাধিকারীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। অর্বাবারা এই হীরক পাওয়া যায় নাই।

মহারাজ রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর হইতেই

তাহার বিজৃত রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। তৎপুত্র দিলীপসিংহ তৎকালে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তখনও পঞ্জাবে এক ভেজখিনী রমণী বর্তমান ছিলেন তিনি নারী-অনোচিত স্বেচ্ছামল গুণগ্রামে বিভূষিতা হইলেও বীরাকণা ও ভীমগুণাবিতা ছিলেন। ইনি রণজিৎ মহিষী বিন্দন বা চন্দ্রা। পঞ্জাবের ইতিহাসে ইহার ভেজখিতা ও শাসনক্ষমতা সমধিক প্রশিদ্ধা বীরাগ্রগণ্য। মেরায়া ধারিলা, এলিজাবেথ প্রভৃতি রমণীগণের সহিত বিন্দন একাসনে আসীনা ও মানব সমাজে সমভাবে বরণীয়া হইয়াছেন।

ক্রমশঃ

পরলোকের পরিচয়

(শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

(তৃতীয় প্রসঙ্গ)

৩। মৃত্যুর পর।

মৃত্যু বা জড়বেহ ভ্যাগের পর আত্মা পরলোকে বা সূক্ষ্ম চৈতন্যময় আত্মিক জগতে গমন করে। এখানে আশিয়া আত্মাকে তাহার পূর্ব কর্মজীবিত বাসনার প্রভাবে অবস্থান করিতে হয়। আত্মোন্নতির ইচ্ছা বলে বা পার্শ্ব পরিজন-

দিগের প্রার্থনা বলে, পরলোকস্থ আত্মার ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। পারলৌকিক জগৎবাসী মহাত্মারা তখন তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক একের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অপরের অপ্রতিহত আকর্ষণ বলে নিম্নমুখী

আত্মা এই ভাবে পরলোকে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া
অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দময় অবস্থা হইতে জ্ঞান-
লোকে উদ্ভাসিত আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।
তবে ইহা অনেক সময় সাপেক্ষ ।

যে ব্যক্তি পার্শ্বিক জীবনে নানাবিধ কুকর্মে
রত হইয়াছিল, কেবল নীচ কৰ্ম্মে ও চিন্তায় জীবন
অতিবাহিত করিয়াছিল মৃত্যুর পরে তাহার
আত্মা একেবারে কখনও স্বল্প চৈতন্যময় অবস্থা
প্রাপ্ত হইতে পারে না । তাহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী
অবস্থা অবসাদময়, যার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া
থাকে । সে অবস্থায় তাহার আত্মা পূৰ্ব্বকৃত
কৰ্ম্মের জন্ত যখন অনুতাপ করিতে থাকে, তখন
বাসনা বলে উৰ্দ্ধগতি লাভ করিতে চায় তখন
তাহার অবস্থান্তর হইয়া থাকে এবং তখন সেই
আত্মা ক্রমশঃ উৰ্দ্ধমুখে দ্রাবিত হইতে পারে
কিন্তু যতদিন এ অবস্থা না আসে ততদিন অবধি
তাহাকে অজ্ঞানান্ধকারময় অবস্থায় থাকিতে হয় ।
এই জন্ত হিন্দু শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা
আছে । এই সকল ক্রিয়ায় আন্তরিক ভাবে
মানসিক শক্তি চালনা করিলে তাহা অভীষিত
কেন্দ্রে গিয়া আঘাত করে, বাহ্যিক লক্ষ্যে উপনীত
হয় । তাহার ফলে নিম্নমুখী আত্মা উৰ্দ্ধমুখে
চালিত হয় ।

আর ইহা দ্বারা মর-জগতে সাত্বিক ভাবে জীবন

যাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পথে চিন্তা-শক্তিকে
চালনা করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর পর স্বল্প
চৈতন্যময়, আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
ইহ-সংসারের পরমার্থাদি জ্ঞান গরিমার ভাষায়
কোন মূল্য নাই । রাজা হউন, আর রাখালই
হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খ হউন দেহ বাতিরেকে
মন বুদ্ধি ও আত্মা বাহার যেমন তিনি সেরূপ
অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন । পরজগতের সাধ্য নীতি
বড়ই বঠোর । সে নীতি পার্শ্বিক ধনীকে সম্মান
করে না, দরিদ্র ধর্ম্মবলে বনীয়ান হইলেও
পরলোকে সে রাজসম্মান প্রাপ্ত হয়, আর
মহাধনী মহাপণ্ডিত, ধর্ম্মসম্পন্ন হইলে পর-
লোকে সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না ।
ইহ-পরজগতের “উন্নতি” শব্দে এইটুকুই তর্ক্য ।
এখানে ধন, মান, পদ গৌরবকে লোকে উন্নতি
বলে, আর সেখানে আত্মার উন্নতি প্রকৃত উন্নতি
নামে অভিহিত হয় । তাই সেখানে চণ্ডালও
অনায়াসে উন্নতি লাভ করিতে পারে, আর ব্রাহ্মণ
নামধারী হইলেও তাহাকে পতিত হইতে
হয় ।

মৃত্যুর পর যখন আত্মা জড়দেহ ছাড়িয়া
স্বল্প জগতে প্রবেশ করে, তখন তাহার একটা
আচ্ছন্নতা আসে । তাহার জড়দেহ হইতে যে
তাহার যুক্তি হইয়াছে, সে যে এখন জড়জগৎ

ত্যাগ করিয়া স্তম্ভ-জগতের নিরুমাধীন হইয়াছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে না। এ অবস্থায় অনেকে প্রথমে মনে করে যে তাহার স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র, তাহাদের ঘোর নিদ্রা তখনও ভাঙে নাই। সময়ের সময়ের এমনও দোশা যায় যে দেখ, ত্যাগের বহুক্ষণ পরে আত্মা বুঝিতে পারে যে তাহার জড়দেহের বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তখন তাহার মনে একটা দারুণ বিষয়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ভাবে যদি আমার মৃত্যু হইয়াছে, তবে আমি কোথায় রহিয়াছি, মরিলাম তো? আবার আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি কেন? বাস্তবিক ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন সাধারণ লোকের মনে মৃত্যুর কয়েকদিন পরে বা অব্যবহিত পরে স্বভাবতঃ আসিয়া থাকে। কারণ সে তখন জড়েরও তারতম্য বুঝিতে পারে না। জড় যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী স্থানাবরোধের অধীন স্তম্ভ যে তেমন নয়, তাহা কি করিয়াই বা তখন তাহার বোধ হইবে? সে বধন দেখে যে মর-দেহ ধারণ করিয়া তাহার গতিবিধির যে সকল ঐতিবন্ধক ছিল, দেহত্যাগের পর তাহা আর নাই তখন সে বিষয় সাগরে নিমগ্ন হয়। সব সাহেব যে সকল পরজগৎবাসী আত্মাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই

মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের মানব তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের অধীন হইয়া পরলোকে গমন করিয়া প্রথমে দারুণ বিষয়ে অভিভূত হয়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে কাহাবও বিশ্বাস এইরূপ যে মৃত্যুর পর বিভাৎসবল্য দ্বিতীয় পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে অন্ধকারময় স্থানে অবস্থান করিতে হইবে তৎপরে যাহারা পাপী তাহারা অনন্তকাল অনন্ত পাবকে পড়িয়া থাকিবে আর যাহারা পুণ্যাত্মা তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে অধিকার দেওয়া হইবে। এই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা বলে কোন কোন খৃষ্টান মৃত্যুর পর পরলোকের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যে বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সব সাহেব অন্তান্ত ঘটনার মধ্যে পণ্ডিত ও পারলৌকিক তত্ত্বদর্শী সেড্‌বিটার সাহেবের “ইন্ডিসিভল্ হেল্পার” গ্রন্থ হইতে একজন ইংরাজ সেনাপতির পারলৌকিক কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত সেনাপতি মহাশয় দেহত্যাগের তিনদিন পরে যখন দেখিলেন যে তাহার আত্মা দেহ বিমুক্ত হইয়াও অবস্থান করিতেছে, তখন তাহার আর কোতূহলের সীমা রহিল না।

তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“এতো ভাণ্ডি মজা, আমি মরিয়াও বাঁচিয়া আছি। তবে কি আমি সত্য সত্য মরি নাই?” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সহিত অপর একটা আত্মার সাক্ষাৎ হয়। সেনাপতি তাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন অবগত হইলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার আত্মা এখন ক্ষুদ্র জগতের নিয়মাবলী হইয়াছে ও তিনি তাঁহার

মানসিক শক্তির অনুসারে সেই জগতে অধিকার পাইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হইতে স্বর্গ ও নরকেব ধারণা বিলুপ্ত হইল ও সকৌতুকে বলিলেন—ইগা যদি স্বর্গ হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত আমাদের পার্শ্ব ধারণার সাদৃশ্য নাই, আর যদি নরক হয়, তাহা হইলে এ অবস্থা ধর্ম্মবাক্যকদিগের বর্ণনা হইতে অনেকাংশে প্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

ক্রমশঃ—

বিবিধ-প্রসঙ্গ ও আলোচনা।

লাভ লোকসানের কথা না ভেবে শুধু সাহসের অস্ত্র সাহসের, পৌরুষের লগ পৌরুষের কাজ করা যৌবনের ধর্ম্ম। মানুষের একবার পক্ষে যাহা সত্য, তাহা মানব জাতির পক্ষেও সত্য। যে জাতি শত্রুকো অরাগ্রস্ত যে সাহসের কাজ করতে এগুবে না। পান্চাত্য জাতি সকল যদিও তাদের প্রযুক্তি ও সভ্যতার প্রকৃতি তাদের মারামারি কাটা কাটির মধ্যে নিয়ে গেছে—তবুও অরাগ্রস্ত নয়। তারা যৌবনের উৎসাহে এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাদের সভ্যতা ও প্রকৃতি যখন সাম্বিক ভাবে দিকে ফিরবে তখন তারা, যে সব জাতি এখন তাদের অরা ও অবসাদকে সাম্বিকতার পরিচর

বলে নিজেদের সাক্ষ্য দেয় এবং জগতের সমক্ষে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের সাম্বিকতার, ডের পেচনে কেলো যাবে। জড়তান অপৌরুষ নির্জীবতা সাম্বিকতা নহে; ওটা সাম্বিকতারই অস্ত্র একটা রূপ। ভারতের এখন এই অবস্থা।

ব্যক্তিতে এবং জাতিতে এই তফাৎ যে ব্যক্তির যৌবন আর ফিরে আসে না কিন্তু জাতির যৌবন আবার ফিরতে পারে। আজ যে জাতি অরাগ্রস্ত ও যুবুঁ আবার সে জাতি নব যৌবন এবং নব জীবন লাভ করতে পারে।

এই নব জীবন এবং এই নবযৌবন ভারতকে পেতে হবে; আর জড়তাকে আধ্যাত্মিকতার

উচ্চত্তর বলে চুপ করে এক সঙ্গে জটলা করতে করতে ধর্মের স্মরণ ব্যাখ্যা করলে চলবে না।

গৌরীশঙ্কর চুড়ার উঠতে গিয়ে বার বার অকৃতকার্য হয়েও ইংরেজ জাতি জেদ ছাড়ছে না। তার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড এ বিষয়ে টাইমসে একটা বেশ প্রবন্ধ লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনার পাঠকদের দিবার লোভ সামলাতে পাচ্ছি না। “গৌরীশঙ্কর নানা রকম ভীষণ অস্ত্র শস্ত সহকারে যুদ্ধ করচে। অলঙ্ঘ্য পাহাড়ে তাকে ঘিরে আছে। সে নিজে ভূবার দিয়ে সব সময়ে আচ্ছাদিত। বড় ওঁহিম্যানী তাহার সাহায্য করে। কিন্তু সে অন্ধের মত যুদ্ধ করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা লাভ তাহার হয় না এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টা আয়োজন সাহস দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যেমন বাড়তে থাকে, তাহার আয়োজন, অস্ত্র, দৃঢ়তা অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে না। অস্ত্র দিকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের চেষ্টা, আয়োজন, সাহস প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা বাড়তে লগেছে। নূতন নূতন বাধা বিিন্ন অভিক্রম করবার মত দৃঢ়তা বণ, বুদ্ধি ও কপিত্বতা মানুষের আছে। পর্তুতে ও মানুষে এই লড়াইয়ের মানুষকে পাহাড় যতবার হারিয়ে দিচ্ছে মানুষ ভয় না পেয়ে, না দমে, ‘ভতবার’ নূতন

উত্তমে ও ভেজস্বিতার সঙ্গে আবার ভাল ঠুকে দাঁড়াচ্ছে।

সুতরাং গৌরীশঙ্করের বরাতে পরাজয় নিশ্চয় আছে। মানুষ নিশ্চয় ভাবে তাহার দিকে অভিযান করে চলেছে। ৪০ বৎসর আগে মানুষ খুব বিনয় নম্র ছিল, ২১০০ ফুটের বেশী উঁচুতে উঠবার কল্পনার স্পর্ধা তার হয় নাই। ২০ বৎসর আগে সে ২৩০০ ফুট উঠেছিল। ১৫ বৎসর আগে প্রায় ২৫০০ ফুট পর্যন্ত চড়ে। দুই বৎসর পূর্বে ২৭০০ ফুট আরোহণ করে এবং গত মাসে ২৮০০ ফুট পর্যন্ত চড়েছিল। তাহলে পাটীগণিতই দেখাচ্ছে যে ২৯০০ ফুট চড়বার সময় এগিয়ে আসছে এবং গৌরীশঙ্কর নিশ্চয় হেরে যাবে।

ম্যালোরী ও আর্ভিন নামে ২ জন ইংরেজ ২৮০০ ফুট উঠেছিলেন তার পূর্বে আর তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই দুই জন বীরের মধ্যে আর্ভিনএর বয়স মোটে ২১ বৎসর। এই সব দেখে আমাদের (ভারতবাসীর) মনে হতে পারে যে এমন করে জীবন দিয়ে লাভ কি? কিন্তু যৌবনধর্মী মানুষের প্রকৃতি তাকে বাধা বিিন্ন সঙ্গে লড়াই করবার জন্য সব সময়ই প্ররোচিত করে। সে তখন লাভলোকসান দেখে না।

যাহা অজ্ঞাত তাহা জানবার চেষ্টা—যে তত্ত্ব কেহ কখনও আবিষ্কার করতে পারে নাই তাহা যত কঠিন হ'ক না কেন তাহা আবিষ্কার ক'রব—অসাধ্য সাধন করব দুঃখ্য পাহাড় বে' এত দিন কেহ অতিক্রম করে নি তাহা অতিক্রম করব—অজ্ঞেয়কে জয় করব এসব আমরা নেহাৎ গোয়াস্তমি মনে করতে পারি কিন্তু বারা বার্কিকা জরায় অবসাদগ্রস্ত নহে—মৌবন শক্তিতে ভরপুর এং পৌরুষই যাদের জীবনের লক্ষ্য সেই পাশ্চাত্য জাতি কিন্তু অন্য রকম মনে করে।

* * * *

আহমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে মোলনা মহম্মদ জ্বালি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মার কারাগারে যাবার পর এতদিন স্বরাজ্যদল কংগ্রেসে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মার কারাদর্শের সঙ্গে স্বরাজ্যদলের আদর্শের অনেক প্রভেদ। মহাত্মার প্রভাব তাঁহার অল্পপস্থিতিতে এখনও লোকের উপর কতটা আছে এরই একটি হিলাব নিকাশ করবার জন্যই তিনি কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিয়ে স্বরাজ্যদলের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মতোভেদ হয় এবং স্বরাজ্যদল

প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসের বিধি—বহিষ্কৃত বলিয়া সদলমলে সভা পরিত্যাগ করে যান। মহাত্মা তাঁর প্রস্তাবের কোন কোন অংশ বর্জন করায় আবার আপোষে নিটবাট হয়।

* * * *

খবরের কাগজে নারী নির্ধাতন সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া যায় তার মধ্যে অধিকাংশ অত্যাচার মুসলমানের। হিন্দু নারীর উপর করে। আমাদের মনে হয় মুসলমান সমাজে যথেষ্ট সামাজিক শাসন নাই এবং তাঁদের লোকমতও প্রবল নহে। কারণ এ রকম অত্যাচারে শুধু হিন্দু সমাজের ক্ষতি নহে—মুসলমান সমাজেরও ক্ষতি এমন কি সমস্ত জাতির ক্ষতি। আমাদের মনে হয় মুসলমান সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার হলে কিছু প্রতিকার হবে। নারী নির্ধাতন সমস্যা'কে হিন্দু মুসলমানের বগড়ার নূতন একটা কারণ করলে কারোই লাভ নেই বরঞ্চ তাতে বিদেশী সরকারের সুবিধা হবে। তারা বেশ জোর-গলার এবং গভীর ভাবে বলতে পারবে তোমরা কি স্বরাজ পাবার উপযুক্ত—এক দেশে বাস করছ—একই দেশের জল খাচ্ছ একই মায়ের অন্তে পুটে বহছে অথচ তোমরা সর্বদা মারামারি করছ। তোমরা তোমাদের মা

বোনের ইচ্ছার সন্ধান বোঝা না—যে জাত সমর্থ হন ।

মাতৃজাতীর সন্ধান করে না তারী আবার কোন
কাছের উপযুক্ত ।

হিন্দু মুসলমানের রূপড়া বাঁধলে যে হিন্দুরাই
হেরে যাবেই একথা বলা ভারী শক্ত । তবে
জাতের মধ্যে কেবল ইংরাজ আমলা তত্ত্বের
ক্ষমতা ও সুবিধা বাড়বে ।

কিন্তু এ নারী নির্ধাতন সমস্তার সমাধান
আমাদের নিশ্চয়ই করতে হবে । নারীদের
সম্বন্ধে পুরুষের ধারণা উন্নত করতে হবে ।
নারীদেরও এরকম শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা
পুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে । এবং
নারীদের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে—
যাতে তাঁরা নিজেরাই নিজেরদের রক্ষা করতে

নারী সম্বন্ধে সামাজিক আদর্শ যে যে উপায়ে
উন্নত হতে পারে তার উপায় অবলম্বন করতে
হবে । নারী রক্ষার জন্য পুরুষদের প্রাণপণ
করতে হবে এবং নারীদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা
বৃদ্ধি করতে হবে, তবে নারীসমস্তার সমাধান
হবে ।

* * *

“অত্যাচার প্রদেশের তুলনায় বাংলার লোক
সংখ্যা অধিক । বাকালী না খাইয়া মবে, রোগে
মরে, আবার বিকলাঙ্গের সংখ্যা দিন দিন
বৃদ্ধি পাইতেছে । বাংলার উন্নাদের সংখ্যা
সকল দেশ অপেক্ষা অধিক । বাকালীকে সতর্ক
হইতে হইবে ।”

ধাঁধা ।

(জিহীরালাল গুপ্ত কবিরঞ্জন)

যুদ্ধের বারতা তাই জিজ্ঞাসে ভায়রে ।

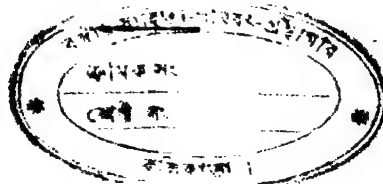
বিপক্ষের সেনাপতি কে আজ সমরে ॥

বিপক্ষের সেনাপতি হয় অগ্রসর ।

যাপের বৈমাত্র তাই মম সহোদর ॥

বল দেখি কোন জন জিজ্ঞাসে কাহারে ।

বিপক্ষের সেনাপতি কে হয় সমরে ॥



ভক্তিরত্ন ত্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

সাধক-চরিত্রের অপূর্ণ চিত্র—তাত্ত্বিক-সাধনার নিগূঢ়-রহস্য

তারাপীঠের সেই বীর-সাধক

বামা ক্ষেপা।

সাধক-চূড়ামণি বামা-ক্ষেপার অপূর্ণ জীবন-কাহিনী—তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অমামুখী কার্যাবলী পাঠ করিলে বিস্মিত ও বিমোহিত হইতে হয়। ভক্ত-হৃদয়ে তাঁবের প্রস্রবণ উছলিত হইবে—হৃদয় ও মন গজাবারি-বিধৌত পুষ্পের ভার পবিত্র হইবে। এই সাধক-শ্রেষ্ঠ বামা-ক্ষেপার নাম আজ কাতারও অবিস্মৃত নাই।

বর্ষে বর্ষে কত সাধক, কত ভক্ত বামা-ক্ষেপার সাধন-স্থান—তারাপীঠ দর্শনে যান—তার পূর্বে সেই মহাত্মার অশ্লী-লকৃত জীবনী একবার পাঠ করুন। জীবন যন্ত্র হইবে, পুষ্পের পবিত্র জ্যোতিঃ হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে; সজ্জনতা হুঁরে যাইবে সংসারের আনর্জনতা বিদূরিত হইবে। বাঙ্গালী যন্ত্র। এই গ্রন্থের এত আদর হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ—বহু

চিত্র-শোভিত

অনেক নতুন ভাষা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহার জীবনের এক এক দিনের

এক একটি ঘটনা, এক একটি কার্য্য তুলিতে ও শুনাইতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সেই মহাপুরুষের কাহিনী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—

প্রতি লাইব্রেরীতে থাকা কর্তব্য।

কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ অসার পুস্তক হুঁরে ফেলিয়া দাও—মণি-কাকনের আদর কর। এখন বাঙ্গালার সুদিন আনিয়াছে—তাই যোগীনবাবুর ভক্তিরসময়ী লেখনী-প্রসূত—

‘বামা-ক্ষেপা’র এত আদর হইয়াছে।

বাঞ্চে নাটক-নটেল ছাড়িয়া, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে যেদিন এই পুস্তক বিরাজ পূরিতে সেই দিন হুঁবুজুন—বাঙ্গালী-রত্নের আদর করিতে শিখিয়াছে—

বঙ্গ-গগনে আবাস সৌভাগ্য-সূর্য্যের

উদয় হইয়াছে।

বামা-ক্ষেপা—স্বরূপে গ্রন্থ, সুন্দর বাঁধাই, ছাপা পরিপাটি,

মূল্য ২৫ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া

হিন্দুধৰ্ম্মের কৌস্তভ মণি ।

উপনিষদ-রহস্য ।

= বা =

গীতার মৌলিক ব্যাখ্যা ।

সাম্বক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

== গীতা ধৰ্ম্মশাস্ত্রের সার—গীতা শাস্ত্রমূলোদ্ভূত মুখ্য । গীতার মূল অর্থ
প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণের অমূল্যত অমিশ্রান্দিণী লেখনী প্রসূত
ভক্তিবাসনাক ব্যাখ্যা ।

* প্রতি ছত্রে মুখ্য, প্রতি স্লোকে ভাস্কর্য্যতা ।*

ভাবের এমন লহরীলীলা আর কোন ব্যাখ্যায় নাই । মানব ! তোমার হৃদয়
চাঞ্চল্য অতরহঃ যে কুরুক্ষেত্রের সময় বাণিজ্য, পাপ দুৰ্যোগন ও দুঃশাসন বে
অধর্ম্মের রাজ্য বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিছাছ কি ? গীতার এই ব্যাখ্যা
পাঠে হৃদয়ে স্বর্গস্বাদ প্রাপ্তি হইবে—সংসারের শোক তাপ জালা
যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিবে ।

১ম খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায় একত্রে বাঁধাই—মূল্য ৪০ টাকা ।

২য় খণ্ড—৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় একত্রে বাঁধাই—মূল্য ৩০ টাকা ।

৩য় খণ্ড—৫ম অধ্যায় স্বতন্ত্র, মূল্য—১০ টাকা ।

প্রতি খণ্ডই স্বতন্ত্র গ্রন্থ—বড় অক্ষরে ভাল ছাপা ।

প্রাপ্তিস্থান—কৰ্মযোগ প্রেস ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

আমাদিগের এই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাশি
প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

সাধক শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টো-

পাধ্যায় প্রণীত

অশ্রাব্য গ্রন্থ

১। আদর্শ ভ্রাতৃজন-ভক্তি-
রসায়ক নাটক—বহু নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক
অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৮ টাকা।

২। মাতঙ্গরত্নমালা—ভক্ত-জননের
পবিত্র উচ্ছ্বাস—মূল্য ৮/০ আনা মাত্র।

৩। মা আনার কাল কেন ?
—মাতৃরূপের ব্যাখ্যা—বিবৃতি—মূল্য ৮/০

৪। শিবেবর কৃষ্ণে শ্যামা
কেন ?—প্রশ্নের সারসিদ্ধান্ত—মূল্য ৮/০

৫। বিজয় তেরী—ধর্ম-নিষয়ক
সিদ্ধান্ত—মূল্য ১০/০ প্লেড আনা।

৬। মুক্তি—মূল্য ৮/০ আনা।

৭। সত্যাত্মকাম—৮/০ আনা।

৮। শোকশান্তি—৮/০ আনা।

শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত
ও শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-এল কর্তৃক পত্নানুবাদ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী—ভক্তি-
রসায়ক উপদেশ গ্রন্থ। আইভরি কাগজে
৩০০ পৃষ্ঠা আবণ্ডা মূল্য—২৮ টাকা।

ব্রাহ্মলীলা—উপেন্দ্রনাথ বিভাবিনোদ
প্রণীত ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৮/০ আনা।

স্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত

১। ব্রাহ্মবাহিনী বা বঙ্গবীরাকনা
—ব্রাহ্মণ রাজকন্ডার অলৌকিক বীরত্ব-
কাহিনী—সত্যঘটনা—মূল্য ১০ পঁচ টাকা।

২। বঙ্গবীর রণজিৎ রাই
—অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের জীবন্ত
চিত্র—১০ পঁচ টাকা।

৩। অভিরাম গোস্বামী—
ঐতিহাসিক মহাপ্রভু সমসাময়িক ঘটনাবলি
পূর্ণ ভক্তিমূলক—মূল্য ১০ টাকা।

বঙ্গবিখ্যাত দার্শনিক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
প্রণীত

১। নীতায় ঈশ্বরবাদ—১০

২। উপনিষদ ভ্রাতৃজন—১০

ভীষ্ম বাবু বচ গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-
পূর্ণ গ্রন্থ—ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশদভাবে
বিশ্লেষণ—যিনি না পড়িয়াছেন, তাহার
জীবনই বৃথা।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মূল—

চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সাধনসময় বা
দেবী-মাহাত্ম্য—“ব্রহ্মগ্রন্থভেদ” নামে
প্রকাশিত—১৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ২৮ টাকা।

ঐ ঐ—২য় খণ্ড “বিষ্ণুগ্রন্থভেদ” নামে
প্রকটিত—৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৮ টাকা।

ঐ ঐ ৩য় খণ্ড “শিব-বদন—কৃষ্ণগ্রন্থ ভেদ”
মূল্য ২৮ টাকা।

সত্য প্রতিষ্ঠা—মূল্য ৮/০ আনা।

ছতপূর্ব “লক্ষ্মীদান” পত্রিকার অন্ততম

পরিচালক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক

“আলোচনার” লেখক

শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল লাক্ষ্মী

প্রণীত

১। কুল লক্ষ্মী—

দ্বীপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস। মনোজ

বাগাই, মূল্য ২৭ ছই টাকা।

২। লোকারণ্য—

সংসার অরণ্যের নিখুঁত চরিত্র-চিত্র।

মনোজ বাগাই—মূল্য ১৪০ দেড় টাকা।

৩। বঙ্গলক্ষ্মী।

আধুনিক বাঙ্গালার জাগরণের চিত্র।

• ১৭৭ উপন্যাস—(বঙ্গবন্ধু)

হাওড়া কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্

কর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত অত্যাশ্চর্যকর

আইন পুস্তক—

ভিক্রিমারি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৪০ আনা।

কোট-ফি সংক্রান্ত আইন—মূল্য ৮০ আনা।

মৃতদণ্ড ট্যাক্স আইন—মূল্য ৮০ আনা।

উপন্যাসাচা—

অধিকার প্রবীণ-লেখক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

অপরাপর অমূল্য গ্রন্থরাজী

রামপ্রসাদ—

২১

ভুলসী দাস—

৭

দরাক বা—

১৮০

বর্ণাশ্রম—

২৭

সংসার চক্র—

২৭

উপন্যাস গ্রন্থাবলী—

২৪০

শৌহমমালা—

১৪০

মায়ার খেলা—

১৪০

পঞ্চরত্ন—

১৪০

নষ্ট চরিত্র—

১৮০

স্তোত্র রত্নমালা ।

পণ্ডিত শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যা-

ভূষণ সম্বলিত ও অনূদিত।

১। দেবদেবীগণের স্তব বিশেষতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তব সমূহ, এবং তাহাদিগের বিত্তক বঙ্গানুবাদ সহ সন্দোহকৃত স্তোত্র পুস্তক। ইহাতে শিব মহিমা স্তব, বিষ্ণুসহস্র নাম, আদিত্য হৃদয়, আনন্দলহরী, রুচিস্তোত্র, পুরুষসূক্ত স্তব প্রভৃতি অপূর্ব স্তোত্র এবং সে সকলের অবিকৃত বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব নব নারীর পাঠ্য মূল্য ১০।

২। শিবপুস্তক বিধি।

মহিমা: স্তব, মূল, অক্ষয় টাকা, গল্প অনুবাদ পুস্তকসহ। মূল্য ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া

কর্মযোগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

স্ট্যাকার্ড এবং পোষ্টার ছাপিবার উপযোগী বাঙ্গালা, ইংরাজী, নাগরী বা দেবনাগরী প্রভৃতি নানাপ্রকার ও নানারকম আকারের কাঠের অক্ষর আমাদের প্রেসে বিক্রয় জন্ম প্রস্তুত আছে এবং নমুনা দিলে তদনুযায়ী অক্ষর আমরা প্রস্তুত করিয়া অতি অল্প সময়ে এবং অল্প স্থান অপেক্ষা সস্তা দরে দিতে পারি । “তিন জ” হইতে “৬ ইঞ্চি” টাইপ সর্বদাই প্রস্তুত রাখি । অর্ডার পাইলেই সেট মিলাইয়া দিয়া থাকি । খুচরা দরকার হইলে তাহাও বিক্রয় করি । টাইপ প্রস্তুত জন্ম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ ও ভাল কারিগর রাখিয়া একটা আলাহিদা কারখানা করিয়াছি । প্রেসের কার্য্যাব্যঙ্গগণ পত্রের দ্বারা এবং সস্তাব হইলে আপনারা আসিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন ।

তেলকলঘাটে নামিয়া আমাদের প্রেস ও কারখানা ৫৭ মিনিটের দাঁড়া ।

কর্মযোগ এজেন্সি।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

আমাদের এজেন্সীতে যে কয়েকটি বহু পরীক্ষিত ঔষধ
পাওয়া যায়—তাহার একটু পরিচয়।

মলীম বান্ধব 'লৌহ-সার'—

সর্বপ্রকার রক্তের অমোঘ ঔষধ। লক্ষ লক্ষ
রোগী দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত। লৌহ-
সারের একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা
টনিকের কার্য করে। প্রকৃতই ইহা রোগীকে
লৌহ-বিক্রম করিয়া দেয়। মূল্য প্রতি
শিশি—৮০/০ আনা।

ডাঃ এস. কে. চাটার্জির

অন্ননাশক চূর্ণ—অন্ন ও অন্নজনিত

সর্বপ্রকার পেটের পীড়ার ত্রাকান্ত, কলি-
কাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ভূত-
পূর্ব চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত এস. এন্
মল্লিক, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান
ও গভর্নমেন্ট উকীল বদান্তবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র
সিংহ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয়
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত মূল্য—১০ আনা।

ম্যাজিক বটিকা।

রক্ত-আমায়ন আরোগ্য করিতে ইহা
ম্যাজিকের দ্বারা কার্য্য করে। এক বটিকাতেই
অদ্বুত কল হয়। মূল্য—১০ আনা।

আগ্নেয় ভস্ম।

ইহা ঢাকা জ্যোতিঃ ঔষধালয়ের
সেই বিখ্যাত—আগ্নেয় ভস্ম।

ইহা উপকারিতার ব্যবহারকারী
মাত্রেই মুগ্ধ। ইহা কলেরার প্রতিবেশক
এবং আক্রমণের পর যে কোন অবস্থায়
ব্যবহার করিলে ঘাত ও স্থায়ী উপকার হয়
অন্ন অন্নপূর্ণ পেট কঁপা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
পাকায়জনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব নষ্ট
করিতে ইহার তুল্য ঔষধ দৈবাৎ যায় না।
অনুপানভেদে ইহা সর্বপ্রকার ব্যারামেই
ব্যবহার করা যায়। মূল্য ছোট শিশি ১০।

ডাঃ এ. সি ঘোষাল কৃত

এ্যাজমা মিফ্ট।

ইপানির মহৌষধ। বহুদিন হইতে
আমরা বহু রোগীকে দিয়া ব্যবহার করাইয়া
সন্তোষজনক কল পাইয়াছি। শতকরা ৯০-টা
সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে।
বান্ধাবের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রণার উপশম হয়।
মূল্য প্রতিশিশি ১০ টাকা, প্যাকিং বস্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, ধর্মমূলক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত

ঋষিকল্প প্রবীণ লেখক, উপন্যাসাচার্য্য

ত্রিযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

— নূতন উপন্যাস —

১। সতী-প্রতিভা।

পবিত্র হিন্দু-সংসারের নিখুঁত চিত্র—সতীর অপূর্ণ প্রতিভা। হরকোপামলে মদন-ভয়ের
স্তায়, সতী বোহানলে পাপীর ধ্বংস, বজ্ররূপী লম্পটের ত্রিভীষণ পদবিগম, সংসারে সুখ ও
শান্তির পূণ্যপ্রতিষ্ঠা—কেমন উজ্জল, কেমনা[মধুর ভাবায় পরিষ্কৃত হইয়াছে, যুবক যুবতীর
শিক্ষণীয় উপহার গ্রন্থ। সমাজের বিবাহ প্রথার ও অজ্ঞায় দেশাচারের সংস্কার সাধন ইহার
উদ্দেশ্য। এমন মনোহর, এমন সরল ও স্তম্ভপাঠ্য উপন্যাস বাংলায় এই প্রথম। যুবক
যুবতীর টুচ আদর্শ চরিত্র বাংলার ঘরে ঘরে পিরাক্ষিত হউক ; সংসারে পুণ্যের জ্যোতি
প্রতিভাত হউক। সুন্দর রেসমী বাগাই। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

২। নদের নিমাই।

নদীরার ঐতিহ্যবান্ চৈতন্তদেবের অপূর্ণ জীবনী। • ভগবানের অসংখ্য অবতার কিন্তু
বাকালী দেশ কেবল ঐচৈতন্তদেবের জন্তই অহঙ্কার করিতে পারে। ভগবান্ ঐচৈতন্ত
দেব অবতার গ্রহণ করিয়া বাকালী-দেশ যাত্র করিয়াছেন, বাকালী-জাতি ঐচৈতন্তের
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই একদিন এত প্রতিভাশালী হইয়াছিল ; এবং সেই জন্তই তাঁহার
পবিত্র জীবনী প্রত্যেক বাকালীর পাঠ করা উচিত। • ইহা এত মনোহর এবং প্রীতিপ্রদ
যে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যাইবে না। ভগবান
ঐচৈতন্তদেবের এমন নিখুঁত জীবনী আর কখন প্রকাশিত হয় নাই ; বাকালী, ধর্মপ্রাণ
বাকালী ! তোমাদের নিকট ইহার নিশ্চয় আদর হইবে। ভগবান্ চৈতন্তের উন্মাদতাব,
তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হরিনাম সংকীর্তন, তাঁহার প্রাণারাম, প্রেমভক্তিপূর্ণ উপদেশ পাঠ করিলে
—হৃদয় ভক্তি-রসে আচ্ছন্ন হইবে। প্রকাশ্য গ্রন্থ সুন্দর বাগাই সচিত্র মূল্য ২৮ টাকা।

প্রান্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস ৪নং ভেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

“শ্রীকৃষ্ণ” পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরম ভাগবত
শ্রীকীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ—প্রণীত ।

(১) **স্বপ্নভঙ্গি**—অনলবর্ষী জাতীয় কবিতাওছ । যেখ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার
ছন্দনির্দেশ বিজ্ঞাতের জ্ঞান ইহার উন্নয়ন, বহুরূপে জ্ঞান ইহার শক্তি । দেশবাস্তবতার পূজার
পবিত্র অর্থ্য । মূল্য ৫০ ।

(২) **ভিলেকের ভিলোভাব**—অপূর্ণ ছন্দোময়ী কবিতার রচিত ধর্মীর
করাল কবল হইতে দরিদ্রের মুক্তির চিত্র, সহস্রশীর্ষ পুরুষের জাগরণ অতি সুন্দররূপে
পরিষ্কৃত হইয়াছে । মূল্য ৮০ ।

(৩) **বর্তমান কর্মসুপ**—(অপূর্ণ জাতীয় ছন্দোবদ্ধ গল্প প্রবন্ধ) পাশ্চাত্য
সত্যতার পৃষ্ঠে ইহা দারুণ কল্যাণাত তুল্য । এই মৃতকল্প জাতির পক্ষে ইহা সজীবনী সুধা
বরূপ । মূল্য ১০০ ।

(৪) **অমিত্র পীতা**—ঐমত্তগবদীতার পক্ষে এইরূপ ভক্তিপ্রবণ সহজ সুন্দর
বিস্তৃত অনুবাদ আর বাহির হয় নাই । ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক সংকৃত মূলের
কটমট প্রতিধ্বনি নহে । অথচ মূলের সহিত প্রতি ছন্দে ছন্দে সামঞ্জস্য রহিয়াছে । গ্রন্থে
পীতা বাহ্যিকের অতি সুন্দর পদ্যসুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । সুন্দর বাঁধাই ১৬৫ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ ।
এ্যাটিক কাগজে ছাপা—মূল্য ১০ ।

(৫) **শঙ্করাচার্য**—হিন্দুধর্মেরই নিত্য পাঠ্য । ইহা সাধনের অঙ্গ । সাধন-
পথে দাঁড়াইয়া সাধকের শরণাগতির কথা মনে পড়ে । সুন্দর পরার ত্রিগদী ছন্দে রচিত ।
পাঠে শরণাগত হৃদয় মাত্রই নিগলিত হইবে । মূল্য—৮০ ।

কীরোদ বাবুর পুস্তকগুলি অমৃতবাজার পত্রিকা, হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে
ভূয়সী প্রশংসিত হইয়াছে ।

নিশাণ কলকাতার কুতপুত্র

অধ্যাপক

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

কর্তৃক অনুদীত ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ।

মূল্য ১০ পঞ্চ বঙ্গানুবাদ ।

মূল্য ১০ আনা ।

কর্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডার

ভারত আবার জাগিল !!!

উপায়াসার্চ্য পণ্ডিত প্রবাণ সাহিত্যিক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সিদ্ধহস্তের লেখা—

তন্ত্র-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব

সরল সুললিত উপায়াসের

মধ্য দিয়া কেমন সুন্দর

ফুটে উঠেছে ।

শক্তির সাধনায়
এই মানুষ কেমন
ক'রে

উন্নতির নীর্যস্থান

অধিকার করতে পারে

শক্তি-সাধনায় তাহা বিশদভাবে
বর্ণিত হ'য়েছে ।

গৃহধর্মের নারীশক্তির বিকাশ !

শক্তি-সাধনায়—হিন্দুর সোণার সংসার !

আত্মোন্নতি চাও—শক্তি-সাধনা প'ড়ে দেখ

প্রকাণ্ড গ্রন্থ, স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই, মূল্য ২৥০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—কর্মযোগ প্রেস,

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, “কর্মযোগ প্রেস” হইতে শ্রীযুক্তকৃষ্ণ সিংহ
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রেসবিহীন প্রিন্টার বা দালানের
হাতে কান্ট্রি ফিল্ম কট পান

কেন ?

সরাসরি নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন
বা ফোন করুন ।

ঘরে বসিয়া সুবিধামত দল ও
মনের মত কাম পাঠিয়া খুসী
হইবেন ।

—:—

ম্যানেজার—

কর্মযোগ প্রিন্টিং ও ব্রাক্স

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ।

ফোন ২২-১৯১, হাওড়া ।

